ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

পিতরের পত্রাবলির উপর লিখিত টীকাপুস্তক

Commentary on the Letters of Peter

1st and 2nd Peter

১ম ও ২য় পিতর

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

পিতরের পত্রাবলির উপর লিখিত
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

১ম ও ২য় পিতর

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB | International Bible CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letters of Peter

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

পিতরের লেখা প্রথম পত্র

ভূমিকা

প্রেরিত লিখিত দুটি পত্র পবিত্র বাইবেলের পবিত্র ক্যাননে সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রেরিত পিতর ছিলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য ও প্রেরিত। চারটি সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্য বিবরণী পুস্তকে তাঁর চারিত্রিক বর্ণনা নিজ গুণে উজ্জ্বল ও ভাস্বর হয়ে আছে। তবে অনেক ইতিহাসবেত্তা বলে থাকেন যে, পিতর একজন অহঙ্কারী এবং উচ্চাভিলাষী মানুষ ছিলেন। পবিত্র শাস্ত্র থেকে এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, শিমোন পিতর ছিলেন সেই প্রথম আহূত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম একজন যাঁদেরকে প্রভু খ্রীষ্ট তাঁর প্রথম শিষ্য হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি একাধারে স্বভাবগত ও অনুগ্রহসূচক বিভিন্ন দানে ও গুণে পূর্ণ একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে করিৎকর্মা ছিলেন এবং যে কোন কাজে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। আমাদের প্রভু যখন তাঁর শিষ্যকে আহ্বান করেন এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেন, সে সময় তিনি পিতরের নাম তালিকায় সবার উপরে রেখেছিলেন। পিতরের প্রতি খ্রীষ্টের আচরণ দেখে বোঝা যায় যে, তিনি বারো জন শিষ্যের মধ্যে পিতরকে অন্যদের তুলনায় বিশেষ চোখে দেখতেন। তাঁর প্রতি আমাদের প্রভুর ভালবাসার প্রচুর নির্দশন তাঁর জীবদ্দশায় ও পুনরুত্থানের পরও পাওয়া যায়, যার উল্লেখ পবিত্র শাস্ত্রে রয়েছে। কিন্তু এই পবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক ধারণা প্রচলিত রয়েছে যার একান্তই কোন সত্যতা নেই; যেমন:- অন্য সকল প্রেরিতদের উপরে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছিল; তিনি তাঁদের সমমর্যাদার ছিলেন না, বরং তাঁদের চেয়ে আরও উচ্চপদস্থ ছিলেন; তিনি ছিলেন তাঁদের উপরে কর্তৃত্বকারী শাসক, একচ্ছত্র অধিপতি; এবং তিনি সকল প্রেরিতদের উপরে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এর পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো তাঁকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে তা হচ্ছে – তিনি সারা খ্রীষ্টিয় পৃথিবীর উপরে একচ্ছত্র ও সার্বজনীন পুরোহিত; পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের একমাত্র প্রতিনিধি; তিনি রোমের বিশপ হিসেবে বিশ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন; রোমের পোপরা পিতরের কাছ থেকেই তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং তারা সারা পৃথিবীতে সকল মণ্ডলী ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে সার্বজনীন কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভ করেছেন; এবং এর সব কিছুই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আদেশ ও নির্দেশনা অনুসারে ঘটেছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কখনোই পিতরকে এ ধরনের কর্তৃত্বভার প্রদান করেন নি এবং এ ধরনের আদেশও দেন নি, বরং তিনি ঠিক এর বিপরীত আদেশটিই দিয়েছেন। অন্য কোন প্রেরিতও কখনো এ ধরনের অধীনতার কথা স্বীকার করেন নি। পৌল নিজে দাবী করেছেন যে, তিনি প্রেরিত চূড়ামণিদের চেয়ে একটুকুও পিছিয়ে নেই, ২ করিন্থীয় ১১:৫; ১২:১১। পিতরকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখা হলেও, তাঁর দুর্বলতার জন্য পৌল তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দোষারোপ করেছেন, গালাতীয় ২:১১। পিতর নিজেও কখনো নিজেকে এমন অবস্থানের দাবীদার বলে প্রকাশ করেন নি, বরং তিনি সব সময় নম্রতার সাথে নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত বলে সম্বোধন

করেছেন। যখন তিনি মণ্ডলীর পুরোহিত ও প্রাচীনদের কাছে পত্র লিখেছেন, সে সময়ও তিনি নিজেকে তাদের সম অবস্থানের বলেই উল্লেখ করেছেন: *তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গরা আছেন, তাঁদেরকে আমি এক জন সহপ্রাচীন . . . হিসেবে বিনতি করছি,* ১ পিতর ৫:১।

পিতরের এই প্রথম পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে:-

ক. সদ্য মন পরিবর্তনকারী যিহূদী খ্রীষ্টানদের প্রতি খ্রীষ্টিয় শিক্ষা আরও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করা।

খ. তাদেরকে এক পবিত্র জীবন-যাপন করতে নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দান করা, যেন তারা তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থাকে। তারা যেন নিজেদের শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি তাদের শত্রুদের সকল ভর্ৎসনা ও ভ্রুকুটি কার্যকরভাবে দমন করতে পারে।

গ. তাদেরকে কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত করে তোলা। এটাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য; কারণ তিনি প্রত্যেক অধ্যায়েই এ সম্পর্কে কিছু না কিছু কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে বিশ্বাসে ধৈর্য ধারণ করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন, পাছে অত্যাচার ও কষ্টভোগে পড়ার কারণে তাদের মধ্যে যীশু ও সুসমাচার ত্যাগ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

পিতরের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

প্রেরিত পিতর যাদের কাছে এই পত্রটি লিখছেন তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদেরকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন, পদ ১,২। অনন্ত জীবন ও পরিত্রাণ লাভের এক জীবন্ত প্রত্যাশায় তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, পদ ৩-৫। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই পরিত্রাণের প্রত্যাশা আছে বলে তাদের আনন্দ করা প্রয়োজন, যদিও তাদেরকে বিশ্বাসের পরীক্ষা হিসেবে অত্যাচার ও কষ্টভোগ করতে হবে, তথাপি এই পরিত্রাণের প্রত্যাশা তাদেরকে এনে দেবে অবর্ণনীয় আনন্দ এবং তাদেরকে গৌরবে পূর্ণ করবে, পদ ৬-৯। এই হচ্ছে সেই পরিত্রাণ, যার কথা প্রাচীন ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং স্বর্গদূতেরা যা দেখার জন্য অবনত হয়ে আকাঙ্ক্ষা করছেন, পদ ১০-১২। তিনি তাদেরকে মিতাচারী ও পবিত্র জীবন-যাপনের জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের রক্তের কথা বিবেচনা করতে বলছেন, যা মানুষের মুক্তি সাধনের অমূল্য ক্রয়মূল্য, পদ ১৩-২১। তাদের পুনর্জাগরণ ও তাদের আত্মিক অবস্থার উন্নতি লাভের কারণে পিতর তাদের প্রতি তাঁর ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা প্রকাশ করেছেন, পদ ২২-২৫।

১ পিতর ১:১-২ পদ

প্রারম্ভিক এই সম্বোধন ও সম্ভাষণসূচক বক্তব্যে আমরা তিনটি অংশ দেখতে পাই:-

ক. পত্রটির লেখকের বর্ণনা।

১. তাঁর নাম – *পিতর*। তাঁর নামের প্রথম অংশ ছিল শিমোন এবং যীশু খ্রীষ্ট তাঁর এই নামের শেষে পিতর যুক্ত করেছেন, যার অর্থ পাথর। এই নাম তাঁর বিশ্বাসের পরিচায়ক এবং তা এই ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীর এক কার্যকর ভিত্তি হিসেবে স্থাপিত হবেন, গালাতীয় ২:৯।

২. তাঁর পদমর্যাদা – *যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত*। প্রেরিত শব্দের অর্থ হল যাকে প্রেরণ করা হয়েছে বা পাঠানো হয়েছে, একজন প্রতিনিধি, একজন বার্তাবাহক, খ্রীষ্টের নামে ও তাঁর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি। তবে আরও সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করলে শব্দটি বোঝায় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সর্বোচ্চ পদমর্যাদাকে (১ করিন্থীয় ১২:২৮): *ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমত প্রেরিতদেরকে . . . স্থাপন করেছেন*। তাঁদের সম্মান ও কর্তৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে এই সকল বিষয়:- তাঁদের যীশু খ্রীষ্ট নিজে বাছাই করেছিলেন; তাঁরা প্রথমে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের সাক্ষী ছিলেন, এরপরে তার প্রচারক হয়েছিলেন। আর এভাবেই তাঁর একে একে পুরো সুসমাচারে সাক্ষী ও প্রচারক হিসেবে তাঁদের দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মিক দান ও গুণ ছিল অসাধারণ। খ্রীষ্টের অনুগ্রহে পূর্ণ হয়ে তাঁদের বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা ছিল। তাঁরা

সব সময় সত্যকে অনুসরণ করতেন। তাঁদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী দানে পূর্ণ করা হয়েছিল এবং অন্যদের চেয়ে তাদের বিশেষ কর্তৃত্ব ও বিচারের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। প্রত্যেক প্রেরিতই ছিলেন সকল মণ্ডলীর উপরে ও সকল পরিচর্যাকারীর উপরে সার্বজনীন বিশপ। পিতর তাঁর নম্র আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন:-

(১) একজন প্রেরিত হিসেবে প্রকৃত চরিত্র ও মানবিক বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে, একজন মানুষকে ঈশ্বর যে দান ও অনুগ্রহ দিয়েছেন তা স্বীকার করা তার একান্ত কর্তব্য। আমাদের যা নেই তা আছে বলে ভান করা একান্তই ভণ্ডামি; আর যা আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা।

(২) তিনি এই পত্রটি লেখার ক্ষেত্রে তাঁর প্রৈরিতিক কর্তব্য ও আহ্বানের কথা উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের কাছ থেকে যে দায়িত্ব ও আহ্বান আমরা লাভ করেছি তা স্বীকার করা ও সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করা আমাদের সকলের কর্তব্য। তবে বিশেষভাবে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারীদের জন্য এই দায়িত্ব একান্তভাবে বাধ্যতামূলক। এতে করে তারা অন্যদের কাছে দায়িত্ব পালনে যথাযোগ্য বলে প্রতীয়মান হবেন এবং সকল বিপদ ও হতাশার মাঝেও তারা অন্তরে শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করবেন।

খ. যাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রেরিত পিতর এই পত্রটি লিখেছেন।

১. পৃথিবীয় তাদের অবস্থান: *পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যে প্রবাসীরা আছেন*। এরা ছিলেন মূলত যিহূদী, যারা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগে সিরিয়ার রাজা এ্যান্টিওকাসের আদেশে বাবিলের বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং পুরো এশিয়া মাইনের নানা নগরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করেন। খুব সম্ভবত আমাদের প্রেরিত পিতর তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন এবং তাদেরকে খ্রীষ্টিয় ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ছিলেন তক্ছেদ-করানো লোকদের প্রেরিত। পরবর্তীতে তিনি বাবিল থেকে এই পত্রটি রচনা করেন, যেখানে প্রচুর পরিমাণে যিহূদী বসবাস করতো। এই পত্রটি যখন লেখা হয় সে সময় সেখানকার যিহূদীদের অবস্থা ছিল খুবই সঙ্গিন ও দুর্দশাগ্রস্ত।

(১) যারা ঈশ্বরের সর্বোত্তম পরিচর্যাকারী, তাদের নানা প্রতিকূল অবস্থা ও অত্যাচার-নির্যাতনের মুখে পড়তে হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া হতে পারে। যাদের কাছে পৃথিবীর মূল্য খুব সামান্য, তারা সহজেই পৃথিবীর বুকে অবস্থিত বিভিন্ন পর্বত ও গুহায় বসবাস করতে পারেন।

(২) ঈশ্বরের দাসদের মধ্যে যারা বিতাড়িত ও নির্যাতিত, তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ বিবেচনা থাকা প্রয়োজন। এরাই ছিলেন আমাদের প্রেরিত পিতরের পরিচর্যা ও সহানুভূতির প্রধান পাত্র। পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের সকল দুঃখ কষ্টে আমাদের সমব্যথী হওয়া উচিত।

(৩) ভাল মানুষদের মূল্য তাদের বর্তমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিবেচনা করা উচিত

নয়। এরা ছিলেন অত্যন্ত চমৎকার মানুষ, যাদেরকে ঈশ্বর ভালবাসতেন, তথাপি তারা ছিলেন এই পৃথিবীতে গৃহহীন, প্রবাসী ও শরণার্থী। তাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থানের মাঝেও ঈশ্বরের দৃষ্টি সব সময় তাদের উপরে ছিল এবং প্রেরিত পিতর তাদের নির্দেশনা ও সান্ত্বনার জন্য অত্যন্ত যত্নের সাথে এই পত্রটি লিখেছেন।

২. তাদের আত্মিক পরিস্থিতির দ্বারা তাদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: *যারা পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে মনোনীত এবং যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা শুচি*। এই হতভাগ্য প্রবাসীরা, যারা পৃথিবীতে নানা কষ্টে জর্জরিত ও অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, তারা ঈশ্বর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন মানুষ সারা জীবনে যতটুকু সম্মান অর্জন করতে পারে, ঈশ্বরের কাছে তারা ঠিক তেমনই সম্মানের পাত্র ছিলেন; কারণ তারা ছিলেন:-

(১) *পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে মনোনীত*। হতে পারে তাঁদেরকে মনোনীত করা হয়েছিল বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য: যেমন শৌল ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁকে সদাপ্রভু ঈশ্বর রাজা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন (১ শামুয়েল ১০:২৪) এবং আমাদের প্রভু তাঁর প্রেরিতদেরকে বলেছিলেন, *তোমরা এই যে বারো জন, আমি কি তোমাদেরকে মনোনীত করিস্থীয় নি?* (যোহন ৬:৭০)। কিংবা হতে পারে এখানে মণ্ডলীগত অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তারা লাভ করবেন বিশেষ অধিকার: যেভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনোনীত করেছিলেন (দ্বি.বি. ৭:৬), *কেননা তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র লোক; ভূতলে যত জাতি আছে, সেই সবের মধ্যে তাঁর নিজস্ব লোক করার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকেই মনোনীত করেছেন*। কিংবা হতে পারে তা অনন্তকালীন পরিত্রাণ: ঈশ্বর শুরু থেকেই তাদেরকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মনোনয়ন করে রেখেছিলেন, যা তারা পবিত্র আত্মা ও বিশ্বাসের সত্যের মধ্য দিয়ে লাভ করবে। এখানে সেই মনোনয়নের কথা বলা হয়েছে, যা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষের অনন্ত জীবন লাভের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ বিধানকে বোঝায়।

[১] এই মনোনয়ন পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে সাধিত হয়েছে। পূর্বজ্ঞান বলতে এখানে দুটি অর্থ করা যায়:-

প্রথমত, সাধারণ অর্থে দূরদৃষ্টি, বা পরবর্তী সময়ে ঘটবে এমন ঘটনা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস। সেভাবে একজন গণিতবিদ অঙ্ক কষে বের করতে পারেন যে, কখন সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে। এই ধরনের পূর্বজ্ঞান ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে, যিনি তাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পান কী পূর্বে ছিল, বর্তমানে কী আছে এবং ভবিষ্যতে কী থাকবে। কিন্তু মানবীয় দূরদৃষ্টি দিয়ে এ ধরনের পূর্বাভাস লাভ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, পূর্বজ্ঞান বলতে অনেক সময় বোঝা যায় স্বর্গীয় পরিকল্পনা, নির্ধারণ ও অনুমোদন (প্রেরিত ২:২৩): *সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাঁর নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের হাতে দিলে তোমরা তাঁকে অধর্মীদের দ্বারা ক্রুশে দিয়ে হত্যা করেছিলে*। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু

কেবল যে আগে থেকেই দেখা হয়েছিল তা নয়, সেই সাথে তা আগে থেকে নিরূপণও করে রাখা হয়েছিল, যা আমরা ২০ পদে দেখতে পাই। এখানেও সেই অর্থে বলা যায়, তাদেরকে ঈশ্বরের পরিকল্পনা, অভিষেক ও বিনা মূল্যে দত্ত অনুগ্রহ অনুসারে মনোনীত করা হয়েছিল।

[২] এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, *পিতা ঈশ্বরের* পূর্বজ্ঞান অনুসারে। পিতা শব্দটির মধ্য দিয়ে এখানে বোঝানো হয়েছে পবিত্র ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তিকে। ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ অবস্থানের ক্রমানুসার। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেউ কারও চেয়ে উর্ধ্বতন নন। তাঁরা ক্ষমতা ও মহিমার দিক থেকে সমান এবং তাঁদের কাজে রয়েছে এক চমৎকার সমন্বয়। এভাবেই মানুষের পরিত্রাণ দানের কাজে মনোনয়নের কাজটি বিশেষ করে পিতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যেভাবে পুনঃসম্মিলনের দায়িত্ব পুত্রের এবং পবিত্রীকরণের দায়িত্ব পবিত্র আত্মার। অবশ্য এই তিন ব্যক্তিত্ব কখনোই একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন কাজ করতে পারেন না। এর মধ্য দিয়ে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিত্বকে আরও স্পষ্ট করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে, সুস্পষ্টভাবে আমরা তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি কীভাবে দায়বদ্ধ।

(২) তাঁদেরকে *যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা শুচি* করার মধ্য দিয়ে মনোনীত করা হয়েছে। মনোনয়নের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ফলাফল হচ্ছে অনন্ত জীবন এবং পরিত্রাণ। কিন্তু তা সম্পাদিত হওয়ার আগে প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তিকে অবশ্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত হতে হবে এবং যীশু খ্রীষ্টের রক্তে সিঞ্চিত হয়ে নিতে হবে। মানুষের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের বিধান হিসেবে সব সময়ই পবিত্র আত্মার পবিত্রীকরণ ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তে সিঞ্চিত করণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এখানে পবিত্রীকরণ বলতে শুধুমাত্র ধার্মিকতা ও ন্যায্যতায় পূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয় নি, বরং সেই সাথে এক প্রকৃত আত্মিক পবিত্রীকরণের কথা বলা হয়েছে, যা শুরু হয় আত্মার পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে। এই পবিত্রীকরণের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে নতুন করে সৃষ্ট হয় ও নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়, তারা সব সময় পবিত্রতায় জীবন ধারণ করতে থাকে এবং খ্রীষ্টিয় জীবনের সকল দায়িত্ব পালন করে আরও বেশি করে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে শুরু করে। এক কথায় একে প্রকাশ করা যায় বাধ্যতা নামে। এখানে আত্মা বলতে প্রেরিত পিতর মানুষের আত্মা বলেছেন বলে অনেকে মনে করেন, যা পবিত্রীকৃত করা সম্ভ ব। প্রথাগত পুরোহিত কাজের নিয়ম অনুসারে যে পবিত্রকরণ, তার মধ্য দিয়ে কেবল দেহকে পবিত্র করা সম্ভব, কিন্তু মানুষের আত্মাকে পবিত্রতীকৃত করে তুলতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নতুন করে খ্রীষ্টিয় জন্ম লাভ করতে হবে। অন্যান্যরা মনে করে থাকেন যে, এখানে আত্মা বলতে পবিত্র আত্মা বোঝানো হয়েছে, যিনি আত্মিক পবিত্রীকরণের কর্তা। তিনি মানুষের মনকে নতুনীকৃত করে তোলেন, আমাদের পাপের জন্য অন্তরে অনুতাপ সৃষ্টি করেন (রোমীয় ৮:১৩) এবং খ্রীষ্টানদের অন্তরের উত্তম ফল উৎপন্ন করেন, গালাতীয় ৫:২২,২৩। আত্মার পবিত্রীকরণ বলতে এখানে মাধ্যমের ব্যবহারকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *তাদেরকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ*, যোহন ১৭:১৭। আরও বলা হয়েছে *যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য*। এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে

পূর্বে উল্লিখিত পবিত্রীকরণের যথার্থতাকে, যার মধ্য দিয়ে মন পরিবর্তন না করা পাপীদেরকে আবারও বাধ্যতায় ফিরিয়ে আনা যায়, যেন তারা খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের প্রতি বাধ্যতা প্রকাশ করে: *তোমরা সত্যের প্রতি বাধ্য হয়ে নিজ নিজ প্রাণকে বিশুদ্ধ করেছ*, পদ ২২।

(৩) তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের রক্ত সেচনের মধ্য দিয়েও মনোনীত করা হয়েছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারেই পবিত্র আত্মার দ্বারা তারা পবিত্রীকৃত হয়েছেন এবং যীশু খ্রীষ্টের রক্তের গুণে শুচীকৃত হয়েছেন। এখানে ব্যবস্থার অধীনে রক্ত সেচনের মধ্য দিয়ে কৃত প্রতীকী পবিত্রকরণের ছায়া উপস্থাপিত হয়েছে, যা যিহূদী হতে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা খুব ভালভাবে বুঝতে পারবেন। উৎসর্গর রক্ত শুধু পাতিত হবে তা নয়, সেই সাথে তা সেচন করা হবে, বা ছিটিয়ে দেওয়া হবে। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, সেচনকারীরা এর থেকে কীভাবে উপকৃত হবেন। এভাবেই খ্রীষ্টের রক্ত, যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বকালের জন্য যথোপযুক্ত উৎসর্গ, যা প্রথাগত উৎসর্গর পূর্ণতা স্বরূপ, তা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় বিশ্বসীকে মনোনীত করার জন্য সেচন করা হয়েছে, তাঁকেই ঈশ্বর তাঁর রক্তের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত উৎসর্গ হিসেবে তুলে ধরেছেন যা বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়, রোমীয় ৩:২৫। এই রক্ত সেচন ঈশ্বরের সম্মুখে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার কাজ হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে (রোমীয় ৫:৯), যা ঈশ্বর ও আমাদের মাঝে বন্ধনকে সীলমোহরকৃত করে, যার একটি চিহ্ন হচ্ছে প্রভুর ভোজ, লূক ২২:২০। এই প্রভুর ভোজ আমাদেরকে প্রভুর সঙ্গে যুক্ত রাখে (১ যোহন ১:৭) এবং আমাদেরকে স্বর্গে প্রবেশ করায়, ইব্রীয় ১০:১৯। লক্ষ্য করুন:-

[১] ঈশ্বর কাউকে কাউকে অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত করেছেন; কাউকে কাউকে, সকলকে নয়। তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন, তাদের কোন যোগ্যতা বা গুণের জন্য নয়।

[২] যারা অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত হয়েছেন তারা প্রত্যেকেই বাধ্য হয়ে পথ চলবেন।

[৩] একজন মানুষ যে পর্যন্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত না হয় এবং যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত না হয়, সে পর্যন্ত জীবনে প্রকৃত বাধ্যতা দেখা যায় না।

[৪] মানুষের পরিত্রাণ দানের কর্মকাণ্ডে ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এই কাজটি তাদের একজনকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব নয়। পিতা যাকে মনোনীত করেন, তাকে পবিত্র আত্মা বাধ্যতার দ্বারা পবিত্রীকৃত করেন এবং পুত্র তাকে তাঁর রক্ত দ্বারা সিঞ্চিত করেন।

[৫] ত্রিত্বের মতবাদ খ্রীষ্টিয় ধর্মের ভিত্তিমূলে অবস্থিত। যদি আপনি পুত্র ও পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্তকে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনি একে অন্যের মধ্য দিয়ে যে অনুগ্রহপূর্ণ পরিত্রাণ ও অনন্ত জীবন দানের কাজ সংঘটিত হয় তাকে অস্বীকার করছেন, অর্থাৎ আপনি আপনার নিজ সুরক্ষা ও নিশ্চয়তার ভিত্তি ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

গ. এরপরে আমরা পাঠকদের প্রতি পিতরের সম্ভাষণ লক্ষ্য করি: অনুগ্রহ *ও শান্তি প্রচুররূপে*

তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক। তাদের জন্য যে আশীর্বাদ প্রয়োজন তা হচ্ছে অনুগ্রহ ও শান্তি।

১. অনুগ্রহঃ ঈশ্বরের বিনামূল্যে দত্ত উপহার, যার সাথে রয়েছে কার্যকর ক্ষমা দানকারী, সুস্থতা দানকারী, সহায়তা দানকারী ও পরিত্রাণ দানকারী ক্ষমতা।

২. শান্তিঃ এখানে সব ধরনের শান্তির কথা বলা হয়েছে, তথা গৃহের শান্তি, নাগরিক জীবনে শান্তি, মণ্ডলীতে সহভাগিতামূলক শান্তি এবং ঈশ্বরের সাথে আত্মিক শান্তি, যার প্রত্যেকটি আমাদের নিজ বিবেকে অনুভব করা প্রয়োজন।

৩. এখানে আমরা এই অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রার্থনা দেখি – যেন সেগুলো বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ এই যে, তারা ইতোমধ্যে নানা ধরনের অনুগ্রহ ও শান্তি অর্জন করেছেন, যা তাদের ধরে রাখা ও তা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

(১) যাদের নিজ আত্মার বিশেষ আত্মিক অনুগ্রহ রয়েছে তাদের অবশ্যই সেই অনুগ্রহ আরও বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ এক উদার নীতি, স্বার্থগত নয়।

(২) আমরা নিজেদের জন্য বা একে অন্যের জন্য যে ধরনের বিষয় যাচঞা করতে পারি তার মধ্যে সর্বোত্তম যাচঞা হচ্ছে অনুগ্রহ ও শান্তি এবং তা বহুগুণে অর্জন করা। এ কারণে প্রেরিতরা অনেক সময় তাদের পত্রের শুরুতে ও শেষে এ ধরনের শুভেচ্ছা বাণী রেখেছেন।

(৩) কোন প্রকৃত অনুগ্রহ না থাকলে প্রকৃত শান্তি উপভোগ করা যায় না। প্রথমে আসে অনুগ্রহ, এর পরে শান্তি। অনুগ্রহ ব্যতীত যে শান্তি তা আসলে মূর্খতা। কিন্তু প্রকৃত অনুগ্রহ লাভ করলেও অনেক সময় তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় না; যেভাবে খ্রীষ্ট তাঁর ক্রুশারোপণের সময় চরম অশান্তি ও কষ্টভোগ করছিলেন।

(৪) অনুগ্রহ ও শান্তির বৃদ্ধি এবং তা প্রথম ক্ষেত্রে অর্জন করাটাও সম্পূর্ণ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণে। যেখানে তিনি একবার প্রকৃত অনুগ্রহ দান করেন, সেখানে তিনি আরও অনুগ্রহ দান করবেন। প্রত্যেক উত্তম ব্যক্তির উচিত একাগ্রতার সাথে তার নিজের ও অন্যদের ভেতরে এই অনুগ্রহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষা করা।

১ পিতর ১:৩-৫ পদ

এখন আমরা এসেছি পত্রটির মূল অংশে, যা শুরু হয়েছে এভাবেঃ-

ক. পাঠক বিশ্বাসীদের মর্যাদাপূর্ণ ও সুখী অবস্থার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানানো এবং ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অন্যান্য আরও কিছু পত্র আমরা এভাবে শুরু হতে দেখি, ২ করিন্থীয় ১:৩; ইফি ১:৩। এখানে আমরা দেখতে পাইঃ-

১. ঈশ্বরের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ। একজন মানুষের উচিত সব সময় তার জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহ ও শান্তির জন্য তাঁর প্রতি আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

২. যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর সম্পর্কের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই দোয়ার উদ্দেশ্য প্রকাশ: *ধন্য আমাদের যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা!* এখানে একজন ব্যক্তির তিনটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাঁর তিন পর্যায় বিশিষ্ট কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে।

(১) তিনি প্রভু, একজন সার্বজনীন ও সার্বভৌম রাজা।

(২) যীশু, একজন পুরোহিত ও পরিত্রাণকর্তা।

(৩) খ্রীষ্ট, একজন নবী, যাঁকে তাঁর মণ্ডলীর প্রতি সুযোগ্য নির্দেশনা, পরিচালনা ও পরিত্রাণ দানের জন্য আত্মা ও অপরিহার্য সকল দানে অভিষিক্ত করা হয়েছে। এই ধন্য ঈশ্বরই হলেন সেই ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টের মানবীয় সত্তার কাছে ঈশ্বর স্বরূপ এবং খ্রীষ্টের ঐশ্বরিক সত্তার কাছে পিতা স্বরূপ।

৩. যে কারণে আমরা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য দায়বদ্ধ, যা তাঁর অবারিত মহা করুণার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের সমস্ত অনুগ্রহ ঈশ্বরের করুণার কারণেই আমরা লাভ করি, আমাদের কোন গুণে বা যোগ্যতায় নয়, বা নতুন জন্ম লাভ করার জন্য নয়। তিনি আমাদেরকে পুনরায় নতুন জন্ম দান করেছেন এবং এর জন্য অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। বিশেষ করে এই নতুন জন্মের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে যে ফল অর্জিত হয় তা হচ্ছে প্রত্যাশার এক চমৎকার অনুগ্রহ। এই প্রত্যাশা কোনক্রমেই অসার, মৃত, ক্ষয়িষ্ণু নয় পার্থিব ও মানব সৃষ্ট প্রত্যাশার মত। বরং এই প্রত্যাশা এক জীবন্ত আশা, শক্তিশালী, গতিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী আশা। এই প্রত্যাশার রয়েছে এক সুদৃঢ় ভিত্তি, আর তা হচ্ছে *মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান*। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী কখনোই প্রকৃত অর্থে ধ্বংসোন্মুখ পরিস্থিতিতে পড়তে পারেন না, যদি তিনি অন্তর থেকে ঈশ্বরকে তাঁর সমস্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। একজন পাপীর যেমন সব সময় মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করা প্রয়োজন, তেমনি শত ঝড় ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও ঈশ্বরের প্রকৃত বিশ্বাসীদের উচিত সব সময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁকে আশীর্বাদ করা।

(২) আমাদের প্রার্থনা ও প্রশংসায় অবশ্যই আমাদের উচিত ঈশ্বরকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা বলে সম্বোধন করা। একমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই আমাদের সকল উপাসনা ও প্রশংসা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

(৩) সর্বোত্তম মানুষেরা ঈশ্বরের অপার করুণায় তাদের সর্বোত্তম অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। এই পৃথিবীর সমস্ত মন্দ কাজ সাধিত হয়ে থাকে মানুষের পাপ দ্বারা, কিন্তু সমস্ত উত্তম কাজ সাধিত হয় ঈশ্বরের করুণা ও দয়ার মধ্য দিয়ে। পুনর্জন্ম লাভ একমাত্র ঈশ্বরের অপরিসীম

করুণার ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পুনর্জন্মের বিষয়ে আরও বুঝতে চাইলে দেখুন যোহন ৩:৩।

(৪) পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের এক জীবন্ত আশার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মন পরিবর্তন না করা মানুষ এক আশাহীন প্রাণী। তার অন্তরে যতই আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চয়তা থাকুক না কেন তা কোনভাবেই সত্য নয়। একজন মানুষ যখন ঈশ্বরের আত্মায় নতুন জন্ম লাভ করে তখন তার মধ্যে প্রকৃত খ্রীষ্টিয় প্রত্যাশা জন্ম লাভ করে। এই প্রত্যাশা স্বভাবগতভাবে মানুষ লাভ করে না, বরং তা বিনামূল্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। যাদেরকে নতুন ও আত্মিক জীবন দান করা হয়েছে তারা এক নতুন ও আত্মিক আশা লাভ করবে।

(৫) একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জীবন্ত অনুগ্রহ, এক জীবন্ত আশা। অনন্ত জীবনের যে আশা একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে থাকে তা তাকে জীবন্ত রাখে, তাকে আশান্বিত করে, তাকে সহযোগিতা দেয় এবং তাকে স্বর্গের পথে চালিত করে। আশা আত্মাকে কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্য, ধৈর্য ধারণ করার জন্য, সুরক্ষায় থেকে পথ চলার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য বিশেষভাবে সক্ষম করে তোলে। পার্থিব পথে যারা চলে তাদের ক্ষয়িষ্ণু আশা একান্তই অসার এবং তা ধ্বংসাত্মক। ভণ্ডরা এবং তাদের আশা একই সাথে ধ্বংস হয় ও মৃত্যুবরণ করে, ইয়োব ২৭:৮।

(৬) *মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান* হচ্ছে খ্রীষ্টিয় প্রত্যাশার মূল ও ভিত্তি। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে পিতার ভূমিকা বিচারক হিসেবে এবং পুত্রের ভূমিকা বিজয়ী বীর হিসেবে। তাঁর পুনরুত্থান এ কথা প্রকাশ করে যে, পুত্রের মৃত্যুকে পিতা আমাদের সমস্ত পাপের মূল্য হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি মৃত্যু, কবর ও আমাদের সকল আত্মিক শত্রুর উপরে বিজয় লাভ করেছেন। এছাড়া এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের পুনরুত্থানের নিশ্চয়তাও লাভ করি। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর মেষপালের মাঝে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তারা প্রত্যেকে তাঁর পুনরুত্থানের কারণেই ধার্মিক গণিত হতে পেরেছে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর বিচার ও শাস্তির বদলে লাভ করেছে বিশেষ অনুগ্রহ। আমরা খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হয়েছি, কলসীয় ৩:১। এই সব কিছু এক সাথে ধরে বিচার করলে খ্রীষ্টানদের অনন্ত জীবনের আশা সৃষ্টি করার জন্য দু'টি সুদৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তি রয়েছে।

খ. পাঠকদেরকে তাদের নতুন জন্মের জন্য এবং অনন্ত জীবনের আশার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে প্রেরিত বর্ণনা করছেন যে, উত্তরাধিকারী হিসেবে অনন্ত জীবন লাভ বলতে কী বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের মানুষদের সাথে কথা বলার জন্য এটি অত্যন্ত চমৎকার একটি প্রসঙ্গ, কারণ তারা প্রত্যেকেই ছিলেন হতদরিদ্র ও নির্যাতিত। সম্ভবত তারা প্রত্যেকে তাদের জন্মগত উত্তরাধিকার হারিয়েছিলেন। এই শোককে প্রশমিত করার জন্য তিনি তাদেরকে বলেছেন যে, নতুন জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে তারা যে নতুন উত্তরাধিকার লাভ করেছেন সেটি তারা যা হারিয়েছেন তার চেয়ে অনেক গুণ অধিক উত্তম। এর পাশাপাশি তাদের অধিকাংশ ছিলেন যিহূদী এবং এ কারণে কেনান দেশের প্রতি ছিল তাদের বিশেষ

অনুরাগ। এই কেনান দেশই ছিল তাদের আদি উত্তরাধিকার এবং এখানে ঈশ্বর নিজে তাদেরকে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন। আর এই দেশ থেকে তাদেরকে উৎখাত করে দেওয়াটা ঈশ্বরের তিক্ত বিচার বলে পরিগণিত হয়, ১ শামুয়েল ২৬:১৯। তাদেরকে এই অবস্থায় সান্ত্বনা দান করার জন্য বলা হচ্ছে যে, স্বর্গে তাদের জন্য এক মহা উত্তরাধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যার সাথে তুলনা করলে কেনান দেশের উত্তরাধিকারকে একান্তই ছায়াস্বরূপ মনে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. স্বর্গ হচ্ছে ঈশ্বরের সকল সন্তানের সুনিশ্চিত উত্তরাধিকার। যারা নতুন জন্ম লাভ করবে তারা সকলেই নতুন উত্তরাধিকারও লাভ করবে, যেভাবে একজন মানুষের সকল সন্তান তার উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রেরিত পৌল এ প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন সন্তান, তখন উত্তরাধিকারী, রোমীয় ৮:১৭। ঈশ্বর সকলকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেছেন, কিন্তু উত্তরাধিকার তিনি একমাত্র তাঁর সন্তানদেরকেই দিয়েছেন। যারা নতুন জন্ম লাভ ও দত্তকতা লাভের মধ্য দিয়ে তাঁর পুত্র ও কন্যা বলে গৃহীত হয়েছে তারা সকলে অনন্তকালীন তথা চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারের প্রতিজ্ঞা লাভ করেছে, ইব্রীয় ৯:১৫। আমরা নিজেরা মূল্য দিয়ে এই উত্তরাধিকার ক্রয় করতে পারি না, বরং পিতা ঈশ্বরের দান হিসেবে কেবল আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। আমাদের যোগ্যতা বা গুণের কারণে আমরা বেতন হিসেবে এই উত্তরাধিকার পাই না, বরং আমাদের অনুগ্রহের দান হিসেবে তা পাই, যা আমাদেরকে তাঁর সন্তান করে তোলে এবং এরপর আমাদেরকে এক দৃঢ় অনঢ় চুক্তির মধ্য দিয়ে এই উত্তরাধিকার চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করার জন্য যথাযোগ্য করে তোলে।

২. এই উত্তরাধিকারের চারটি অতুলনীয় চমৎকারিত্ব রয়েছে:-

(১) এই উত্তরাধিকার অক্ষয়, যেভাবে এর সৃষ্টিকর্তাকে বলা হয়েছে অক্ষয় ঈশ্বর, রোমীয় ১:২৩। প্রত্যেক ক্ষয়ের অর্থই হচ্ছে তা ভাল থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বর্গের কোন পরিবর্তন হয় না এবং তার কোন শেষ নেই। স্বর্গে আমাদের জন্য যে আবাসগৃহ রয়েছে তা চিরন্তন এবং সেখানে যারা আবাস করবে তারা চিরকাল আবাস করবে, *কারণ যা কিছু ধ্বংস হয় তাকে এমন কিছু পরতে হবে যা ধ্বংস হয় না এবং যা কিছু মরণশীল তাকে অমরতা লাভ করতে হবে*, ১ করিন্থীয় ১৫:৫৩।

(২) এই উত্তরাধিকার নিষ্কলুষ, ঠিক আমাদের মহাপুরোহিত যীশু খ্রীষ্টের মত, বস্তুতঃ আমাদের জন্য এমন এক মহাপুরোহিত উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পবিত্র, নির্দোষ ও নিষ্কলুষ, ইব্রীয় ৭:২৬। এই পৃথিবীকে যে দুটি মহা কলুষতাপূর্ণ বিষয় ক্রমাগতভাবে বিনষ্ট করে চলেছে এবং সৌন্দর্য হানি করছে সে দুটি হল পাপ ও দুর্দশাগ্রস্ততা। এদের কোন স্থান নেই স্বর্গে।

(৩) এই উত্তরাধিকার অম্লান, তা বিলীন হয়ে যায় না, বরং তা চিরকাল একই শক্তি ও সৌন্দর্য ধরে রাখে, তা সব সময় বিদ্যমান থাকে এবং যে পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিরা এই উত্তরাধিকারের অধিকারী হন, তারা কোন ধরনের দুশ্চিন্তা বা অতৃপ্তি ছাড়াই সব সময় তা

ধরে রাখতে সক্ষম হন।

(৪) "তা স্বর্গে তোমাদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে," এই কথাটির মধ্য দিয়ে আমরা শিখতে পারি যে:-

[১] এটি একটি গৌরবময় উত্তরাধিকার, কারণ এর অবস্থান স্বর্গে এবং স্বর্গের সমস্ত কিছুই গৌরবময়, ইফিষীয় ১:১৮।

[২] পরবর্তী জীবনে আমাদের জন্য নতুন পৃথিবীয় একটি স্থান সুনিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করা আছে। যে পর্যন্ত না সময় হয় তার আগ পর্যন্ত তা আমাদের জন্য সুরক্ষিত থাকবে।

[৩] যাদের জন্য এই উত্তরাধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়েছে ও বর্ণিত হয়েছে। তাদের নাম বলা হয় নি, বরং তাদের চরিত্রগত বর্ণনা দান করা হয়েছে: *তোমাদের জন্য*, তথা আমাদের জন্য, অর্থাৎ যাদেরকে এক জীবন্ত প্রত্যাশার প্রতি নতুন জন্ম দান করা হয়েছে তাদের সকলের জন্য। এই উত্তরাধিকার তাদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং আর কারও জন্য নয়, শুধু তাদেরই জন্য। বাকি সকলের জন্য তা চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

গ. এই উত্তরাধিকারকে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সময় ও স্থানের দিক থেকে তা দূরবর্তী হওয়ায় প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদের মনে জমে থাকা কিছু সন্দেহ বা অস্বস্তি দূর করার জন্য এই কথাগুলো বলছেন, যেন তারা পথে কোনক্রমেই পিছিয়ে না পড়ে। "যদিও তোমাদের জন্য স্বর্গে সুখ ও আনন্দ রক্ষিত রাখা হয়েছে, তথাপি আমরা এখনো পৃথিবীতে রয়েছি, এখনও আমাদের সামনে বহু প্রলোভন, দুর্দশা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমরা কি এমন কোন নিরাপদ অবস্থানে রয়েছি যে এখান থেকে আমাদের বিচ্যুত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই?" এর উত্তরে তিনি জবাব দিয়েছেন যে, তাদের অবশ্যই সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন এবং সে অনুসারে সমস্ত কাজ করা প্রয়োজন। তাদেরকে সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক প্রলোভন ও আঘাত থেকে দূরে রাখা প্রয়োজন যা তাদের অনন্ত জীবনের গতিপথকে ব্যহত করতে পারে। পার্থিব একজন উত্তরাধিকারীর এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে, সে তার জীবদ্দশায় তার উত্তরাধিকার উপভোগ করে যেতে পারবে। কিন্তু স্বর্গের যে উত্তরাধিকারী, তার এই সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা রয়েছে যে, সে তা পুরোপুরিভাবে উপভোগ করতে পারবে। এখানে তাদের নিশ্চিত করণার্থে বলা হয়েছে: তোমাদের *রক্ষিত* রাখা হয়েছে। *তোমরা রক্ষিত হচ্ছ*। এই সুরক্ষায় ধারক স্বয়ং ঈশ্বর। এই সুরক্ষার জন্য আমাদের নিজেদের তরফ থেকে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা। এ দু'টো শেষ পর্যন্ত ধরে রাখলে আমরা পরিত্রাণের জন্য রক্ষিত হতে পারি। তখনই আমরা দেখতে পাব যে, শেষ পর্যন্ত আমরা নিরাপদে ও সুরক্ষায় রক্ষিত রয়েছি। লক্ষ্য করুন:-

১. ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি এতটাই যত্নবান যে, তিনি তাদেরকে শুধু অনুগ্রহই প্রদান করেন না, সেই সাথে তিনি তাদের জন্য মহিমাও সঞ্চিত রাখেন। তাদেরকে রক্ষিত রাখা বলতে একাধারে তাদের আসন্ন বিপদ ও তা থেকে উদ্ধার বোঝায়। তারা আক্রান্ত হতে

পারে, কিন্তু তারা পরাজিত হবে না।

২. নতুন জন্ম লাভকারীদের অনন্ত জীবনে সুরক্ষা সম্ভব হয়ে থাকে ঈশ্বরের ক্ষমতার কার্যকারিতার কারণে। এই কাজের ব্যাপকত্ব, শত্রুদের সংখ্যা ও আমাদের নিজ অক্ষমতা এর কোন কিছুরই এমন ক্ষমতা নেই যে, ঈশ্বর আমাদের আত্মার জন্য যে পরিত্রাণ সঞ্চিত রেখেছেন তা অকার্যকর হয়ে পড়বে। এ কারণে পবিত্র শাস্ত্র অনেক সময় মানুষের পরিত্রাণকে স্বর্গীয় ক্ষমতার কার্যকারিতা হিসেবে প্রকাশ করেছে, ২ করিন্থীয় ১২:৯; রোমীয় ১৪:৪।

৩. ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা রক্ষিত হলে তা কখনো পরিত্রাণ লাভের জন্য মানুষের নিজ প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতাকে অকার্যকর করে দেয় না। এখানে আমরা দেখি ঈশ্বরের ক্ষমতা ও মানুষের বিশ্বাস, যা প্রকাশ করে পরিত্রাণ লাভের জন্য এক ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার কথা, খ্রীষ্টের আহ্বান ও প্রতিজ্ঞার প্রতি নির্ভরতার কথা, ঈশ্বরের কাছে সন্তুষ্টিজনক এমন সব কাজ করা ও যা কিছু বিঘ্নস্বরূপ তা থেকে বিরত থাকা, প্রলোভন থেকে দূরে সরে থাকা, বিশ্বাসের মহামূল্যবান পরীক্ষাসিদ্ধতা এবং প্রার্থনায় সব সময় একাগ্রতা ও অধ্যবসায় ধরে রাখা। এমন ধৈর্যশীল, নিয়ন্ত্রিত ও বিজয়ী বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গীয় অনুগ্রহের ছায়ার নিচে অবস্থান করিন্থীয় ও পরিত্রাণ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করি। অনুগ্রহের অবস্থানের মধ্য দিয়ে গৌরবের অবস্থানে পৌঁছানোর জন্য বিশ্বাস হচ্ছে আত্মার এক সার্বজনীন সুরক্ষা।

৪. এই পরিত্রাণ *শেষকালে প্রকাশিত হবার জন্য প্রস্তুত আছে*। পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের পরিত্রাণের সম্পর্কে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে:-

(১) এই পরিত্রাণ এখন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে এবং তা স্বর্গে তাদের জন্য রক্ষিত আছে।

(২) যদিও তা এখন প্রস্তুত রয়েছে, তথাপি তা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এখন লুকানো আছে ও অপ্রকাশিত রয়েছে। শুধু যে পৃথিবীর অন্ধ ও অজ্ঞ উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে তা গোপন করে রাখা হয়েছে তাই নয়, সেই সাথে তা পরিত্রাণের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকেও গোপন রাখা হয়েছে। *এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং পরে কি হব তা এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি*, ১ যোহন ৩:২।

(৩) শেষ কালে, বা শেষ বিচারের দিনে তা সম্পূর্ণভাবে ও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হবে। জীবন ও অমরত্বকে এখন সুসমাচারের আলোকে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু এই জীবন মৃত্যুর সময় আরও গৌরবের সাথে প্রকাশিত হবে, যখন প্রত্যেক আত্মাকে খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে নিয়ে আসা হবে এবং তারা তাঁর গৌরব অবলোকন করবে। তথাপি এর ব্যতিরেকেও শেষ দিনে পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদের ধার্মিকতা ও পবিত্রতাল ফলস্বরূপ একটি চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ দান করা হবে, যখন তাদের দেহ পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের আত্মার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে। সে সময় স্বর্গদূত ও মানুষের বিচার সাধন করা হবে এবং খ্রীষ্ট প্রকাশ্যে এই পৃথিবীর প্রত্যেকের সামনে তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারকদের সম্মাননা

দান করবেন ও প্রশংসা করবেন।

১ পিতর ১:৬-৯ পদ

প্রথম শব্দটি, অর্থাৎ *এতে* – প্রকাশ করে প্রেরিতের পূর্ববর্তী বক্তব্যের প্রসঙ্গটিকে, যেখানে তিনি তাঁর পাঠকদের বর্তমান অবস্থার ভাল দিকগুলো এবং তাদের ভবিষ্যতের মহান প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করেছেন। "এখন এই পরিস্থিতিতে তোমরা উল্লাস কর, যদিও অল্প সময়ের জন্য এখন নানা রকম পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখ পেতে হয়," পদ ৬।

ক. প্রেরিত এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তাদেরকে অনেক কষ্ট ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের মাঝের নানা সান্ত্বনার কথা উল্লেখ করেছেন।

১. প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সব সময়ই এমন কিছু রয়েছে যার জন্য তিনি মহা উল্লাস করতে পারেন। শুধুমাত্র অন্তরের শান্ত সমাহিত ভাব ও শান্তির অনুভূতির কারণেই মানুষ উল্লসিত হয় না, সেই সাথে প্রভুর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণেও উল্লাস করা হয়ে থাকে।

২. একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উল্লাস জাগরিত হয় আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়বস্তু থেকে, ঈশ্বর ও স্বর্গের সাথে তার সম্পর্ক থেকে। এগুলোতেই প্রত্যেক ধার্মিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী উল্লাস করে থাকেন। তার আনন্দ উৎসারিত হয় সেই ধন থেকে, যা মহামূল্যবান এবং যা নিশ্চিতভাবে তিনি স্বর্গীয় জীবনের মধ্য দিয়ে লাভ করবেন।

৩. সর্বোত্তম বিশ্বাসীরা, যাদের মহা উল্লাস করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে, তারা বিভিন্ন প্রলোভনের মাঝে পড়ে অন্তরে অনেক ভার অনুভব করতে পারেন। সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতাই হচ্ছে বিশ্বাসের, ধৈর্যের ও একাগ্রতার প্রলোভন বা পরীক্ষা। অনেক সময় এই বিষয়গুলো একটি একটি করে সামনে আসে, কিন্তু তার মাঝে থাকে বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা এবং তা বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের সামনে এসে বাধা সৃষ্টি করে, যা সম্মিলিতভাবে এক দুর্বহ বোঝা তৈরি করে। মানুষ হিসেবে আমরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নানা কষ্টের সম্মুখীন হই। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই পৃথিবীর দুঃখ-দুর্দশার মাঝেও নিজেদেরকে স্থির রাখা এবং দুঃখীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি বজায় রাখা। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এমন যে কোন কিছু থেকে বিরত থাকা যার জন্য ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা হয়, মণ্ডলী কষ্টের মুখে পড়ে এবং মানব জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। মানুষ তার নিজ মূর্খতা দ্বারা এই সকল দুর্দশা ডেকে নিয়ে আসে এবং স্বর্গের ক্রোধের মধ্য দিয়ে তা সাধিত হয়। আমাদেরকে এ সমস্ত কিছু থেকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে এবং পার্থিব কষ্টের মাঝেও ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ জীবন ধারণ করতে হবে। *আমার অন্তরে গভীর দুঃখ ও অশেষ যাতনা হচ্ছে*, রোমীয় ৯:২।

৪. ধার্মিক মানুষের এই দুঃখ ও যাতনা এক সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য, কেবল একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য। যদিও তা অনেক বেশি তীব্র হয়ে দেখা দেবে, তথাপি তার স্থায়িত্ব

একেবারেই স্বল্প। জীবনের স্থায়িত্বকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এই জীবনের যত দুঃখ তা এই জীবনেও স্থায়িত্বকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা কখনো জীবনের সময়কালকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। দুঃখের স্থায়িত্ব কম হলে তা অনেকাংশে সেই দুঃখের ভারকে প্রশমিত করে থাকে।

৫. একজন খ্রীষ্টানের মঙ্গল সাধনের জন্য অনেক সময় দুঃখ পাওয়ার প্রয়োজন হয়: *যদিও অল্প সময়ের জন্য এখন নানা রকম পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখ পেতে হয়।* ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর লোকদেরকে কষ্ট দেন না, বরং আমাদের প্রয়োজন অনুসারেই তিনি বিচার করে থাকেন। এই বিচার যে শুধু উপযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক তাই নয়, সেই সাথে তা একান্তভাবে অপরিহার্য, যা প্রেরিত পিতরের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়: *নানা রকম পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখ পেতে হয়।* এ কারণে *যেন এসব দুঃখ-কষ্টে কেউ বিচলিত না হয়। অবশ্য তোমরা নিজেরাই জান যে, এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট আমাদের জন্য নিরূপিত,* ১ থিষলণীকীয় ৩:৩। এই যে সকল সমস্যা আমাদের জীবনে দুর্বহ কষ্ট তৈরি করে তা কখনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমাদের জীবনে আসে না এবং যে পর্যন্ত প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সময় জুড়ে কখনোই তা আমাদের জীবনে অবস্থান করে না।

খ. তিনি তাদের দুঃখের সমাপ্তি ও তাদের উল্লাসের অন্তর্নিহিত ভিত্তি প্রকাশ করেছেন, পদ ৭। ভালো মানুষদের দুঃখের শেষ হয় তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এই পরীক্ষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে তা সোনার চেয়ে মূল্যবান। *যে সোনা ক্ষয়শীল, তাও আগুন দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা তার চেয়েও মহামূল্যবান।* তা *যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত হবার সময় প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানজনক বলে প্রত্যক্ষ হবে।* লক্ষ্য করুন:-

১. আন্তরিক মনোভাব সম্পন্ন খ্রীষ্টানদের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হচ্ছে তাদের বিশ্বাসের পরীক্ষাসিদ্ধতা। ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে দুঃখ দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে পরীক্ষাসিদ্ধ করে তোলা, তাদের ধ্বংস সাধন হয়। এই দুঃখ তাদের মঙ্গলের জন্যই, তাদের অমঙ্গলের জন্য নয়। পরীক্ষা বলতে মূলত বোঝায় কোন মানুষের উপরে চালিত নিরীক্ষণ বা অনুসন্ধান। এই নিরীক্ষণ করা হয় সেই মানুষটির জীবন কিছুটা পীড়িত করার মধ্য দিয়ে, যেন তার বিশ্বাসের মূল্য ও শক্তি দুটোই যাচাই করা যায়। এই পরীক্ষা মূলত করা হয়ে থাকে বিশ্বাসকে ঘিরে, পারতপক্ষে অন্য কোন অনুগ্রহ নিয়ে নয়, কারণ এই বিশ্বাসের পরীক্ষাই আমাদেরকে অন্য সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ করে তোলে। আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবন সম্পূর্ণভাবে আমাদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদি এই বিশ্বাসে কোন কমতি থাকে, তাহলে এমন আর কিছুই আমাদের ভেতরে অবশিষ্ট থাকে না যা আত্মিক দিক থেকে উত্তম। খ্রীষ্ট প্রেরিত পিতরের জন্য এই প্রার্থনা করেছিলেন, যেন তাঁর বিশ্বাস থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত না হন। যদি বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকে, তাহলে বাদবাকি আর সমস্ত কিছু ঠিক থাকবে। ধার্মিক মানুষদের বিশ্বাসই পরীক্ষা করা হয়, যেন তারা এই বিশ্বাসে শক্তিশালী হন, ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ পায় এবং অন্যরা তাদের এই বিশ্বাসের দ্বারা উপকৃত হন।

২. পরীক্ষিত বিশ্বাস পরীক্ষিত স্বর্ণের চেয়েও বহু গুণ মূল্যবান। এখানে বিশ্বাস ও স্বর্ণের দ্বৈত তুলনা দেখানো হয়েছে এবং একটির যাচাই বা পরীক্ষার সাথে আরেকটির তুলনা করা হয়েছে। স্বর্ণ অন্য সকল ধাতুর মাঝে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান, সবচেয়ে খাঁটি, সবচেয়ে উপযোগী ও দীর্ঘস্থায়ী। খ্রীষ্টানদের অন্য সকল সদ্‌গুণের মাঝে এই বিশ্বাসও তেমনি। আত্মাকে স্বর্গে পৌঁছে দেওয়া না পর্যন্ত এই বিশ্বাস টিকে থাকে এবং এরপর তা চিরকালের জন্য ঈশ্বরের গৌরবময় ফলপ্রসূতায় পরিণত হয়। বিশ্বাসের পরীক্ষা স্বর্ণের পরীক্ষার চেয়েও বহু গুণে মূল্যবান। দুটোর ক্ষেত্রেই উপাদান পরিশুদ্ধ করতে হয়, খাদ থেকে মুক্ত করতে হয় এবং উপাদানের যথার্থতা ও খাঁটিত্ব যাচাই করতে হয়। আগুনে পরীক্ষা করে স্বর্ণের পরিমাণ কখনো বৃদ্ধি পায় না, বরং তা কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু বিশ্বাস যখন বিরোধিতা ও যাতনার মুখে পড়ে, তখন তা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, উন্নত হয় ও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এক সময় অবশ্যই স্বর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে; কিন্তু বিশ্বাস কখনো ধ্বংস হয় না। *আমি তোমার জন্য বিনতি করেছি, যেন তোমার নিজের বিশ্বাস ব্যর্থ না হয়*, লূক ২২:৩২। বিশ্বাসের পরীক্ষার ফল হচ্ছে প্রশংসা, সম্মান ও গৌরব। এই সম্মান হচ্ছে মানুষের একজনের সাথে অন্যজনের সম্মান ও মর্যাদাবোধ। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর ও মানুষ উভয়েই পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিদেরকে সম্মান করবেন। প্রশংসা হচ্ছে এই মর্যাদার অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই খ্রীষ্ট সেই মহান দিনে তাঁর লোকদেরকে আহ্বান জানাবেন, *যারা আমার পিতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত, তারা এসো*। গৌরব হচ্ছে একজন ব্যক্তি সম্মানিত ও প্রশংসিত হওয়ার ফলে যে সহজাত আভিজাত্য তার ভেতরে ফুটে ওঠে, যা স্বর্গে দিব্যমান হয়। *প্রত্যেক সদাচারী মানুষের প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি বর্তাবে*, রোমীয় ২:১০। যদি কোন পরীক্ষিত বিশ্বাসকে প্রশংসিত, সম্মানিত ও গৌরবান্বিত হতে দেখা যায়, তাহলে সেই বিশ্বাস আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সেই বিশ্বাস স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান, যদিও যাতনা ও কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে সেই বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। আমরা যখনই বিশ্বাসে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে তোলার কথা ভাবি না কেন, যাতনা ও কষ্টভোগের মধ্য দিয়েই আমাদের নিজেদেরকে বিশ্বাসের জন্য যথাযোগ্য করে তুলতে হবে।

৪. যীশু খ্রীষ্ট আবারও তাঁর মহিমায় উপনীত হবেন। যখন তিনি মহিমায় পূর্ণ হয়ে আবার ফিরে আসবেন, সে সময় পবিত্র ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিরাও প্রত্যেকে তাঁর সাথে আসবেন এবং তারাও প্রত্যেকে উজ্জ্বল পোশাকে মহিমান্বিত রূপে আসবেন। যত বেশি তাদের বিশ্বাস পরীক্ষিত হবে, তত বেশি উজ্জ্বল হবে তাদের প্রতিরূপ। বিশ্বাসের এই পরীক্ষা দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু গৌরব, সম্মান ও প্রশংসা চিরকাল থাকবে। এ কথা চিন্তা করে আমাদের উচিত বর্তমান দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াঃ তা *যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত হবার সময় প্রশংসা, গৌরব ও সম্মানজনক বলে প্রত্যক্ষ হবে*।

গ. প্রেরিত পিতর এই আদি খ্রীষ্টিয় যুগের বিশ্বাসীদের কাছে তাদের বিশ্বাসের বিশেষ দুটি দিক সম্পর্কে প্রশংসা করেছেনঃ-

১. বিশ্বাসের অভূতপূর্ব মূল বিষয়বস্তুঃ অদেখা যীশু খ্রীষ্ট। প্রেরিত পিতর আমাদের প্রভু যীশুকে স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু এই ছড়িয়ে পড়া যিহূদীরা কখনো তাঁকে দেখেন নি এবং

তারপরও তারা যীশুও উপরে বিশ্বাস করেছে, পদ ৮। ঈশ্বরকে বা খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করা একটি বিষয় (যেভাবে শয়তানও খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে), আর খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি বিষয়। এই বিশ্বাস করার মধ্যে রয়েছে খ্রীষ্টের প্রতি বশ্যতা স্বীকার, তাঁর প্রতি বাধ্যতা ও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রতিজ্ঞাত সমস্ত উত্তম বস্তুর প্রতি সবিশেষ আকাঙ্ক্ষা।

২. তাদের বিশ্বাসের দুটো উল্লেখযোগ্য ফল বা প্রভাব: ভালবাসা ও আনন্দ। এই আনন্দ এত বেশি যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না: *তাঁর উপর বিশ্বাস করে এমন আনন্দ করছো যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ও যে আনন্দ মহিমায় পরিপূর্ণ*। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাস এমন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে যা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অদৃশ্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও উপস্থিত বিভিন্ন বিষয়কে মানুষ অনুভূতি দিয়ে বিবেচনা করতে পারে ও তা বিশ্বাস করতে পারে। এর ভিত্তিতে মানুষ কোন ঘটনার বা কার্যকারণের বিশ্বাসযোগ্যতা নিরূপণ করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস এ সব কিছুর উপরে এবং তা এমন বিষয়ের প্রতি আমাদের নিশ্চয়তা জাগিয়ে তোলে যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি ও যুক্তি কখনো খুঁজে পায় না। সকল প্রকার প্রত্যাদেশ আমরা লাভ করিষ্থীয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে। এই বিশ্বাস হচ্ছে অদেখা বস্তুর প্রমাণ।

(২) প্রকৃত বিশ্বাস কখনো নিষ্ফল নয়, বরং তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এক অটল ভালবাসা প্রস্তুত করে। প্রকৃত খ্রীষ্টানদের যীশু খ্রীষ্টের প্রতি এক আন্তরিক ভালবাসা রয়েছে, কারণ তারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছেন। এই ভালবাসা আবিষ্কৃত হয় তাঁর প্রতি তাদের উচ্চ মর্যাদা, তাঁর প্রতি তাদের তীব্র ভালবাসাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সাথে থাকার অদম্য ইচ্ছা, আনন্দপূর্ণ চিন্তা, উল্লাসপূর্ণ সেবা ও যাতনাভোগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

(৩) যেখানে খ্রীষ্টের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও ভালবাসা থাকে, সেখানে থাকে বর্ণনাতীত আনন্দ ও গৌরবের পরিপূর্ণতা। এই আনন্দ মুখের ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কোন কথায় তা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই আনন্দ একমাত্র অনুভব করলেই কেবল প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করা যায়। এই আনন্দ গৌরবে পূর্ণ, স্বর্গের গৌরবে পূর্ণ। প্রকৃত খ্রীষ্টানদের বর্তমান আনন্দের মাঝে রয়েছে স্বর্গের ও ভবিষ্যতের গৌরবের এক আগাম স্বাদ। তাদের বিশ্বাস সকল দুঃখকে দূরে ঠেলে দেয় এবং তাদের মাঝে জাগিয়ে তোলে আনন্দিত হওয়ার যথাযোগ্য কারণ। যদিও ধার্মিক মানুষেরা অনেক সময় অন্ধকারে পথ চলেন, তথাপি তারা নিজেদের ভুল বা অজ্ঞতার কারণে তা করে থাকেন, বা অনেকে তাদের পাপপূর্ণ স্বভাবের প্ররোচণায় তা করে থাকেন, কিংবা হয়তো স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারেই তা করে থাকেন, যার কারণে তাদের বর্তমান স্বস্তি ও সান্ত্বনা দূরে সরে যায়। তথাপি তাদের প্রভুতে আনন্দ করার ও পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরতে উল্লসিত হওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে, ইব্রীয় ৩:১৮। আদি যুগের এই খ্রীষ্টিয়ানরা এক বর্ণনাতীত আনন্দে উল্লাস করেছিলেন, যেহেতু তারা প্রতি দিনই তাদের *বিশ্বাসের পরিণাম, অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ* পাচ্ছিলেন, পদ ৯। লক্ষ্য করুন:-

[১] তারা যে আশীর্বাদ লাভ করছিলেন: তাদের আত্মার পরিত্রাণ, যা একজন মানুষের ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য সবচেয়ে মহান পদক্ষেপ। এখানে এই পরিত্রাণকে বলা হয়েছে তাদের বিশ্বাসের পরিণাম, যে পর্যায়ে এসে বিশ্বাসের কার্যকারিতা সমাপ্ত হয়। পরিণামে বিশ্বাস আত্মাকে পরিত্রাণ দান করে, আর তখনই বিশ্বাসের কাজ শেষ হয় এবং তা চিরকালের জন্য স্থিতি লাভ করে।

[২] তিনি বর্তমান সময়ের কথা বলেছেন: "তোমরা এখন *তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম, অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ পাচ্ছ*।"

[৩] এখানে শব্দটি প্রতীকী অর্থে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা প্রকাশ করছে, যেখানে জয় লাভকারী খেলোয়াড় বিচারকের কাছ থেকে বিজয় মুকুট বা পুরস্কার গ্রহণ করে এবং বিজয়ীর বেশে তা বহন করে নিয়ে আসে। আত্মার পরিত্রাণও খ্রীষ্টানদের জন্য সেই পুরস্কার যার জন্য তারা আকাঙ্ক্ষা করেছে, এটি সেই মুকুট যার জন্য তারা পরিশ্রম করেছে, যে লক্ষ্য অভিমুখে তারা নিজেদেরকে স্থির করেছে, যার প্রতি তারা দিনে দিনে ক্রমেই নিকটবর্তী হয়েছে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

প্রথমত, প্রত্যেক বিশ্বাস খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী প্রতিদিনই তার আত্মার পরিত্রাণ লাভ করছেন। পরিত্রাণ এক চিরস্থায়ী বস্তু, যা এই জীবনে শুরু হয়, মৃত্যুর কারণে যা বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং চিরকাল যার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। এই খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের ধার্মিকতা ও স্বর্গীয় মানসিকতার মধ্য দিয়ে স্বর্গের স্বাদ পৃথিবীতেই গ্রহণ করেছিলেন। তা সম্ভব হয়েছিল ঈশ্বরের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও তাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক, স্বর্গীয় উত্তরাধিকার লাভের জন্য তাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও স্বর্গীয় আত্মার সাক্ষ্য দানের মধ্য দিয়ে। এই সকল যাতনা ভোগকারী ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি প্রেরিত পিতর যথাযোগ্য বক্তব্য রেখেছেন। তারা ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্ভাগা মানুষদের মধ্যে কয়েকজন, কিন্তু পিতর তাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, তারা কী লাভ করছেন ক্রমাগতভাবে। যদি তারা পৃথিবীর সমস্ত উত্তম বস্তু ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও হারিয়ে ফেলেন, তথাপি তারা তাদের আত্মার জন্য প্রতিদিনই পরিত্রাণ লাভ করছেন।

দ্বিতীয়ত, একজন খ্রীষ্টানের পক্ষে তার আত্মার পরিণাম হিসেবে পরিত্রাণ পরিপূর্ণভাবে লাভ করা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিসঙ্গত। ঈশ্বরের গৌরব এবং আমাদের নিজেদের সন্তুষ্টি এতটাই নিবিড়ভাবে সংযুক্ত যে, যদি আমরা নিয়মিত একটির প্রতি আকাঙ্ক্ষা করি, তাহলে অন্যটিও আমরা লাভ করব।

১ পিতর ১:১০-১২ পদ

প্রেরিত পিতর যাদের কাছে এই পত্রটি লিখছেন তাদের সম্পর্কে কিছুটা বর্ণনা দেওয়া এবং তারা যে অসাধারণ সুফলগুলো লাভ করছেন তা তিনি ঘোষণা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের কাছে যে বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলবেন তা স্বপক্ষে ভূমিকার অবতারণা

করেছেন। যেহেতু তাঁর পাঠকেরা সকলে যিহূদী এবং পুরাতন নিয়মের প্রতি তাদের সকলের সবিশেষ অনুরাগ রয়েছে, সে কারণে তিনি ভাববাদীদের কর্তৃত্বের কথা উল্লেখপূর্বক তাদের মাঝে এই বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করতে চেয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের যে মতবাদ, তা নতুন কোন মতবাদ বা শিক্ষা নয়, বরং পুরাতন সকল ভাববাদীরা যা অনুসন্ধান করেছেন ও একাগ্রতার সাথে প্রত্যাশা করেছেন, এটি সেই মতবাদ। লক্ষ্য করুন:-

ক. কারা অধ্যবসায়ের সাথে এই অনুসন্ধান চালিয়েছেন – ভাববাদীরা, যারা ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে অসাধারণ কাজ করেছেন বা কথা বলেছেন, যা তাঁদের নিজ শিক্ষা ও দক্ষতা দ্বারা সম্ভব ছিল না। তাঁরা পবিত্র আত্মার নির্দেশনায় চালিত হয়ে আমাদেরকে নানা বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলেছেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।

খ. তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু – এই বিষয়বস্তু ছিল পরিত্রাণ এবং *তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহ*। পরিত্রাণ হচ্ছে যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক সাধিত সকল জাতির জন্য সার্বজনীন পরিত্রাণ এবং আরও বিশেষভাবে বললে যিহূদী জাতির জন্য কৃত পরিত্রাণ। যাঁকে ইস্রায়েলের কুলের হারানো মেষ ব্যতীত অন্য আর কারও জন্য প্রেরণ করা হয় নি তাঁর কাছ থেকেই এই অনুগ্রহ তাঁরা লাভ করবে। ভাববাদীরা মণ্ডলীর উপরে নূর, অনুগ্রহ ও সান্ত্বনার গৌরবময় কাল অবতীর্ণ হওয়ার দৃশ্য পূর্বেই অবলোকন করেছিলেন। এ কারণে ভাববাদীরা ও ধার্মিক ব্যক্তিরা সুসমাচারের যুগের সমস্ত বিষয় দেখতে ও শুনতে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন।

গ. তাঁদের অনুসন্ধানের প্রকৃতি: তাঁরা *সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করেছিলেন*। এই শব্দগুলো শক্তিশালী ও গুরুত্ববহ। খনি খননকারীদের কাজের সাথে তুলনা করা যায় শব্দগুলোকে, যারা গভীরে খুঁড়ে খুঁড়ে শুধু মাটিই ভেদ করেন না, সেই সাথে তারা পাথরও ভেদ করেন, যেন সেখান থেকে বহুমূল্য ধাতু তারা উত্তোলন করতে পারেন। ঠিক সেভাবে ঈশ্বরের এই পবিত্র ভাববাদীরা অত্যন্ত ধৈর্য ও ঐকান্তিকতার সাথে জানার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার জন্য অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, যা খ্রীষ্টের দিনে প্রকাশিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে এই নয় যে, তাঁদের এই পরিশ্রম সাপেক্ষ অনুসন্ধান একেবারে অপ্রয়োজনীয় ছিল। কারণ ঈশ্বরের কাছ থেকে অসাধারণ সহযোগিতা লাভ না করলে তারা মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যবহার করে কখনোই ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব সকল অনুভব করতে পারতেন না। দানিয়াল ছিলেন ঈশ্বরের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত একজন মানুষ, তথাপি তিনি প্রচুর সময় নিয়ে বই পড়তেন ও অধ্যয়ন করতেন, দানিয়েল ৯:২। এমন কি তাদের নিজেদের প্রত্যাদেশের জন্যও তাদের অধ্যয়ন, ধ্যান ও প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল, কারণ অনেক ভবিষ্যদ্বাণীরই দ্বৈত অর্থ থাকে। প্রথম অর্থ উদঘাটনের ক্ষেত্রে তারা কোন ব্যক্তি বা আসন্ন কোন ঘটনা নির্দেশ করতেন, কিন্তু তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব, দুঃখভোগ ও তাঁর রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা করা। লক্ষ্য করুন:-

১. যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা মানুষের পরিত্রাণ লাভ ছিল সবচেয়ে মহান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের অধ্যয়ন

ও অন্যতম ভক্তির বিষয়। এই বিষয়বস্তুর মহত্ব এবং এর প্রতি তাদের নিজেদের আগ্রহের কারণেই তারা আরও বেশি করে এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন এবং আরও একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে তা অনুসন্ধান করতেন।

২. একজন ভাল মানুষ নিজের পাশাপাশি অন্যদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া আরও বেশি প্রকাশ করেন ও প্রভাবিত করেন। ভাববাদীরা খ্রীষ্টের আগমনের প্রাক্কালে যিহূদী ও অযিহূদী উভয়ের কাছে দয়ার বিভিন্ন দিকগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বতস্ফূর্ত ছিলেন।

৩. যারা এই মহান পরিত্রাণের সংস্পর্শে আসবে এবং যাদের মাঝে এই অনুগ্রহ উজ্জ্বলতা ছড়াবে, তাদের অবশ্যই একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সাথে তা অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের মত অনেক দুর্বলচিত্ত মানুষের জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত ভাববাদীরা এভাবে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

৪. সুসমাচারের সাথে যে অনুগ্রহ আসে তা এর পূর্ববর্তী সমস্ত অনুগ্রহকে ছাপিয়ে যায়। সুসমাচারের প্রত্যাদেশ পূর্ববর্তী যে কোন প্রত্যাদেশের চেয়ে আরও গৌরবময়, সুস্পষ্ট, বোধগম্য, বর্ধিত ও কার্যকর।

ঘ. প্রাচীন কালের ভাববাদীরা যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মূলত অনুসন্ধান করেছিলেন, সে সবের বিষয়ে বলা হয়েছে, পদ ১১। তাঁদের অধ্যয়নের মূল বিষয়বস্তু ছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তাঁরা যে সকল বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন:-

১. তাঁর দুঃখভোগ ও মৃত্যু এবং এর গৌরবময় ফলাফলসমূহ: *খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত নানা দুঃখভোগ ও পরবর্তী সমস্ত গৌরব*। এই অনুসন্ধানের ফলে তারা সম্পূর্ণ সুসমাচারের একটি চিত্র দেখতে পাবেন, যার মূল সুর এই যে, যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের পাপের মূল্য পরিশোধ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি আমাদেরকে ধার্মিক গণিত করার জন্য পুনরুত্থিত হয়েছেন।

২. যে সময়ে এবং যে প্রক্রিয়ায় খ্রীষ্টের পৃথিবীয় আগমন করার কথা। নিঃসন্দেহে এই পবিত্র ভাববাদীরা মনুষ্যপুত্রের দিন দেখার জন্য অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছিলেন। আর সেই কারণে তাঁদের মন পড়ে ছিল এই সময়ের পূর্ণতার দিকে। এই সময়ের আগমনকে আরও তরান্বিত করতে পারে এমন যে কোন কিছু করার জন্য তাঁরা সদা প্রস্তুত ছিলেন। এই সময়ের বৈশিষ্ট্যও তাঁদের তীক্ষ্ণ বিবেচনার অধীনে ছিলেন। তাঁরা শান্ত বা বিশৃঙ্খল সময়, শান্তি বা যুদ্ধের সময় সমানভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানব দেহে মূর্তিমান হওয়ার আগে তাঁর একটি সত্তা বিদ্যমান ছিল; কারণ সে সময় তাঁর আত্মা ভাববাদীদের সাথে অবস্থান করতেন এবং সে কারণে তিনি সেই ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে আবির্ভূত হতেন।

(২) পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র ত্রিত্বের শিক্ষা একেবারে অজ্ঞাত ছিল না।

ভাববাদীরা জানতেন যে, তাঁরা তাঁদের মাঝে বাসকারী এক আত্মার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। তাঁর যে আত্মাকে জানেন তিনি যীশু খ্রীষ্টের আত্মা। ক্রমে তাঁরা এই আত্মার মাঝে খ্রীষ্টের উপস্থিতি ও তাঁর সত্তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবেই এখানে একাধিক স্বর্গীয় সত্তাকে আনা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের আরও অন্যান্য স্থানে ত্রিত্বের কথা পাওয়া যাবে।

(৩) এখানে পবিত্র আত্মার যে সমস্ত কাজের কথা বলা হয়েছে তা তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে প্রমাণ করে। তিনি বহু শত বছর আগেই ভাববাদীদের কাছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা নির্দেশ করেছিলেন, প্রকাশ করেছিলেন ও শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই সাথে এ সংক্রান্ত বহু সাক্ষ্য প্রমাণও তিনি দান করেছিলেন। আগেই তিনি খ্রীষ্টের আগমনের সাক্ষ্য দান করেছেন এবং ভাববাদীদেরকে তা প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করার মধ্য দিয়ে তিনি তা করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্বাসীদেরকে তা বিশ্বাস করার জন্য যথাযোগ্য করে তুলেছেন। খ্রীষ্টের আত্মার এই সকল কাজই তাঁকে ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমত্তা ও অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

(৪) যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা গৌরবপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সেবা ও কষ্টভোগের সম্মুখীন হব। তাঁর নিজ জীবনেও তা-ই ঘটেছিল এবং শিষ্য কখনো তার প্রভুর চেয়ে মহান হয় না। এই কষ্টভোগের সময়কাল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এর গৌরব চিরস্থায়ী। কষ্টভোগের সময়কাল আমাদের জন্য যতই তীব্র ও মারাত্মক হোক না কেন, তা যেন কখনো আমাদেরকে বাধা না দেয়, বরং যেন এর মধ্য দিয়ে আরও বহু গুণ ও চিরন্তন মহিমায় আমরা পূর্ণ হই।

৬. তাঁদের অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ যে সাফল্য তাঁদের জন্য নির্ধারিত ছিল। নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য তাঁদের পবিত্র আগ্রহে কোন ভাটা পড়ে নি, কারণ ঈশ্বর তাদের অন্তরকে শান্ত করার জন্য ও সান্ত্বনা দান করার জন্য এক সন্তোষজনক প্রত্যাদেশ দান করেছিলেন। তাঁদেরকে জানানো হয়েছিল যে, এই সকল ঘটনা তাঁদের সময়ে ঘটবে না। তবে এই ঘটনাগুলো যে ঘটবে সে বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। প্রেরিতদের যুগে এই সকল ঘটনা ঘটবে: *তাঁদের জন্য নয়, বরং আমাদের জন্য*। পবিত্র আত্মার অব্যর্থ নির্দেশনা অধীনে এই পৃথিবীতে আমরা অবশ্যই এই সকল ঘটনার সম্মুখীন হব। স্বর্গদূতেরা *অবনত হয়ে তা দেখবার আকাঙ্খা করছেন*।

এখানে আমরা যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা কৃত মানুষের পরিত্রাণ দানের মহান ঘটনাটির তিন ধরনের বিশেষ অনুসন্ধানকারীর কথা জানতে পারি:-

১. ভাববাদীরা, যাঁরা *সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করেছিলেন*।

২. প্রেরিতরা, যাঁরা সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যয়ন করেছিলেন, সেগুলোর বাস্তবায়িত হওয়ার সাক্ষী ছিলেন এবং তাঁরা সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে নিজেরা যা জানতেন তা অন্যদের জানাতেন।

৩. স্বর্গদূতগণ, যারা অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে এই সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাবলী দেখার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ এবং আমাদের দায়িত্বের ফলস্বরূপ অবশ্যই আমাদেরকে উপযুক্ত সাফল্য দ্বারা পুরস্কার দান করা হবে। ভাববাদীদেরকে প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তর দান করা হয়েছিল। দানিয়েল অধ্যয়ন করেছিলেন এবং জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

(২) অনেক সময় পবিত্র ও সর্বোত্তম ব্যক্তিটির ন্যায্য ও ধার্মিকতাপূর্ণ অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করা হয়। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে ভাববাদীদেরকে যতটুকু জানার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি জানতে চাওয়াটা মোটেও তাদের জন্য অন্যায্য কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁদের এই আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। দুষ্ট সন্তানদের জন্য উত্তম বাবা-মায়ের প্রার্থনা করা, দারিদ্র থেকে মুক্তি লাভের জন্য দরিদ্রের প্রার্থনা করা, মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একজন ভাল মানুষের প্রার্থনা করা অবশ্যই অন্যায় নয় এবং অধার্মিকতার কিছু তাতে নেই। কিন্তু এই সৎ চিন্তাযুক্ত আবেদনগুলোও অনেক সময় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ঈশ্বরের আমাদের আবেদনের বদলে বরং আমাদের কী প্রয়োজন আছে তা দেখেন।

(৩) অনেক ক্ষেত্রেই শুধু নিজের ক্ষেত্রে না হয়ে অন্যদের ক্ষেত্রেও সুফল বহন করাটা একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য সম্মানের ও অবশ্য পালনীয় বিষয়। ভাববাদীরা অন্যদের কাছে পরিচর্যা করেছিলেন, নিজেদের জন্য করেন নি। কেউ তার নিজের জন্য জীবন ধারণ করে না, রোমীয় ১৪:৭। একজন মানুষ শুধুমাত্র নিজের জন্য জীবন ধারণ করবে এবং নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সব সময় কাজ করে যাবে, এমনটা কেবল যে মানবীয় স্বভাবের বিপরীত তা-ই শুধু নয়, তা খ্রীষ্টিয় নীতিরও পরিপন্থী।

(৪) মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বর প্রত্যাদেশ যদিও ক্রমান্বয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খণ্ড আকারে একে একে প্রদান করা হয়েছে, তথাপি তার ক্রমানুবর্তিতায় লক্ষ্য করা যায় সুস্পষ্ট নিয়মের অনুসরণ। ভাববাদীদের শিক্ষা ও প্রেরিতদের শিক্ষা সর্ম্পূণভাবে একই সহমত পোষণ করে এবং উভয়ই ঈশ্বরের আত্মা হতে আগত।

(৫) সুসমাচার প্রচারের পরিচর্যার কার্যকারিতা নির্ভর করে স্বর্গ হতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার উপর। সুসমাচার হচ্ছে আত্মার পরিচর্যা। এর সাফল্য নির্ভর করে আত্মার কার্যক্রম ও তাঁর অনুগ্রহের উপরে।

(৬) সুসমাচারের রহস্য এবং মানুষের পরিত্রাণের প্রক্রিয়া এমনই গৌরবময় যে, আশীর্বাদপ্রাপ্ত স্বর্গদূতেরা সব সময় তা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁরা এক্ষেত্রে অত্যন্ত কৌতূহলী ও উৎসুক। মানুষের পাপ থেকে উদ্ধার লাভের পুরো বিষয়টি তাঁরা অত্যন্ত গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে বিবেচনা করছেন, বিশেষ করে যে বিষয়টি এখানে প্রেরিত আলোচনা করছেন: *আর স্বর্গদূতেরা অবনত হয়ে তা দেখবার*

আকাঙ্খা করছেন, ঠিক যেভাবে করূবগণ তাদের দয়ার আসনে অবনত হয়ে থাকতেন।

১ পিতর ১:১৩-২৩ পদ

এখানে প্রেরিত পিতর তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আবেদন প্রকাশ করছেন, যাদের গৌরবময় অবস্থানের কথা তিনি এর আগে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে এই নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, খ্রীষ্টিয় ধর্ম ঈশ্বরীয় স্বভাব অনুসারে চলার এক শিক্ষা, যা আমাদেরকে শুধু জ্ঞানেই পূর্ণ করবে না, সেই সাথে তা আমাদেরকে আরও পবিত্র ও ধার্মিক করে তুলবে।

ক. তিনি তাঁদেরকে মিতাচারী ও পবিত্র হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

১. *অতএব তোমরা নিজ নিজ মন প্রস্তুত করে মিতাচারী হও*, পদ ১৩। তিনি যেন এখানে বলতে চাইছেন, "*অতএব* যেহেতু তোমরা উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে এতটা সম্মানিত ও পৃথকীকৃত হয়েছ, এখন *নিজ নিজ মন প্রস্তুত কর*। তোমাদের সামনে এক দীর্ঘ যাত্রা অপেক্ষা করছে, এক দীর্ঘ পথ তোমাদের দৌড়াতে হবে, এক যুদ্ধ তোমাদের জয় করতে হবে, এক মহান কাজ তোমাদের সাধন করতে হবে। একজন ভ্রমণকারী, একজন দৌড়বিদ, একজন যোদ্ধা এবং একজন কার্যকারী হিসেবে তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত কর, মনকে তৈরি করে নাও, কোমর বেঁধে নাও, যেন তোমরা এই দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে শতভাগ প্রস্তুত রাখতে পার। নিজেদের মনকে, ভেতরের সত্তাটিকে প্রস্তুত করে তোল। কোনভাবেই যেন এই দায়িত্বের প্রতি তোমাদের অবহেলা বা অনীহা সৃষ্টি না হয়। যা কিছু তোমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখে তা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর এবং সম্পূর্ণ বাধ্যতায় নিজেদেরকে সমর্পণ কর। *মিতাচারী হও*, তোমাদের সকল আত্মিক শঙ্কা ও শত্রুদের হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। ভোজন, পান, পোশাক-আশাক, আমোদ-প্রমোদ, ব্যবসা এবং তোমাদের সমস্ত প্রকার জীবন-আচরণে সংযমী হও। মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং মানুষের সাথে কথা বলা ও কাজ করার ক্ষেত্রে শান্ত মনোভাবের অধিকারী হও। নিজেদের সম্পর্কে মত প্রকাশ ও আত্ম-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নম্র হও। *যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের কাছে আনা হবে, তার উপর সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ*।" অনেকে মনে করেন এখানে শেষ বিচারের কথা বলা হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এখানে স্বাভাবিকভাবে যে কথা প্রকাশ করতে চাওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে: "যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের কাছে আনা হবে, তার উপর সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখ। সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের জীবনকে অনন্ত জীবনের আলোর নিচে নিয়ে আসা হবে। সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাশা কর, সুসমাচারের মধ্য দিয়ে যে অনুগ্রহ দানের প্রতিজ্ঞা তোমাদেরকে করা হচ্ছে তার উপরে এতটুকু সন্দেহ কোরো না।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মূল কাজ নির্ভর করে তার অন্তর ও মনের সঠিক ব্যবস্থাপনার উপরে। প্রেরিত পিতরের প্রথম নির্দেশনা ছিল আমাদের মনকে প্রস্তুত করা।

(২) সর্বোত্তম খ্রীষ্টানদের মিতাচারী হওয়ার জন্য নিজেদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। এই উত্তম খ্রীষ্টানদেরকে সব সময় সংযমী ও পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। একজন বিশপের (১ তীমথিয় ৩:২), একজন প্রাচীনের (তীত ২:২), একজন যুবতীর এই সকল শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং একজন যুবকের অবশ্যই মিতাচারী হওয়ার জন্য নির্দেশনা গ্রহণ করা উচিত, তীত ২:৪,৬।

(৩) একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী অনুগ্রহপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সে যখন সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তখন তাকে সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়েও পথ চলতে হবে এবং তার লক্ষ্য মাথায় রেখে মনকে প্রস্তুত করে পথ চলতে হবে।

(৪) ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে শক্তিশালী ও যথার্থ আস্থা আমাদের দায়িত্ব পালনের প্রতি সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদেরকে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাশা করতে হবে এবং মনকে প্রস্তুত করতে হবে। আমাদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করার জন্য নিজেদেরকে শতভাগ নিযুক্ত করতে হবে এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ দ্বারা নিজেদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

২. বাধ্যতার সন্তান, পদ ১৪। এই কথাগুলো পবিত্র জীবন যাপনের নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যা একাধারে ইতিবাচক – "তোমাদেরকে বাধ্য সন্তানের মত জীবন ধারণ করতে হবে, ঠিক যেভাবে ঈশ্বর তোমাদেরকে তাঁর পরিবারে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা পুনর্জন্ম দান করেছেন।" এবং নেতিবাচক – "তোমরা তোমাদের আগের অজ্ঞানতার কামনা-বাসনা অনুসারে চলো না।" আবার এই কথাগুলোকে নেওয়া যেতে পারে তাদের বর্তমান পবিত্রতার অবস্থান থেকে আরও উনন্ত অবস্থানে যাওয়ার অনুপ্রেরণা হিসেবে। তাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে, তারা প্রত্যেকে এখন বাধ্যতার সন্তান এবং এর আগে তারা অজ্ঞানতার কামনা-বাসনায় জীবন ধারণ করত। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) যারা ঈশ্বরের সন্তান, তাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্যমান, চিরন্তান ও সার্বজনীন বাধ্যতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ দিতে হবে যে, তারা প্রত্যেকে প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বরের সন্তান।

(২) যারা ঈশ্বরের সর্বোত্তম সন্তান, তারাই এক সময় কামনা-বাসনা ও অজ্ঞতার মাঝে দিন কাটিয়েছে। তারা তাদের জীবনের পুরো ভাবধারা, জীবনাচরণ ও ধারণের পদ্ধতিতে অনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কুৎসিত অভিরুচি পূরণের জন্য চালিত করেছে। তারা ঈশ্বরের ও নিজেদের আত্মার সম্পর্কে, খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ছিল।

(৩) মানুষের মন যখন পরিবর্তিত হয়, তখন সে আগে যা ছিল তা থেকে সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়ে নতুন মানুষ হয়ে যায়। আগের জীবন-যাপনের সমস্ত পদ্ধতি তাদের পালটে যায়। তাদের ভেতরের কাঠামো, আচরণ, কথা বলার ভঙ্গি ও ব্যবহার আগুনের তুলনায় একেবারেই বদলে যায়।

(৪) পাপীদের অভিলাষ এবং কামনা-বাসনা হচ্ছে তাদের অজ্ঞতার ফল ও চিহ্ন।

৩. *কিন্তু যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেছেন, সেই পবিত্রতমের মত নিজেদের সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও*, পদ ১৫,১৬। এখানে এক সুদৃঢ় যুক্তি দানের মধ্য দিয়ে এক মহান বিধান স্থাপন করা হয়েছে: *নিজেদের সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও*। কে এমন জীবন যাপনের পক্ষে উপযুক্ত? আর তথাপি তিনটি বিশেষ যুক্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে এই বিধান সুচারু রূপে পালন করার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের আহ্বান হিসেবে এই বিধান পালন আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র*। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) একজন পাপীদেরকে আহ্বান করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ প্রকাশিত হয় তা পবিত্রতার সাথে এক শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করে। পাপ ও দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা কার্যকর আহ্বান লাভ করার মধ্য দিয়ে নতুন চুক্তি অধীন হওয়া ও আশীর্বাদ লাভ করা এক মহা অনুগ্রহ। মহা অনুগ্রহ লাভ করতে গেলে কিছু কঠোর নীতি অনুসরণ করতেই হবে। এই নীতি বা বিধানগুলো আমাদেরকে পবিত্র থাকতে সক্ষম করে তোলে।

(২) প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন হওয়া উচিত একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও দায়িত্ব। এখানে লক্ষ্য করুন পবিত্রতার দ্বিমুখী বিধান:

[১] পবিত্রতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই তা সার্বজনীন হতে হবে। আমাদেরকে জীবন-যাপনের প্রতিটি স্তরে অবশ্যই সব দিক থেকে পবিত্র হতে হবে। জাতীয় ও ধর্মীয় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, সফল ও ব্যর্থ প্রত্যেক অবস্থায়, আমাদের পারিবারিক ও পেশাগত উভয় জীবনে এই পবিত্রতা ধারণ করতে হবে।

[২] এই পবিত্রতার ধরন। আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, যেমন ঈশ্বর পবিত্র। ঈশ্বরের পবিত্রতা যে পর্যায়ের, আমাদেরকে সেই একই পর্যায়ের পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে, যদিও আমরা কখনোই তাঁর সমান হতে পারব না। তিনি পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিখুঁত, অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। আমাদের উচিত এ ধরনের একটি অবস্থান অর্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের পবিত্রতার উল্লেখ করার অর্থ হল, আমরা যেন আমাদের মানবীয় সাধ্য অনুসারে সর্বোচ্চ পরিমাণ পবিত্রতা অর্জন করি।

(৩) ঈশ্বরের সুলিখিত বাক্য হচ্ছে খ্রীষ্টিয় জীবনের সুনিশ্চিত বিধান এবং এই বিধানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত পবিত্রতা অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(৪) নতুন নিয়মের যুগে পুরাতন নিয়মের আদেশগুলো অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে ও মান্য করতে হবে। প্রেরিত পিতর নেতৃত্বের গুণাবলীর ক্ষেত্রে বহুবার মোশির দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, যা সকল খ্রীষ্টানদের পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

৪. *তাঁকে যদি পিতা বলে ডাক, তবে সভয়ে নিজ নিজ প্রবাসকাল যাপন কর*, পদ ১৭। প্রেরিত পিতর এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি যে, এই খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের

স্বর্গীয় পিতাকে ডাকে কি না। বরং তিনি ধরেই নিয়েছেন যে, অবশ্যই তারা তা করে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি তাদেরকে বলছেন যেন তারা সভয়ে নিজ নিজ প্রবাসকাল যাপন করে: "যদি তোমরা মহান ঈশ্বরের তোমাদের পিতা ও বিচারক হিসেবে স্বীকার কর, তাহলে এই পৃথিবীতে তোমরা যে প্রবাসকাল কাটাচ্ছ, এই সময়টুকু নিশ্চয়ই ভক্তিপূর্ণ ভয় সহকারে অতিবাহিত করতে হবে।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) প্রত্যেক উত্তম খ্রীষ্টানের উচিত এই পৃথিবীতে তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারী হিসেবে, ভিন্ন কোন দেশে পরবাসী হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করা। তারা এই পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীয় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, যা তাদের চিরন্তন আবাসস্থল, গীতসংহিতা ৩৯:১২; ইব্রীয় ১১:১৩।

(২) এই পৃথিবীতে আমরা যতদিন বসবাস করব তার প্রতিটি মুহূর্তই ঈশ্বরের প্রতি ভীতি প্রযুক্ত হওয়া উচিত।

(৩) যারা ঈশ্বরকে পিতা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, তাদেরপক্ষে তাঁকে বিচারক হিসেবে বিবেচনা করাটাও তেমন অযৌক্তিক কিছু হবে না। একজন পিতা হিসেবে ঈশ্বরের উপর পবিত্র আস্থা স্থাপন এবং একজন বিচারক হিসেবে তাঁর উপর ভক্তিপূর্ণ ভয়ের উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কযুক্ত। বিচারক হিসেবে ঈশ্বরকে বিবেচনা করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে পিতা হিসেবে দেখার জন্য আরও বেশি আন্তরিকতা অনুভব করতে পারি।

(৪) ঈশ্বর কোন মানুষের মুখাপেক্ষা করে বিচার করবেন না: ঈশ্বর *পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ অনুযায়ী বিচার করেন*। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক থাকার কারণে কেউ কোনভাবে রেহাই পাবে না। যিহূদীরা ঈশ্বরকে প্রভু, পিতা, অব্রাহামের পিতা ইত্যাদি নামে ডাকতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর কোন মানুষকে কখনো তার ব্যক্তিত্ব, তার বংশ পরিচয় বা তার গুণাবলীর কারণে আনুকূল্য প্রদান করেন না। শেষ বিচারের মহান দিনে প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম তাকে খুঁজে নেবে। ঈশ্বর এই পৃথিবীর সকলের সামনে প্রকাশ করবেন যে, কে কে তার কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিজের লোক বলে গণ্য হয়েছে। বিশ্বস্ত, পবিত্র ও বাধ্য থাকা আমাদের দায়িত্ব। আর আমাদের কাজই বলে দেবে যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি কি করিন্থীয় নি।

৫. প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদেরকে ঈশ্বরের প্রতি ভয় রেখে প্রবাস জীবন-যাপন ও ঈশ্বরকে পিতা বলার যথাযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করার পর এখন (পদ ১৮) দ্বিতীয় আরেকটি যুক্তি উত্থাপন করছেন: *তোমরা . . . কোন ক্ষয়শীল বস্তু দ্বারা মুক্ত হও নি*। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছেন যে:-

(১) তাদেরকে পিতার কাছে মূল্য প্রদান করার মধ্য দিয়ে মুক্ত করা হয়েছে, বা আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

(২) তাদের মুক্তির জন্য যে মূল্য প্রদান করতে হয়েছিল: *সোনা ও রূপার মত কোন*

ক্ষয়শীল বস্তু নয়, *কিন্তু নিখুঁত ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক সেই খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হয়েছ।*

(৩) তাদেরকে কী থেকে মুক্ত করা হয়েছিল: *পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া অলীক আচার ব্যবহার থেকে।*

(৪) তারা এ কথা জানতেন: *তোমরা তো জান*। তারা কোনভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জানেন না এমন ভান করতে পারেন না। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] আমাদের মুক্তিকে অবশ্যই পবিত্রতার এক চিরন্তন ও শক্তিশালী প্রেরণা ও ঈশ্বরের প্রতি ভীতির উৎস হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

[২] ঈশ্বর আশা করেন যে, একজন খ্রীষ্টিয় যা জানেন সে ব্যাপারে অবশ্যই তিনি জবাবদিহিমূলক জীবন-যাপন করবেন। সে কারণে আমরা যা জানি তা চর্চা করা আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন, গীতসংহিতা ৩৯:৪।

[৩] রৌপ্য বা স্বর্ণ, তথা এই পৃথিবীর কোন ক্ষয়শীল বস্তুই আমাদেরকে আত্মাকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এগুলো প্রায়শই মানুষের পরিত্রাণ লাভের ক্ষেত্রে বাধা, প্রলোভন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তু কখনোই মানুষের পরিত্রাণ ক্রয় করতে পারে না।

[৪] যীশু খ্রীষ্টের রক্তই মানুষের পরিত্রাণ ক্রয় করার জন্য একমাত্র মূল্য। মানুষের পরিত্রাণ লাভ সম্পূর্ণ বাস্তব, কোন প্রতীকী প্রক্রিয়া নয়। আমাদেরকে একটি মূল্য দ্বারা ক্রয় করে নেওয়া হয়েছে এবং এই মূল্য ক্রয়কৃত পরিত্রাণের সমমূল্যের, কারণ তা খ্রীষ্টের মহামূল্যবান রক্ত। এটি একজন নিষ্পাপ মানুষের রক্ত, একজন মেষশাবকের রক্ত, যাঁর কোন দোষ নেই বা কোন কলঙ্ক নেই। তাঁকে আমাদের পরিত্রাণের মেষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি একজন অসীম সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি, কারণ তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আর এ কারণেই এই মূল্যকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের রক্ত, প্রেরিত ২০:২৮।

[৫] খ্রীষ্টের নিজ মহা মূল্যবান রক্ত সেচন করার উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে পরিত্রাণ দেওয়া। শুধুমাত্র চিরন্তন পার্থিব দুর্দশা থেকে উদ্ধার নয়, বরং সেই সাথে এই পৃথিবীর অসারতা ও ক্ষয়শীলতা থেকে মুক্ত করা। মানুষের যে কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ পায় না, খ্রীষ্টিয় ধর্ম মহিমান্বিত হয় না, অবিশ্বসীদের কাছে সাক্ষ্য প্রকাশ করে না এবং মানুষের নিজ বিবেকের সন্তুষ্টি যোগায় না, তা একান্তই অসার। শুধুমাত্র প্রকাশ্য মন্দতা বা দুষ্টতা নয়, বরং সেই সাথে আমাদের জীবনাচরণের অসারতা ও নিষ্ফলতাও অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়।

[৬] একজন মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী তার আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। কোন একজন মানুষ ব্যক্তিত্ব, রুচিবোধ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হলেও তাদের জীবনাচরণ হতে পারে একান্তই অসার। যিহূদীরা তাদের জীবনাচরণের সমস্ত ক্ষেত্রে খুব

বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করত। তথাপি তাদের জীবন এতটাই অসার ছিল যে, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্তই তাদেরকে সেই অসারতা থেকে মুক্ত করতে পারত।

৬. মুক্তির মূল্যের উল্লেখ করে প্রেরিত পিতর এখন পরিত্রাণ দানকারী ও পরিত্রাণপ্রাপ্তদের সাথে সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয় বলছেন, পদ ২০, ২১।

(১) পরিত্রাণ দানকারীর আরও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি শুধু একজন নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকই ছিলেন না। বরং সেই সাথে তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি:-

[১] *তিনি পৃথিবী সৃষ্টির আগেই এর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিলেন*। তাঁকে আগে থেকেই এই কাজের জন্য মনোনীত বা স্থির করে রাখা হয়েছিল। যখন ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞানের কথা বলা হয়, তখন সেখানে কেবল সাধারণ অর্থে কোন পূর্বানুমান বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা বোঝানো হয় না। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় নিশ্চিতভাবে ঘটবে এমন সব কাজের বিশেষ প্রত্যাদেশ ও পরিকল্পনা, প্রেরিত ২:২৩। ঈশ্বর শুধু যে আগেই সমস্ত কিছু জানতেন তাই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন ও ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্র মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করবেন। আর এই ঘোষণা জারি হয়েছিল পৃথিবী সৃষ্টির অনেক আগেই। সময় ও পৃথিবীর আরম্ভ হয়েছিল একই সাথে। সময়ের সূচনা হওয়ার আগে অনন্তকালীনতা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

[২] *এই শেষকালে তিনি তোমাদের জন্য প্রকাশিত হলেন*। ঈশ্বর যে পরিত্রাণকর্তাকে আগেই নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, সেই পরিত্রাণকর্তা বা মুক্তিদাতা হয়ে তিনি পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত হলেন। তিনি তাঁর জন্ম, তাঁর পিতার সাক্ষ্য এবং তাঁর নিজ কাজ, বিশেষ করে তাঁর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এই বাস্তবতা প্রকাশ করেছেন, রোমীয় ১:৪। “নতুন নিয়মের এবং সুসমাচারের শেষ সময়ে তোমাদের জন্য, যিহূদীদের জন্য, পাপীদের জন্য, তোমাদের মত পীড়িতদের জন্য তা কার্যকর হয়েছিল। তোমরা যদি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস কর তাহলে তাঁর আগমনে ও আত্মপ্রকাশে তোমরা সান্ত্বনা পাবে।”

[৩] তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন, যিনি তাঁকে গৌরব ও সম্মাননা দান করেছিলেন। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিরই শক্তিমত্তার পরিচায়ক হিসেবে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিচারের ক্ষমতা একান্তভাবে কেবল ঈশ্বরেরই। তিনি একজন বিচারক হিসেবে খ্রীষ্টকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁকে কবর থেকে উত্থিত করেছিলেন, তাঁকে মহিমাযুক্ত করেছিলেন, এই পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁকে সারা পৃথিবীর কাছে নিজ পুত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে স্বর্গে উত্থাপিত করেছিলেন, তাঁকে মহিমা ও সম্মানে ভূষিত করেছিলেন, তাঁকে স্বর্গ ও পৃথিবীর সকল ক্ষমতা ও শক্তিতে ভূষিত করেছিলেন এবং এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তিনি ঈশ্বরের সাথে যে কর্তৃত্ব ও অবস্থানে ছিলেন, সেই মহিমাপূর্ণ অবস্থানে উপনীত করেছিলেন।

(২) যারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত, তাদের সম্পর্কেও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশার কারণে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে এই পরিত্রাণ লাভ করেছে: “*তোমরা তাঁরই দ্বারা*

সেই ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করেছ। তিনিই তোমাদের বিশ্বাসের রূপকার, প্রেরণাদাতা, সহায় ও সম্পাদনকারী। তোমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা এখন ঈশ্বরতে স্থিত হয়েছে এবং মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তোমরা তাঁর সাথে পুনঃসম্মিলিত হয়েছ।”

(৩) এই সমস্ত কিছু থেকে আমরা শিক্ষা পাই:-

[১] খ্রীষ্টকে একজন মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রেরণ করার জন্য ঈশ্বরের যে বিধান, তা অনাদিকাল থেকে পূর্বনির্ধারিত ছিল। এটি ছিল এক ন্যায্য ও মহানুভব বিধান, যা পূর্ণ না হলে মানুষ কখনোই তাদের পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারত না, প্রেরিত ২:২৩। ঈশ্বর তাঁর লোকদের প্রতি কোন ধরনের অনুগ্রহ বা অনুগ্রহ প্রকাশ করার বহু আগেই তাদের জন্য তাঁর বিশেষ অনুগ্রহপূর্ণ পরিকল্পনা স্থির করে রেখেছিলেন।

[২] এই পৃথিবীর প্রারম্ভিক যুগে যারা জীবন-ধারণ করেছেন তাদের তুলনায় শেষ যুগের খ্রীষ্টিয়ানরা আরও বেশি আনন্দ ভোগ করবেন। পবিত্রতার আলোকের সুস্পষ্টতা, বিশ্বাসের সহায়, ঐশ্বরিক বিধানের কার্যকারিতা এবং সান্ত্বনা লাভ, এ সবই খ্রীষ্টের আগমনের মধ্য দিয়ে আরও ফলপ্রসূ হয়ে বিশ্বাসীদের জীবনে প্রকাশ পেয়েছে। এমন আনুকূল্যের প্রতি আমাদের যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

[৩] খ্রীষ্টের পরিত্রাণ একমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যতীত আর কারও প্রাপ্য নয়। খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে যে পরিত্রাণ সকলের জন্ম উন্মুক্ত হয়েছে তা অর্জন করতে হলে বস্তুত একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে উঠতে হবে। ভণ্ড ও অবিশ্বাসীরা চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের জীবনে খ্রীষ্টের মৃত্যুর মূল্য কোন ফল বয়ে আনবে না।

[৪] খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন সাধনই একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য, যা খ্রীষ্টের পুনরুত্থান ও তাঁর গৌরবের সাথে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত।

খ. প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদেরকে ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসায় পূর্ণ হতে উৎসাহিত করছেন।

১. তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে, তারা যদি পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সুসমাচারের বাধ্য হয়ে চলেন, তাহলে অবশ্যই তা তাদের আত্মার উপরে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করবে এবং তা ভাইদের প্রতি তাদের অন্তরকে অকপট ভালবাসায় পরিপূর্ণ করবে। এ কারণে তিনি তাদেরকে পরস্পরের প্রতি সুগভীর ভালবাসা ও অন্যদের প্রতি খাঁটি হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসায় পূর্ণ হতে উৎসাহ দিয়েছেন, পদ ২২। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, প্রত্যেক আন্তরিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাদের নিজ নিজ অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। প্রেরিত পিতর এই বিষয়টি বিবেচনা করেই তাদের প্রতি এই উক্তি করেছেন। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে আত্মাকে সকল প্রকার পাপ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা। ব্যবস্থার অধীনে লেবীয় রীতি-নীতি বা মানুষের বাহ্যিক ভণ্ডামিমূলক শুদ্ধতা কোনটিই মানুষকে এমন কার্যকরভাবে পরিশুদ্ধ করতে পারে না।

(২) ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে একজন পাপীর পরিশুদ্ধতা অর্জনের সবচেয়ে মহান উপকরণ: *এখন, তোমরা সত্যের প্রতি বাধ্য হয়ে নিজ নিজ প্রাণকে বিশুদ্ধ করেছ*। সুসমাচারকে বলা হয়েছে সত্য, যা প্রতীক ও ছায়ার বিপরীত, ভ্রান্তি ও মিথ্যার পরিপন্থী। সত্যকে যদি সঠিকভাবে মান্য করা হয়, তাহলে তা কার্যকরভাবে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, যোহন ১৭:১৭। অনেকেই এই সত্য শ্রবণ করে, কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার প্রতি নিজেদেরকে সমর্পণ করে না বা তা মান্য করে না।

(৩) মানুষের আত্মার পবিত্রীকরণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আত্মা এক মহান প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পবিত্র আত্মা মানুষের আত্মাকে সকল অপবিত্রতা থেকে পরিশুদ্ধ করেন, তার মধ্যকার বিভিন্ন গুণাবলী ও অনুগ্রহকে পবিত্র ও আদরণীয় করে তোলেন, যেমন বিশ্বাস (প্রেরিত ১৫:৯), আশা (১ যোহন ৩:৩), ঈশ্বরের প্রতি ভয় (গীতসংহিতা ৩৪:৯), এবং যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা। পবিত্র আত্মা আমাদের সকল আত্মিক প্রচেষ্টাকে আরও অনুপ্রাণিত করে তোলেন এবং তা সফল করেন। পবিত্র আত্মার সহায়তা আমাদের নিজ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে যায় না। এই সমস্ত মানুষ নিজেরাই পবিত্র আত্মার সহায়তায় তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন।

(৪) একে অপরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসার আগে খ্রীষ্টানদের আত্মাকে অবশ্যই পরিশুদ্ধ হতে হবে। মানুষের স্বভাবে এমন অনেক অভিলাষ ও মুখাপেক্ষিতা থাকে যে, স্বর্গীয় অনুগ্রহ লাভ না করলে আমরা কখনো একে অপরকে ভালবাসা করতে পারি না। খাঁটি ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী না হলে কারও অন্তরে ভালবাসা প্রবেশ করতে পারে না।

(৫) প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হচ্ছে আন্তরিক ও ইচ্ছাকৃতভাবে পরস্পরকে ভালবাসা করা। একে অপরের প্রতি আমাদের ভালবাসা অবশ্যই আন্তরিক ও প্রকৃত হতে হবে। তা অবশ্যই প্রাণবন্ত ও চিরন্তন ভালবাসা হতে হবে।

২. তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে আবারও প্রেরণা দিচ্ছেন যেন তারা একে অপরকে ভালবাসার মহান দায়িত্বটি তাদের আত্মিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে সম্পূর্ণ খাঁটি ও পবিত্র অন্তরে পালন করেন। তারা প্রত্যেকে ক্ষয়শীল নয়, বরং অক্ষয় বীর্য থেকে নতুন জন্ম লাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:--

(১) প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নতুন জন্ম লাভ করেছেন। প্রেরিত এই কথাগুলো এমনভাবে বলছেন যা প্রত্যেক আন্তরিক খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য সত্য। এই নতুন জন্মের মধ্য দিয়েই আমরা একে অপরের সাথে নতুন ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হই এবং একে অপরের সাথে ভ্রাতৃ সুলভ বন্ধনে আবদ্ধ হই।

(২) ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পুনর্জন্ম লাভের সর্বোত্তম উপায়, যাকোব ১:১৮। পুনর্জন্মের অনুগ্রহ আমরা লাভ করিন্থীয় সুসমাচারের মধ্য দিয়ে।

(৩) এই নতুন তথা দ্বিতীয় জন্ম প্রথম জন্মের চেয়ে আরও বেশি আকাঙ্ক্ষাণীয় ও

চমৎকার। প্রেরিত পিতর আমাদেরকে ক্ষয়শীল ও অক্ষয় বীর্যের উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে মূলত এই বিষয়টিই বুঝিয়েছেন। ক্ষয়শীল বীর্য দ্বারা আমরা আমাদের পার্থিব পিতার সন্তান হই, আর অক্ষয় বীর্য দ্বারা আমরা সর্বোচ্চ স্বর্গীয় পিতার পুত্র ও কন্যা হই। বীর্যের সাথে ঈশ্বরের বাক্যের তুলনা করার মধ্য দিয়ে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদিও তা আয়তনে অতি ক্ষুদ্র, তথাপি এর কার্যক্ষমতা অত্যন্ত চমৎকার ও ব্যাপক। যদিও তা অন্তর্নিহিত থাকে, তথাপি তা বেড়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত চমৎকার ফল দান করে।

(৪) যাদের পুনর্জন্ম হয় তাদের একে অপরকে আন্তরিক হৃদয় নিয়ে ভালবাসা করা উচিত। ভাইয়েরা স্বভাবতই একে অপরের সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু যেখানে আত্মিক সম্পর্কের অবস্থান থাকে, সেখানে বাধ্যবাধকতা আরও বেড়ে যায়। তারা একই নিয়ন্ত্রণ, একই অধিকার ও একই উদ্দেশ্যের অধীনস্থ হন।

(৫) ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল আমাদের মাঝে বসতি করবে। এই বাক্য এক জীবন্ত বাক্য, এক প্রাণবন্ত বাক্য, ইব্রীয় ৪:১২। এটি আত্মিক জীবন লাভ করা, তা শুরু করা ও তাতে টিকে থাকার একটি মাধ্যম। এটি আমাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ও অনুপ্রাণিত করে তোলে, যে পর্যন্ত না তা আমাদেরকে অনন্ত জীবনের পথে নিয়ে যায়। এই বাক্য চিরকাল সত্য ও পবিত্র এবং তা আমাদের পুনর্জন্ম লাভকারী অন্তরে অনন্ত কাল অবস্থান করবে।

১ পিতর ১:২৪-২৫ পদ

এতক্ষণ প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বললেন অক্ষয় বীর্য থেকে পুনর্জন্ম লাভকারী মানুষের চমৎকার দিকগুলো সম্পর্কে। এবারে তিনি আমাদেরকে জানাচ্ছেন পার্থিব স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের অসারতার কথা এবং সেই সাথে মানুষের কাছে আদরণীয় ও গ্রহণযোগ্য সমস্ত বস্তুর অকার্যকারিতার কথা: *মানুষ মাত্র ঘাসের মত ও তার সমস্ত সৌন্দর্য ফুলের মত*। কোন কিছুই তাকে এক স্থায়ী ও চিরন্তন সত্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরের বাক্যই পারে মানুষকে পরিবর্তিত করে শ্রেষ্ঠতম প্রাণীতে পরিণত করতে, যার সৌন্দর্য কখনো ফুলের মত শুকিয়ে যাবে না, বরং চিরকাল স্বর্গদূতের মত উজ্জ্বলতা বিকিরণ করবে। এই বাক্যই প্রতিদিন সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. মানুষ তার পার্থিব জীবনে যতই সৌন্দর্য, মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করুক না কেন, সে ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষণকালীন ও মৃতপ্রায় এক জীব। তাকে পৃথকভাবে বিবেচনা করলে তার জীবন একান্তই ঘাসের মত। এই পৃথিবীতে তার প্রবেশ, তার জীবন ও পতন, সমস্ত দিক থেকেই মানুষ ঘাসের সদৃশ, ইয়োব ১৪:২; যিশাইয় ৪০:৬,৭। মানুষের সমস্ত গৌরব ও সৌন্দর্য তুলে নিলে সে ঘাসের মতই নির্জীব হয়ে পড়বে। তার বুদ্ধি, সৌন্দর্য, শক্তি, সাহস, সম্পদ ও সম্মান – এ সবই ঘাসের ডগায় ফুটে থাকা ফুলের মত, যা খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় ও বিনষ্ট হয়।

২. এই ক্ষয়িষ্ণু প্রাণীকে অনন্তকাল স্থায়ী ও নিষ্কলঙ্ক করে তোলার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে ঈশ্বরের বাক্য দান করা ও তাতে পূর্ণ করা। এই বাক্য অনন্তকাল স্থায়ী, তাই বাক্যে পূর্ণ হলে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।

৩. ভাববাদীরা ও প্রেরিতরা একই শিক্ষা প্রচার করেছেন। যিশাইয় ও অন্যান্য ভাববাদীরা পুরাতন নিয়মের যে বাক্য প্রদান করেছেন, নতুন নিয়মের প্রেরিতরাও সেই একই বাক্য প্রচার করেছেন।

পিতরের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ২

পবিত্রতায় পূর্ণ হওয়া ব্যাপারে প্রেরিত পিতরের সার্বজনীন আবেদন এই পত্রেও চলমান রয়েছে। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসী হিসেবে গড়ে ওঠার ভিত্তি, অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত আত্মিক আশীর্বাদ ও অধিকারের একাধিক যুক্তি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এই আবেদনকে আরও সুদৃঢ় করা হয়েছে। এই পবিত্রতা অর্জনের উপায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য ধারণ করার ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে তিরস্কার করা হয়েছে, পদ ১-১২। অধীনস্থতা কীভাবে তাদের শাসকদের ও দাসেরা তাদের মনিবদের মান্য করবে, সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ভাল কাজে খ্রীষ্টের অনুকরণ করে ধৈর্যপূর্বক কষ্ট সহ্য করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, পদ ১৩-২৫।

১ পিতর ২:১-৩ পদ

প্রেরিত পিতর পারস্পরিক ভালবাসার বিষয়ে নির্দেশনা দান করেছেন এবং ঈশ্বরের বাক্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের বাক্য এক অক্ষয় বীর্য এবং তা চিরকাল থাকে। তিনি তাঁর এই আলোচনাকে আরও বেগবান করেছেন এবং যথোপযুক্তভাবে এই পরামর্শ দান করেছেন: *অতএব তোমরা সমস্ত দুষ্টতা ও সমস্ত ছল এবং কপটতা ও হিংসা ও সমস্ত অপবাদ ত্যাগ কর*। এমন অনেক পাপ রয়েছে যা একাধারে ভালবাসাকে ধ্বংস করে এবং বাক্যের কার্যকারিতাকে রোধ করে এবং ক্রমান্বয়ে আমাদের পুনর্জন্মকে প্রতিহত করে।

ক. তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, যা কিছু মন্দ তা যেন আমরা ত্যাগ করি, যেভাবে মানুষ পুরাতন পোশাক ত্যাগ করে: "ঘৃণা সহকারে তা ফেলে দাও, আর কখনো তা গ্রহণ কোরো না।"

১. যে সমস্ত পাপ ত্যাগ করা উচিত বা এড়িয়ে চলা উচিত সেগুলো হচ্ছে:-

(১) *নাফরমানী*, যাকে আরও সাধারণভাবে সমস্ত মন্দতার সাথে তুলনা করা যায়, যেমনটা আমরা দেখতে পাই যাকোব ১:২১; ১ করিন্থীয় ৫:৮ পদে। কিন্তু আরও ক্ষুদ্র পরিসরে চিন্তা করলে দুষ্টতা হচ্ছে সেই ক্রোধ বা আক্রোশ যা মূর্খ মানুষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অবস্থান করে। এটি মানুষের মাঝে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এমন একটি অবস্থানে চলে যায় যখন মানুষ এর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে যে কোন মন্দ কাজ করে বসে বা এমন মন্দ কাজ করতে অগ্রসর হয় যা যে অন্য কাউকে মন্দতার পথে নিয়ে আসে।

(২) *ছল*, বা সহজ কথায় ধোঁকাবাজি। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে চাটুকারিতা,

মিথ্যাবাদিতা এবং চাতুরি, যা অন্যের অজ্ঞতা বা দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে করা হয়ে থাকে।

(৩) *কপটতা*। এই শব্দটি দিয়ে সকল প্রকার ভণ্ডামিকে নির্দেশ করা হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে কপটতা হচ্ছে বকধার্মিকতা। পার্থিব চিন্তায় কপটতা বলতে বোঝায় মিথ্যে বন্ধুত্ব। সাধারণত তারাই এমন কপটতা করে থাকে, যারা বড় বড় বিষয়ে প্রশংসা করে কিন্তু তা নিজেরাও বিশ্বাস করে না, এমন সব প্রতিজ্ঞা করে যা তারা কখনোই পূরণ করার ইচ্ছা পোষণ করে না, বা এমন বন্ধুত্ব প্রদর্শন করে যার আড়ালে অন্তরের কুবাসনা নিহিত থাকে।

(৪) *হিংসা*। অন্য কারও ভাল বা মঙ্গল দেখলে দুঃখ পাওয়া, অন্যদের সক্ষমতা, উন্নতি, খ্যাতি বা সফলতা দেখলে ঈর্ষান্বিত হওয়া, এগুলোকেই বলা যায় হিংসা।

(৫) *অপবাদ*, যার অর্থ অন্য কারও বিরুদ্ধে কথা বলা, বা তার সম্পর্কে বাজে কথা বলা ও তাকে অবিশ্বাস করা। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে পেছনে গিয়ে নিন্দা করা, ২ করিন্থীয় ১২:২০; রোমীয় ১:৩০।

২. এখান থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

(১) সর্বোত্তম খ্রীষ্টানদের সবচেয়ে গুরুতর পাপগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকা প্রয়োজন, যেমন অবিশ্বস্ততা, কপটতা, হিংসা, ইত্যাদি। খ্রীষ্টিয়ানরা পবিত্র ও ধার্মিক হলেও তারা যে কোন সময় প্রলোভনে পতিত হতে পারে।

(২) ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সর্বোত্তম পরিচর্যা কখনো শুধুমাত্র তাঁকে সন্তুষ্ট করা ও আমাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য করা উচিত নয়, যদি আমরা মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করি। এখানে যে সমস্ত পাপের কথা বলা হয়েছে সেগুলো মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রদত্ত দশ আজ্ঞার শেষ পাঁচটি আজ্ঞার মধ্যে পড়ে। এগুলোকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, নতুবা আমাদের যেভাবে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা প্রয়োজন সেভাবে আমরা তা গ্রহণ করতে পারব না।

(৩) এখানে বলা হয়েছে সমস্ত দুষ্টতা, সমস্ত ছল – যার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, সামান্য একটি পাপের যদি আমরা ত্যাগ করতে অবহেলা করি, তাহলে তা আমাদের আত্মিক অগ্রগতি ও মঙ্গল সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

(৪) দুষ্টতা, হিংসা, ঘৃণা, কপটতা ও অপবাদ সবই সাধারণত এক সাথে চলে। অপবাদ করার অর্থ হচ্ছে তার অন্তরে অবিশ্বস্ততা ও কপটতা রয়েছে। আর এগুলোর সমস্ত কিছু একত্রিত হয়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের সুফল লাভ করাকে প্রতিহত করে।

খ. প্রেরিত পিতর একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের মত তাদেরকে এই পরামর্শ দিচ্ছেন, যেন তারা তাদের সমস্ত মন্দ স্বভাবগুলোকে পুরোপুরি ত্যাগ করেন এবং সামগ্রিক ধার্মিকতার পথে অগ্রসর হন, যেন তারা এর মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেতে পারেন। এখানে যে দায়িত্বের প্রতি

বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি এক শক্তিশালী ও অনড় আকাঙ্ক্ষা। এখানে সেই বাক্যকে বলা হয়েছে *খাঁটি ও আত্মিক দুধ*। প্রকৃত অর্থে তা হচ্ছে আত্মার খাদ্য, যা আত্মার পুষ্টিবিধান করে ও শক্তিশালী করে তোলে। এই আত্মিক দুধ হতে হবে খাঁটি ও নির্ভেজাল। এতে মানুষের কোন হাতের স্পর্শ থাকবে না, অর্থাৎ মানুষের চিন্তাপ্রসূত কোন বিষয় এর মধ্যে প্রবেশ করবে না, ২ করিন্থীয় ২:১৭। যেভাবে এই খাঁটি আত্মিক দুধ তাদের যাচঞ্ছা করতে হবে সে বিষয়ে বলা হয়েছে: *নবজাত শিশুদের মত*। তিনি তাদের অন্তরে নতুন জন্ম লাভের বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নতুন একটি জীবন লাভের পর প্রয়োজন সুষ্ঠু খাদ্য। তারা আত্মিকভাবে নতুন জন্মপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের অবশ্যই বাক্য স্বরূপ দুধ প্রয়োজন। নবজাতক শিশুদের প্রধান খাদ্য দুধ এবং তারা অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে পেতে চায়। ক্ষুধার এক অদম্য ইন্ধন থেকে তারা এই খাদ্য পেতে চায় এবং তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব প্রচেষ্টা সে চালায়। এভাবেই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য আকাঙ্ক্ষা করা। এই আকাঙ্ক্ষার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে পারে, ২ পিতর ৩:১৮। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সুদৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসাই প্রমাণ দেয় যে, একজন মানুষ নতুন জন্ম লাভ করেছে কি করে নি। নবজাত শিশুদের দুধের জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তেমনি আকাঙ্ক্ষা যদি সেই ব্যক্তির ভেতরে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেই ব্যক্তি নতুন জন্ম লাভ করেছে। এটি খুবই সামান্য একটি প্রমাণ, তথাপি তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. জ্ঞানে ও অনুগ্রহে বৃদ্ধি ও অগ্রগতি লাভ করা প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। আত্মিক সমস্ত মাধ্যমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের উত্তরণ ও অগ্রগতি সাধন করা। ঈশ্বরের বাক্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে তা কখনো মানুষকে ত্যাগ করে না, বরং তার উন্নতি সাধন করে এবং তাকে আরও উত্তম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করে তোলে।

গ. তিনি তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে একটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন: *যদি* বা যেহেতু *তোমরা এমন আস্বাদ পেয়ে থাক যে, প্রভু মঙ্গলময়*, পদ ৩। প্রেরিত পিতর এতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি, বরং তিনি নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, উত্তম খ্রীষ্টিয়ানরা অবশ্যই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার আস্বাদ পেয়েছেন। সেই চিন্তা থেকেই তিনি এই যুক্তি উত্থাপন করেছেন। "তোমাদেরকে অবশ্যই এই মন্দ স্বভাব থেকে দূরে সরে আসতে হবে (পদ ১)। তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। তোমাদেরকে এই বাক্যে বৃদ্ধি পেতে হবে, যেহেতু তোমরা আস্বাদ গ্রহণ করে দেখেছ যে, প্রভু মঙ্গলময়।" এর পরবর্তী পদে নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, এই প্রভু হচ্ছেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের প্রতি অত্যন্ত মঙ্গলময়। তাঁর মঙ্গলময়তা

অপরিসীম। তিনি হতভাগ্য পাপীদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু, উদার ও করুণাময়। যে কোন দয়া পাওয়ার যোগ্য নয় তার কাছে তিনি ক্ষমাশীল ও উত্তম। তাঁর মাঝে রয়েছে অনুগ্রহের পরিপূর্ণতা।

২. আমাদের পরিত্রাণকর্তার মহানুভবতা সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পায় এর অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে। কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই তার নিকটবর্তী হতে হয়। দূর থেকে দেখা, শোনা ও ঘ্রাণ পাওয়া গেলেও, দূর থেকে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। খ্রীষ্টের মঙ্গলময়তার আস্বাদ গ্রহণ করতে গেলে আমাদেরকে বিশ্বাসে তাঁর সাথে এক হতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা তাঁর সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর মঙ্গলময়তা অনুভব করতে পারব ও স্বাদ গ্রহণ করতে পারব। প্রতি দিন আমাদের সকল আত্মিক বিষয়ে, আমাদের ভীতি ও প্রলোভনে, তাঁর বাক্য ও উপাসনায় আমরা তাঁকে অনুভব করতে সক্ষম হব।

৩. ঈশ্বরের সর্বোত্তম পরিচর্যাকারীরা এই পার্থিব জীবনে কেবল খ্রীষ্টের অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। স্বাদ গ্রহণ করা বলতে বোঝায় সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জন করা। তা পরিপূর্ণ তো নয়ই, সন্তোষজনকও নয়। এই জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সান্ত্বনার বিষয়টিও তেমনই।

৪. ঈশ্বরের বাক্য এমন এক মহান মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে তাঁর মহান অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটান ও প্রদান করেন। যারা খাঁটি ও আত্মিক দুধ পান করবে ও জীবনরূপ বাক্য ভোজন করবে, তারা তাঁর অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করবে। তাঁর বাক্য অনুসারে আমাদের জীবন ধারণের মধ্য দিয়ে আমাদের উচিত আরও বেশি করে তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য চেষ্টা করা।

১ পিতর ২:৪-১২ পদ

ক. প্রেরিত পিতর এখানে খ্রীষ্টকে এক জীবন্ত পাথর হিসেবে বর্ণনা দিচ্ছেন। যদিও যিহূদী ভাবধারার সাথে পরিচিত নন এমন মানুষের কাছে এই বর্ণনা বেশ কর্কশ ও অসংলগ্ন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যিহূদীদের কাছে তা অত্যন্ত যুৎসই ও সঙ্গত বলেই মনে হবে। যিহূদী ধর্মের অনেকটা জুড়ে রয়েছে তাদের পবিত্র মন্দির এবং ভাববাদীয় ঢংয়ে তারা খ্রীষ্টকে পাথর বলেই সম্বোধন করে থাকে (যিশাইয় ৮:১৪; ২৮:১৬)।

১. যীশু খ্রীষ্টের এই প্রতীকী বর্ণনায় তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে পাথর বলে, যার মধ্য দিয়ে তাঁর অপরিমেয় শক্তিমত্তা ও চিরন্তন স্থায়িত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তিনিই তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, যে ভিত্তির উপরে তাঁদের নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি এমন এক প্রস্তর যিনি তাদের সকল শত্রুর কাছে বিঘ্নস্বরূপ। তিনিই সেই জীবন্ত পাথর, যাঁর মাঝেই রয়েছে অনন্ত জীবন এবং তিনিই তাঁর সমস্ত লোকদের কাছে জীবনের রাজা। ঈশ্বর ও মানুষের কাছে তাঁর যে খ্যাতি ও সম্মান রয়েছে তা একান্তই আলাদা। তাঁর নিজ জাতির মানুষ যিহূদীদের কাছে ও সার্বিকভাবে সকল মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত ও প্রত্যাখ্যাত

ব্যক্তি। কিন্তু অপরদিকে তিনি ছিলেন মণ্ডলীর ভিত্তি হিসেবে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত, পৃথকীকৃত ও পূর্ব-নির্ধারিত (১ পিতর ১:২০)। তিনি নিজে ছিলেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করেছিল তাদের দৃষ্টিতে একজন মহামূল্য, সর্বোচ্চ সম্মানিত, নির্বাচিত ব্যক্তি। এখানে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে আসার জন্য আমরা বাধ্যগত: *তোমরা তাঁরই কাছে এসো*। কোন সাময়িক অনুপ্রেরণায় নয়, বরং দৃঢ় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে, যে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা প্রথমে তাঁর সাথে সম্মিলিত হয়েছি এবং তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছি। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) যীশু খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত আশা ও সুখের ভিত্তিস্বরূপ পাথর। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব (মথি ১১:২৭)। তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতার কাছে পৌঁছাতে পারি (যোহন ১৪:৬)। তাঁরই মধ্য দিয়ে আমরা সকল আত্মিক দোয়ার অংশীদার হতে পারি (ইফিষীয় ১:৩)।

(২) সাধারণ মানুষ যীশুকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা তাঁকে ঠাট্টা করেছিল, তাঁকে অপছন্দ করেছিল, বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে জানায় ও সাক্ষ্য দেয়, যিশাইয় ৫৩:৩।

(৩) তবে যদিও যীশু এক অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি ছিলেন ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত ও মহামূল্যবান। তাঁকে এই পৃথিবীর তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। তিনিই মণ্ডলীর মস্তক, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের পরিত্রাণকর্তা এবং পৃথিবীর বিচারকর্তা। তিনি তাঁর স্বভাব, তাঁর পদমর্যাদা ও তাঁর দায়িত্ব পালনের মহানুভবতার দিক থেকে অমূল্য।

(৪) যারা এই মহানুভব পরিত্রাণকর্তার কাছ থেকে দয়া প্রার্থনা করে তাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে আসতে হবে, যা আমাদের দায়িত্ব। এই কাজটি ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে সাধিত এবং তা একান্তভাবে আত্মার কাজ, শরীরের কোন কাজ নয়। সত্যিকার আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এই কাজটি করতে হবে, কোন নিষ্ফল ইচ্ছা নিয়ে নয়।

২. খ্রীষ্টকে ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা দেওয়ার পর এখন প্রেরিত পিতর অবকাঠামো সম্পর্কে কথা বলছেন, যা ভিত্তিরূপ খ্রীষ্টের উপরে নির্মাণ করা হয়েছে: *তোমাদের জীবন্ত পাথরের মত আত্মিক গৃহ হিসেবে গেঁথে তোলা যাচ্ছে*, পদ ৫। এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া যিহূদীদের কাছে প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ও বিধান গ্রহণের জন্য আবেদন রাখছেন। তাদের পক্ষে এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল যে, খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কোন জৌলুসপূর্ণ উপাসনাখানা ছিল না, বা কোন প্রথাগত আনুষ্ঠানিক পুরোহিতও ছিলেন না। এর উপাসনার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর এবাদতে বা উৎসর্গ অনুষ্ঠানে ছিল না কোন জাঁকজমক বা আভিজাত্যের ছড়াছড়ি, যা যিহূদীদের মাণ্ডলিক আনুষ্ঠানিকতায় ছিল। এর উত্তর হিসেবে প্রেরিত পিতর বলছেন যে, যিহূদী মণ্ডলীর তুলনায় খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর কাঠামো আরও মহান। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর উপাসনাখানা এক জীবন্ত উপাসনাখানা। তা জড় উপাদান

দিয়ে নয়, বরং জীবন্ত উপকরণ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। খ্রীষ্ট হলেন এই মণ্ডলীর জীবন্ত ভিত্তি প্রস্তর। খ্রীষ্টিয়ানরা হলেন এই মণ্ডলী নির্মাণের জীবন্ত পাথর। তারাই পবিত্র পুরোহিত কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। যদিও তাদের কোন পশু উৎসর্গর মধ্য দিয়ে রক্তপাতের উৎসর্গ প্রয়োজন নেই, তথাপি তাদের আরও ভাল ও আরও গ্রহণযোগ্য কিছু উৎসর্গ করার আছে। তাদের একটি বেদী আছে যার উপরে তারা তাদের উপহার ও দান উৎসর্গ করতে পারেন, কারণ তারা উপস্থাপন করেন আত্মিক উৎসর্গ, যা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে গৃহীত হয়েছে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) প্রত্যেক আন্তরিক মনের খ্রীষ্টানদের মাঝে এক আত্মিক জীবন-যাপনের নীতি কাজ করে, যার প্রেরণা তারা পেয়ে থাকেন খ্রীষ্টের কাছ থেকে। এ কারণে খ্রীষ্টকে জীবন্ত ভিত্তি প্রস্তর বলা হয়েছে এবং খ্রীষ্টানদেরকে বলা হয়েছে জীবন্ত পাথর বলা হয়েছে। তারা আর পাপের কারণে মৃত নন, বরং স্বর্গীয় আত্মার অনুপ্রেরণায় নতুন জন্ম লাভ করে ঈশ্বরতে তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

(২) ঈশ্বরের মণ্ডলী একটি আত্মিক গৃহ। এর ভিত্তি হলেন খ্রীষ্ট, ইফিষীয় ২:২২। এটি এর শক্তিমত্তা, সৌন্দর্য, বিভিন্ন অংশের বৈচিত্র্য ও সামগ্রিক কার্যকারিতার জন্য একটি গৃহ হিসেবে স্বীকৃত। এর আত্মিক ভিত্তি হলেন যীশু খ্রীষ্ট। এর নির্মাণের উপকরণ হলেন আত্মিক ব্যক্তিবর্গ। এর সমস্ত আসবাবপত্র হল পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ। ঈশ্বরের আত্মা ও পরস্পরের সার্বজনীন বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এই গৃহের অবকাঠামো দাঁড়িয়ে আছে।

(৩) সকল উত্তম খ্রীষ্টিয় হলেন একেকজন পবিত্র পুরোহিত। প্রেরিত পিতর এখানে সার্বিক অর্থে সমগ্র খ্রীষ্টিয় সমাজকে পবিত্র পুরোহিতবর্গ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তারা প্রত্যেকেই মনোনীত ব্যক্তি, ঈশ্বরের পবিত্র লোক, অন্যদের কাছে পরিচর্যা দানের যোগ্য, উত্তম স্বর্গীয় দান ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ।

(৪) এই পবিত্র পুরোহিতবর্গ অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে আত্মিক উৎসর্গ উৎসর্গ করবেন। খ্রীষ্টিয়ানরা যে সকল আত্মিক উৎসর্গ উৎসর্গ করতে পারেন তা হচ্ছে তাদের দেহ, আত্মা, অন্তঃকরণ, প্রার্থনা, প্রশংসা, দান ও অন্যান্য দায়িত্ব।

(৫) সবচেয়ে ধার্মিক লোকদের আত্মিক উৎসর্গও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, যদি তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে করা না হয়ে থাকে। তিনিই একমাত্র মহা পুরোহিত, যাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত পরিচর্যা ও সেবাকাজ ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা যেতে পারে। এ কারণে আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছে আমাদের সমস্ত আবেদন আনতে হবে এবং তিনিই তা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেবেন।

খ. পিতর এতক্ষণ খ্রীষ্টকে জীবন্ত পাথর হিসেবে যে সকল কথা বলেছেন, তারই সপক্ষে যিশাইয় ২৮:১৬ পদ থেকে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। পবিত্র শাস্ত্র উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে পিতরের পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি কোন কিতাব, অধ্যায় ও পদের উল্লেখ দেন নি, কারণ এই বিন্যাসগুলো তখনও করা হয় নি। এ কারণে মোশি, দায়ূদ বা ভাববাদীদের নাম উল্লেখ

ছাড়া আরও কোন প্রামাণ্য তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় নি। যদিও গীতসংহিতার একটি মাত্র গানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রেরিত ১৩:৩৩। পবিত্র শাস্ত্রের রচয়িতাগণ উদ্ধৃত করার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্ধৃতি দানের বদলে বিষয়বস্তুর ভাবধারা উদ্ধৃত করার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা এখানে ভাববাদী যিশাইয়ের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। পিতর এখানে সরাসরি উদ্ধৃতি তুলে দেন নি, হিব্রু বা সেপ্টুয়াজিন্ট কোন সংস্করণ থেকেই নয়। তথাপি তা অত্যন্ত ন্যায্য ও প্রকৃত উদ্ধৃতি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। পবিত্র শাস্ত্রের উপযুক্ত অর্থ কেবল পুস্তকের আরেকটি অংশেই সম্পূর্ণ যথার্থভাবে প্রকাশ পেতে পারে। এখানে মুখ্য ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়, কিন্তু অনুবাদকরা তা গৌণ ক্রিয়ায় প্রকাশ করেছেন, যেন এখানে সঠিক ভাবার্থ প্রকাশ পায় এবং আলোচনার গতিপ্রবাহের ভাবধারা ক্ষুন্ন না হয়। এখানে যে উদ্ধৃতিটি দান করা হয়েছে তার মূল ভাবার্থ হচ্ছে, *দেখ, আমি সিয়োনে কোণের এক মনোনীত মহামূল্য পাথর স্থাপন করি*। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. ধর্মের গুরুত্ববহ বিষয়গুলোতে আমাদের অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে পবিত্র শাস্ত্রের সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করতে হবে। খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতরা মোশি, দায়ূদ ও প্রাচীনকালের ভাববাদীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে একমাত্র বিধান যা ঈশ্বর আমাদেরকে দিয়েছেন। এটি এক নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান।

২. ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের সবচেয়ে জোরালোভাবে মনোযোগ দিতে হবে। যোহন ১:২৯ পদে প্রেরিত যোহন মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বলেছেন, *ঐ দেখ*। এই ধরনের সম্বোধনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে খ্রীষ্টের মহত্ত্ব ও বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই সাথে আমাদের অজ্ঞানতাও তাতে প্রকাশ পায়।

৩. যীশু খ্রীষ্টকে মণ্ডলীর মস্তক হিসেবে স্থাপন করাটা ঈশ্বরের এক অসাধারণ কাজ: *আমি সিয়োনে কোণের এক মনোনীত মহামূল্য পাথর স্থাপন করি*। একমাত্র খ্রীষ্টই ঈশ্বরের মণ্ডলীর ভিত্তি ও মস্তক হতে পারেন।

৪. যীশু খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর প্রধান কোণের ভিত্তির পাথর, যা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর আত্মিক ভবনে স্থাপন করেছেন। কোণের পাথর ভবনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকে, ভবনটিকে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যোগায়, এক সাথে ধরে রাখে এবং শোভা বৃদ্ধি করে। এভাবে খ্রীষ্টও তাঁর মণ্ডলীর, তাঁর আত্মিক ভবনের প্রতি দায়িত্ব পালন করে চলছেন।

৫. যীশু খ্রীষ্ট একমাত্র তাদের জন্যই কোণের প্রধান পাথর হিসেবে সহায় ও পরিত্রাণ দেন, যারা তাঁর একান্ত আন্তরিক লোক। তারা সিয়োন ব্যতীত আর কেউ নয়। তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই সিয়োন থেকে আসতে হবে, বাবিল থেকে নয়, তাঁর শত্রুদের মধ্য থেকে নয়।

৬. যীশু খ্রীষ্টের উপরে প্রকৃত বিশ্বাস করা মানুষের দ্বিধা ও সন্দেহ দূর করার একমাত্র উপায়। তিনটি বিষয় মানুষকে মহা দ্বিধার মাঝে ফেলে – হতাশা, পাপ ও বিচার। বিশ্বাস

এর তিনটিকেই প্রতিরোধ করে। প্রতিটির জন্য বিশ্বাসের এক বিশেষ প্রতিকার রয়েছে।

গ. তিনি এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ উপস্থাপন করেছেন, পদ ৭। যীশু খ্রীষ্টকে বলা হয়েছে কোণের প্রধান পাথর। এর মধ্য দিয়ে প্রেরিত পিতর ধার্মিক লোকদের প্রতি বক্তব্য রেখেছেন, "এ কারণে তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করবে তারা অমূল্য, বা তারা সম্মানের পাত্র। খ্রীষ্ট হলেন খ্রীষ্টিয় মুকুট ও সম্মান। তোমরা যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে তারা কখনো তাঁর কারণে লজ্জিত হবে না, কারণ তোমরা চিরকাল তাঁকে নিয়ে গর্ব করবে এবং তাঁর কারণে মহিমান্বিত হবে।" দুষ্ট ও অবাধ্য মানুষেরা যীশু খ্রীষ্টকে চিরকাল অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানই করে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতই প্রতিবন্ধকতা থাকুক না কেন, খ্রীষ্টকে তিনি চিরকাল মণ্ডলীর মস্তক ও কোণের প্রধান পাথর হিসেবে স্থাপন করে রাখবেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. পবিত্র শাস্ত্রের পরিভাষায় যা কিছু বর্ণিত থাকে তার প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে। প্রেরিত পিতর এখানে ভাববাদীদের সাক্ষ্য থেকে বক্তব্য উত্থাপন করেছেন। ভাববাদী যিশাইয় হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঠিক এই কথাটিই বলেন নি, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তার উপযুক্ত অন্তর্নিহিত ভাবার্থই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের পরিত্রাণকর্তা সকলকে পবিত্র শাস্ত্র অনুসন্ধান করার আহ্বান জানিয়েছেন, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে তাঁর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। তথাপি এই পবিত্র শাস্ত্রে এমন কোন স্থান নেই যেখানে সরাসরি বলা হয়েছে যে, নাসরতীয় যীশুই হলেন খ্রীষ্ট। তথাপি পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে বলে যে, তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন, যিহূদা থেকে রাজদণ্ড চলে যাওয়ার আগে, দ্বিতীয় মন্দিরের সময়ে ও দানিয়ালের সত্তর সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর খ্রীষ্ট আসবেন। আর তিনিই ছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে অবশ্যই একজন মানুষকে যুক্তি, ইতিহাস, প্রত্যক্ষদর্শিতা, অভিজ্ঞতার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে এবং তথাপি এই পবিত্র শাস্ত্র অতি অব্যর্থ। পুস্তকে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত একান্ত সত্য ও অপরিবর্তনীয়।

২. একজন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীর কাজ হচ্ছে তার শ্রোতাদের বিভিন্ন অবস্থান ও ক্ষেত্র অনুসারে সার্বজনীন সত্যটিকে প্রকাশ ও প্রয়োগ করা। প্রেরিত পিতর ভাববাদীদের পুস্তক থেকে একটি অংশের উদ্ধৃতি দিয়েছেন (পদ ৬) এবং সেটিকে একাধিকবার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকে প্রয়োগ করেছেন। এই কাজ করার জন্য প্রয়োজন প্রজ্ঞা, সাহস ও বিশুদ্ধতা। তবে শ্রোতাদের জন্য তা অত্যন্ত সুফলজনক।

৩. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সকল বিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত মুল্যবান। তাঁর ব্যক্তিত্বের মহত্ব ও আভিজাত্য, তাঁর পদমর্যাদার সম্মাননা, তাদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাঁর অভূতপূর্ব কাজ, তাঁর অপরিমেয় ভালবাসা – সব কিছুই বিশ্বাসীদেরকে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা দান করার জন্য বাধিত করে।

৪. অবাধ্য লোকদের সত্যিকার কোন বিশ্বাস নেই। এখানে অবাধ্য লোক বলতে বোঝানো হয়েছে তাদেরকে যারা অনমনীয়, সন্দেহবাদী ও অনুশোচনাহীন। তাদের হয়তোবা কোন

কোন বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকতেও পারে, কিন্তু তাদের প্রকৃত ভিত্তিগত কোন বিশ্বাস নেই।

৫. যারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর নির্মাণকারী হতে চান তারা অনেক সময় পৃথিবীতে খ্রীষ্টের সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হন। পুরাতন নিয়মে ভণ্ড ভাববাদীরাই ঈশ্বরের লোকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করেছিল। আর নতুন নিয়মের যুগে খ্রীষ্ট সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা ও বর্বরতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যাদের কাছ থেকে, তারা ছিল ধর্ম শিক্ষক, ফরীশী, মহাপুরোহিত এবং সেই সমস্ত লোক, যারা মণ্ডলীর নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে ভান করত। এখন পর্যন্ত রোমের পোপতন্ত্র এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর রাজ্য বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

৬. ঈশ্বর নিজে তাঁর কাজ সম্পন্ন করবেন এবং পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্টের স্বার্থ রক্ষায় সহায়তা দেবেন। কোন মিথ্যাবাদী বন্ধু বা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুও তাঁর এই অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারবে না।

ঘ. প্রেরিত পিতর এখনও পাথরের সাথে প্রতীকী অর্থে তুলনা করে বক্তব্য রাখছেন, পদ ৮। এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে যিশাইয় ৮:১৩,১৪ পদ থেকে: *বাহিনীগণের সদাপ্রভুকেই পবিত্র বলে মান . . . তিনি এমন পাথর হবেন যাতে লোকে উচোট খায়* ও *এমন পাষাণ হবেন যাতে লোকে বাধা পেয়ে পড়ে যায়*। এখানে এটি সুস্পষ্ট যে, যীশু খ্রীষ্ট হলেন প্রভুদের প্রভু এবং তিনিই সর্বশক্তিমান সদাপ্রভু। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. নির্মাতারা, মহাপুরোহিতরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। সে কারণে খ্রীষ্ট হয়ে উঠেছিলেন ধর্মীয় নেতাদের কাছে উচোট খাওয়ার মত পাথর এবং বাধা পাওয়ার মত পাষাণ। সেই পাথরে উচোট খেয়ে তারা আঘাত পেয়েছিল। পরিবর্তে খ্রীষ্ট নিজে তাদের উপরে বৃহৎ প্রস্তরের মত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলেন (মথি ২১:৪৪): *এই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু এই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে*। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) যারা যারা অবাধ্য তারা সকলেই ঈশ্বরের বাক্যকে বাধাস্বরূপ বলে মনে করে: *বাক্যের অবাধ্য হওয়াতে তারা মনে বাধা পায়*। তারা খ্রীষ্টকেই বাধা বলে মনে করে। তাঁর শিক্ষা ও তাঁর অন্তরের খাঁটি ভাব তাদের কাছে বাধাজনক বলে মনে হয়। তবে যিহূদী ধর্মীয় নেতারা তাঁর যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছিল তা হচ্ছে তাঁর বাহ্যিক চেহারা ও পরিচ্ছদ এবং ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক গণিত হওয়ার একমাত্র উপায় হিসেবে কেবল তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়টি। তারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধার্মিক গণিত হওয়ার বিষয়টি গ্রহণ করতে পারে নি, কারণ তারা ব্যবস্থার বিধানে বিশ্বাসী ছিল। এ কারণেই তারা পাথরে উচোট খেয়েছিল, রোমীয় ৯:৩২।

(২) যে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের পরিত্রাণের রূপকার, তিনিই অন্যদের কাছে পাপ ও

ধ্বংসস্বরূপ। তিনি উত্থিত হবেন এবং ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ঘটাবেন। তিনি তাদের পাপের উপযুক্ত শাস্তি তাদেরকে দেবেন। তাদের নিজেদের অবাধ্যতাই তাদেরকে বাধা দেবে এবং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে প্ররোচিত করবে। এ কারণে তিনি বিচারক হয়ে তাদের ধ্বংস সাধন করবেন। যারা তাঁকে একজন পরিত্রাণকর্তা হিসেবে প্রত্যাখ্যান করবে তিনি তাদের উপরে পাথর হয়ে পড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবেন।

(৩) ঈশ্বর নিজে তাদের চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দেবেন, যারা অবাধ্য হয়ে বাক্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যারা তাদের অধার্মিকতা থেকে সরে আসে না এবং সুসমাচারের আলোতে পথ চলে না, তারা সকলে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই জানেন এই সমস্ত লোক কারা।

(৪) খ্রীষ্টকে সমস্ত যিহূদীরা সার্বিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সকল যুগেই প্রচুর সংখ্যক মানুষ তাঁকে অবজ্ঞা করেছে। তথাপি ঈশ্বর আমাদের প্রতি ভালবাসা ও খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকেন নি। ভাববাদীরা বহু আগেই এই সকল কথা বলেছিলেন এবং এটি পবিত্র শাস্ত্র ও খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তা।

২. যারা তাঁকে গ্রহণ করেছিল তারা ছিল অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, পদ ৯। যিহূদীরা তাদের পূর্ববর্তী অধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিল, কারণ ঈশ্বরের একমাত্র জাতি হওয়ায় তারা তাঁর সাথে এক বিশেষ বন্ধনে সংযুক্ত ছিল এবং তারা বাকি পৃথিবী থেকে পৃথক ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল এই, "যদি আমরা সুসমাচারের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, তাহলে আমরা এই সমস্ত অধিকার ও সুযোগ হারাব এবং আমরা অযিহূদীদের সমপর্যায়ের হয়ে পড়ব।"

(১) এই প্রতিবন্ধকতার বিপরীতে প্রেরিত পিতর উত্তর দিয়েছেন যে, যদি তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ না করে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে (পদ ৭,৮), কিন্তু যদি তারা নিজেদেরকে সমর্পণ করে তাহলে তারা আসলে কোন অধিকারই হারাবে না, বরং তারা তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে। তারা একটি মনোনীত জাতি হিসেবে উত্তরাধিকার ও রাজকীয় পুরোহিত কাজের অধিকার লাভ করবে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] সকল প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হলেন মনোনীত জাতির সদস্য। তারা প্রত্যেকে মিলে এক জাতি গঠন করেন। পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে আগত যে জাতির মানুষই হোন না কেন, তার চিন্তা-চেতনা, নীতি ও আচরণ যেমনই হোক না কেন, তারা কখনোই খ্রীষ্টিয় হয়ে উঠতে পারতেন না যদি তারা যীশু খ্রীষ্টতে মনোনীত না হতেন এবং তাঁর আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত না হতেন।

[২] খ্রীষ্টের সকল প্রকৃত পরিচর্যাকারী হলেন একেকজন রাজকীয় পুরোহিত। ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং ঈশ্বরতে নিজেদের ও অন্যদের উপরে তাদের ক্ষমতার দিক থেকে তারা রাজকীয়। তারা আত্মায় ও অন্তরে ছিলেন পবিত্র। তারা ছিলেন পাপ

থেকে বিচ্ছিন্ন, ঈশ্বরের উদ্দেশে বিশেষভাবে পৃথককৃত। তারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিলেন।

[৩] সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাদের নৃতাত্ত্বিক জাতিগত ভেদাভেদ নির্বিশেষে একক পবিত্র জাতি গঠন করে। তারা একটি মাত্র একক জাতি, যাদেরকে একটি মাত্র নেতৃত্বের অধীনে সংগৃহীত করা হয়েছে, যারা একই ধরন ও প্রথা অনুসারে চলে এবং একই আইন ও বিধানের অধীনে অবস্থান করে। তারা এক পবিত্র জাতি, কারণ তারা ঈশ্বরের কাছে পবিত্রীকৃত ও নিবেদিত। তারা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা কর্তৃক নতুনীকৃত ও পবিত্রীকৃত হয়েছে।

[৪] ঈশ্বরের বিশেষ জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা খ্রীষ্টের দাসদের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক এক বিষয়। তারা তাঁর বিশেষ মনোনয়ন, নির্বাচন, যত্নের ও আনন্দের পাত্র। সকল প্রকৃত খ্রীষ্টানের জীবনেই এই চারটি সম্মান স্বভাবগতভাবে আসে না; কারণ তাদের প্রথম জীবন ছিল ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাদেরকে কার্যকরভাবে অন্ধকারপূর্ণ অবস্থান থেকে এক অভূতপূর্ব আলো, আনন্দ, সন্তুষ্টি ও সমৃদ্ধির অবস্থানে নিয়ে আসা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাদের অবশ্যই কাজের ও কথার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি প্রশংসা ও সম্মান প্রকাশ করা উচিত, যিনি তাদেরকে আহ্বান করেছেন।

(২) এই লোকেরা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে যে মহা দয়া ও সম্মান লাভ করেছে তার প্রতি তাদেরকে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ করে তোলার জন্য প্রেরিত পিতর বিশেষভাবে তাদেরকে তাদের পুরাতন জীবনের সাথে তাদের বর্তমান জীবনের তুলনা করার আহ্বান জানাচ্ছেন। এমন এক সময় ছিল যখন তারা কোন জাতি ছিল না, কিংবা তাদের উপরে কোন করুণা বর্ষিত হয় নি, কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং তারা ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত ছিল (যিরমিয় ৩:৮; হোশেয় ১:৬,৯)। কিন্তু এখন তাদেরকে আবারও ঈশ্বরের জাতি হওয়ার জন্য ও তাঁর করুণা লাভ করার জন্য ডেকে নেওয়া হয়েছে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] ভালো মানুষেরা সব সময়ই পিছনে ফিরে দেখবে যে, তারা অতীতে কেমন ছিল।

[২] ঈশ্বরের লোকেরা এই পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ব্যক্তি। বাদবাকি সমস্ত লোকেদের মধ্যে পবিত্রতা ও উত্তমতা নেই বললেই চলে।

[৩] ঈশ্বরের জাতির লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা অত্যন্ত মহা দয়ার বিষয় এবং তা মানুষ অর্জন করতে পারে।

৬. পিতর তাঁর পাঠকদেরকে মাংসিক কামনা-বাসনা সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন, পদ **১১**। যারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, যারা ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জাতি, ঈশ্বরের নিজের লোক, তাদেরকেও সবচেয়ে গুরুতর পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাই প্রেরিত পিতর এখানে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও স্নেহের সাথে তাদেরকে সতর্ক

করে দিচ্ছেন। এই দায়িত্বের জটিলতা ও গুরুত্ব মাথায় রেখে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদেরকে বলছেন: *প্রিয়তমেরা আমি নিবেদন করি*। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দৈহিক কামনার প্রথম উদগীরণকেই সম্পূর্ণভাবে দমিয়ে ফেলা। এ ধরনের কামনা-বাসনার মধ্যে অনেকগুলোরই উৎপত্তি হয় স্বভাবগত মন্দতা থেকে এবং আমাদের দেহের আশ্রয়ে সেগুলোকে বৃদ্ধি দান করতে দিয়ে, যা আমাদের ভেতরে ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। সকল খ্রীষ্টানদের উচিত এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে এ ধরনের অভ্যাস এড়িয়ে চলা:-

১. ঈশ্বর ও ভালো মানুষের কাছে তাদের যে সম্মান রয়েছে: তারা হলেন প্রিয়তম লোক।

২. এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান: তারা বিদেশী ও প্রবাসী এবং তারা যে দেশে অবস্থান করছে কখনোই সেই দেশের অধিবাসীদের মত মন্দতা ও অভিলাষের অভ্যাস তাদের গড়ে তোলা উচিত নয়।

৩. এই সকল পাপ যে ধরনের ভ্রান্তি ও পাপের আশঙ্কার জন্ম দেয়: "সেগুলো আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; আর সেই কারণে তোমাদের আত্মাকে সেগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করতে হবে।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) পাপ মানুষের সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করে তা হচ্ছে, তা মানুষের আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এটি মানুষের নৈতিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এটি আত্মার সকল ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিয়ে আত্মাকে দুর্বল করে ফেলে। এটি আত্মার শান্তি ও সান্ত্বনা কেড়ে নেয়। এটি আত্মার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে এবং তা বর্তমান উন্নতিকে বাধাপ্রাপ্ত করে, সব দিক থেকে দুর্দশায় ফেলে।

(২) সকল প্রকার পাপের ভেতরে অন্য আর কোন কিছুই মাংসিক পাপ-স্বভাবের মত ক্ষতিকর নয়। জৈবিক ক্ষুধা, লাম্পট্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত এবং তা মানুষের আত্মার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এর মধ্য দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয় মহা বিচার।

চ. তিনি তাদেরকে সততার সাথে তাদের জীবন পথে চলার জন্য উৎসাহিত করছেন। প্রতিটি চলায়, কথায় ও তাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজে তাদেরকে অবশ্যই সৎ থাকতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে ভাল, ভালবাসায় পূর্ণ, নির্দোষ ও অনিন্দনীয় হতে হবে। আর যেহেতু তারা অযিহূদীদের মধ্যে অবস্থান করে, যারা তাদের আত্মার জন্য চরম শত্রুভাবাপন্ন, সে কারণে তাদেরকে সব সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোনভাবে তারা তাদের আত্মার ক্ষতি সাধন করতে না পারে। "একটি পরিষ্কার, শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন-যাপন প্রণালী শুধু তাদের মুখই বন্ধ করবে না, সেই সাথে তা হয়তোবা তাদেরকে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্য দিয়ে ভাল কাজ ও পবিত্রতার উন্মেষ ঘটাবে। তারা অবশ্যই তোমাদের দিকে ফিরবে, যখন তারা তোমাদের ভাল কাজগুলো দেখবে। এমন এক দিন আসছে, যে দিন ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর বাক্য ও তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা অনুশোচনা ও মন পবির্তনের জন্য আহ্বান জানাবেন। তখন তারা ঈশ্বরের গৌরব করবে

এবং তারা তোমাদেরকে প্রশংসিত করবে তোমাদের উত্তম জীবনাচারণের জন্য, লূক ১:৬৮। যখন সুসমাচার তাদের মধ্যে আসবে ও প্রভাব ফেলবে, তখন একটি ভাল জীবনাচরণ তাদেরকে উৎসাহিত করবে, কিন্তু মন্দ জীবনাচরণ তাদেরকে আরও মন্দতার পথে ঠেলে দেবে।” লক্ষ্য করুন:-

১. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই সৎ জীবন যাপন করতে হবে, ফিলিপীয় ৪:৮।

২. সবচেয়ে ভাল খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে পৃথিবীর মন্দ মানুষেরা মন্দ কথা বলতে এটাই স্বাভাবিক।

৩. যারা আগে মন্দতার পথে চলত তারা যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ উপস্থিতির অধীনে আসে, তখন তারা মুহূর্তেই ভাল মানুষদের সম্পর্কে তাদের আগেকার সমস্ত ভুল ধারণা পরিবর্তন করে ফেলে, ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে এবং আগে যাদেরকে তারা ভর্ৎসনা করত তাদেরকে প্রশংসা করে।

১ পিতর ২:১৩-২৫ পদ

খ্রীষ্টান জীবন যাপনের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে অবশ্যই সৎ থাকতে হবে। যদি খ্রীষ্টিয় জীবনের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করা না হয় তাহলে এই সততা অবলম্বন করা যাবে না। এ কারণে প্রেরিত বিশেষভাবে প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমাদেরকে আলাদা করে নির্দেশনা দিচ্ছেন।

ক. বিষয়গুলোর প্রেক্ষাপট। খ্রীষ্টিয়ানরা কেবল তাদের ধর্মীয় জীবনাচরণের জন্যই সুপরিচিত ছিলেন, সেই সাথে তারা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সাধনকারী হিসেবেও বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সে কারণে প্রেরিত পিতর তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের আইনের প্রতি বিশেষভাবে বাধ্য হওয়া ও অনুসরণ করে চলার জন্য কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন।

১. খ্রীষ্টানদের যে দায়িত্ব পালন করতে হবে তা হচ্ছে আনুগত্য। তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রের আইন ও বিধান, এবং আইনগত বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্যতা প্রদর্শন করতে হবে।

২. যে সকল ব্যক্তি বা যে বিষয়ের প্রতি এই বাধ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(১) সাধারণ অর্থে: মানুষের প্রতিটি বিধান। শাসকত্ব অবশ্যই ঈশ্বরের অধিকার। কিন্তু বিশেষ সরকার ব্যবস্থা, ক্ষমতাসীন শাসক এবং বিচার সাধনকারী ব্যক্তি মানবীয় পরিচালনার অধীন এবং প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের শাসক ও বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকটি দেশেরই সাধারণ নিয়ম বা রীতি হচ্ছে এই সকল নিয়ম অনুসরণ করে চলা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা।

(২) বিশেষ অর্থে: সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে শাসনকর্তার প্রতি। তিনি একটি

রাষ্ট্রের সর্ব প্রথম ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। একজন শাসনকর্তাকে অবশ্যই আইনগতভাবে স্বীকৃত হতে হবে, তিনি স্বৈরাচারী হলে চলবে না। সেই সাথে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত যে সকল শাসক, উপ-শাসক, আঞ্চলিক শাসক রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতিও একইভাবে আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রদর্শন করতে হবে।

৩. এই দায়িত্বগুলো কেন আমাদের অবশ্যই পালন করা উচিত তার তিনটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে:

(১) প্রভুর জন্য, যিনি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য মানবীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। তিনি এই শাসনব্যবস্থার প্রতি মানুষকে অনুগত ও বাধ্য হতে আদেশ দিয়েছেন (রোমীয় ১৩ অধ্যায়)। এই সকল শাসকদের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আমরা প্রভুকেই সম্মানিত করি।

(২) শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, আর তা হচ্ছে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া এবং যারা ভাল কাজ করে তাদের প্রশংসা করা ও উৎসাহ দেওয়া। তাদেরকে সমাজের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য যেখানে সাধন হবে না, সেখানে তা সাংগঠনিক কাঠামোর ত্রুটি নয়, বরং যারা সেই দায়িত্ব পালন করছে তাদের অক্ষমতা বলে ধরে নিতে হবে।

[১] প্রকৃত ধর্ম নাগরিক শাসন ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বড় সহায়। এর জন্য দরকার হয় প্রভুর অনুগ্রহ এবং আমাদের বিবেকের সুবিবেচনা।

[২] পৃথিবীতে যত বিচার ও শাস্তিই দেওয়া হোক এবং যত বিচারপতিই আসুক না কেন, অপরাধীদেরকে কখনো শতভাগ নির্মূল করা সম্ভব নয়।

[৩] মন্দ কাজ ও ভাল কাজ দুটোরই সুবিচার ও যথাযোগ্য প্রতিফল দানের মধ্য দিয়ে একজন শাসনকর্তা বা বিচারক তার দায়িত্ব সবচেয়ে ভালভাবে পালন করতে পারেন এবং এই পৃথিবীয় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন।

(৩) শাসনকর্তারা মন্দ হলেও কেন তাদের প্রতি খ্রীষ্টানদের আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত এর আরেকটি কারণ হল এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সেই সাথে তাদের দায়িত্ব। তাছাড়া এর মধ্য দিয়েই অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষের মন্দতাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব, পদ ১৫। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] ঈশ্বরের ইচ্ছা হচ্ছে, একজন ভাল মানুষ যেন যে কোন মূল্যে তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন।

[২] শাসনকর্তাদের প্রতি বাধ্যতা খ্রীষ্টানদের দায়িত্বের একটি অংশ: এ কারণেই তা ঈশ্বরের ইচ্ছা।

[৩] খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত তাদের সমস্ত আচরণে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন

সবচেয়ে অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরাও তাদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অবমাননাকর উক্তি করার সুযোগ না পায়।

[৪] যারা ধর্ম ও ধার্মিক মানুষদের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা একান্তভাবে অজ্ঞ ও মূর্খ।

(৪) তিনি তাদেরকে খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার আত্মিক স্বভাব সম্পর্কে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। যিহূদীরা দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৫ পদের ভাষ্য অনুসারে মনে করে যে, তারা কোন শাসনকর্তার কর্তৃত্বের অধীনস্থ হওয়ার জন্য বাধ্য নয় এবং তাদের তাদের নিজেদের ভাইদের মধ্য থেকে আলাদা করে তুলে নেওয়া হয়েছে; এবং যিহূদী থেকে মন পরিবর্তনকারী খ্রীষ্টিয়ানরা যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে যে কোন অধীনতা থেকে মুক্ত। তাদের এই ভুল ধারণ দূর করার জন্য প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টানদেরকে বলেছেন যে, তারা অবশ্যই মুক্ত, কিন্তু কী থেকে মুক্ত? ঈশ্বরের বিধানের প্রতি দায়িত্ব বা বাধ্যতা থেকে নয়, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রীয় শাসনকর্তাদের প্রতি অনুগত হওয়া। তারা পাপ ও শয়তানের বন্দীত্ব থেকে আত্মিকভাবে মুক্ত হয়েছে এবং ব্যবস্থী আইন থেকেও মুক্ত হয়েছে; কিন্তু তাদের কোন মতেই এই খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতাকে তাদের অপরাধ বা পাপ আচ্ছাদন করার জন্য আবরণ হিসেবে ব্যবহার করলে চলবে না, কিংবা ঈশ্বরের প্রতি বা তাদের নাগরিক উর্ধ্বতন শাসনকর্তাদের প্রতি দায়িত্ব অবহেলা করলে চলবে না। তাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, তারা ঈশ্বরের দাস। এখানে দেখুন:-

[১] খ্রীষ্টের সকল পরিচারক হলেন মুক্ত মানুষ (যোহন ৮:৩৬)। তারা শয়তানের অধীনতা, ব্যবস্থার অভিযুক্ততা, ঈশ্বরের ক্রোধ, দায়িত্বের অসচ্ছন্দ ও মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে মুক্ত।

[২] যীশু খ্রীষ্টের দাসদেরকে অবশ্যই খুব সাবধান হতে হবে যেন তারা কোনভাবেই তাদের খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন। ঈশ্বর বিরুদ্ধে মন্দতা বা উর্ধ্বতন শাসকদের বিপক্ষে অবাধ্যতার জন্য কোন ধরনের আচ্ছাদন হিসেবে এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করা চলবে না।

৪. অধীনস্থ হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রেরিত পিতর চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন:-

(১) সব মানুষকে সম্মান করা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। গরীবদেরকে তুচ্ছ করা যাবে না, হিতোপদেশ ১৭:৫। দুষ্টদেরকে তাদের দুষ্টতার জন্য অপছন্দ করলেও তাদের অন্যান্য গুণাবলীর জন্য তাদেরকে সম্মান করতে হবে, যেমন বুদ্ধি, জ্ঞান, সাহস, উচ্চ পদে অবস্থান, কিংবা বংশ মর্যাদা। ইব্রাহিম, যাকোব, শামুয়েল, নবীগণ ও প্রেরিতগণ কখনো মন্দ মানুষদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে বিরত থাকেন নি।

(২) ভাইদেরকে ভালবাসা। সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী একে অপরের ভাই। আমরা খ্রীষ্টিয়ানরা সকলে এক মস্তকরূপ খ্রীষ্টের এক দেহের অধীনে পরস্পর সংযুক্ত। আমাদের প্রত্যেকে সম

মর্যাদা ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে আমাদের প্রত্যেকের একে অপরের প্রতি নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে এবং আমরা সকলে একই গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করছি। এ কারণে আমাদের প্রত্যেকের প্রতি সম পরিমাণ ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

(৩) সর্বোচ্চ সম্মান, দায়িত্ব ও আনুগত্য সহকারে ঈশ্বরকে ভয় করা। যদি এই ভীতির অভাব আমাদের ভেতরে থাকে তাহলে আমরা কোনভাবেই আমাদের খ্রীষ্টিয় দায়িত্বগুলো পালন করতে পারব না।

(৪) অন্যান্য মানুষের চেয়ে রাষ্ট্রীয় শাসকের সম্মান বেশি বলে তাকে মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করতে হবে।

খ. অন্যান্য মানুষদের অধিকার ও দায়িত্বের উল্লেখ করার পাশাপাশি তৎকালীন ক্রীতদাসদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কেও কথা বলা প্রয়োজন বলে প্রেরিত পিতর মনে করেছেন, কারণ তারা মনে করত যে, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা তাদেরকে তাদের অবিশ্বসী ও নিষ্ঠুর মনিবদের হাত থেকে মুক্তি দেবে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে পিতর উত্তর দিয়েছেন, দাসেরা, তোমরা বশীভূত হও, পদ ১৮। এখানে দাস বলতে তিনি তাদেরকে বুঝিয়েছেন, যাদেরকে টাকা দিয়ে কিনে ক্রীতদাস করা হয়েছে, বা যাদেরকে ভাড়া করে মজুর হিসেবে আনা হয়েছে, বা যুদ্ধে বন্দী হিসেবে আনা হয়েছে, বা ক্রীতদাস হিসেবেই কোন মনিবের ঘরে জন্ম নিয়েছে, বা কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

১. তিনি তাদেরকে অধীনস্থ হওয়া, তাদের কাজগুলো বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে করা, অধীনস্থ হিসেবে নিজ অবস্থানে থেকে যথাযথ আচরণ করা, উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং ধৈর্য সহকারে পরিশ্রম করার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন। তারা তাদের মনিবের অধীনস্থ এবং তাদের কাছ থেকে মনিবের সেবা পাওয়ার অধিকার আছে। শুধুমাত্র ভাল ও ভদ্র মনিবদের প্রতি নয়, বরং একই সাথে যে সমস্ত মনিব কর্কশ আচরণ করেন ও যাদেরকে সন্তুষ্ট করা খুব কঠিন তাদের প্রতিও একইভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) দাসদের অবশ্যই তাদের মনিবদের প্রতি অনুগত হতে হবে এবং কোনভাবেই যেন মনিবরা অসন্তুষ্ট না হন সেভাবে আচরণ করতে হবে।

(২) পাপপূর্ণ কোন ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করে পাপ করা যাবে না। মনিব পাপী ও মন্দ হলেও দাসকে বিশ্বস্তভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(৩) ভাল মানুষেরা তাদের দাস ও অধস্তনদের প্রতি নম্র ও ভদ্র আচরণ করেন। আমাদের ঈশ্বরভক্ত প্রেরিত পিতর হতভাগ্য দাসদের আত্মার প্রতি যেমন তার ভালবাসা ও চিন্তা প্রকাশ করেছেন, তেমনি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের জন্যও তিনি একইভাবে চিন্তা করেছেন। এ কারণে সকল খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারীদের উচিত তাঁকে অনুকরণ করা এবং ছোট বড় সকল

মানুষের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে শেখা।

২. তাদেরকে অধীনস্থ ও বশীভূত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে এখন তিনি এর কারণগুলো তাদেরকে ব্যাখ্যা করছেন।

(১) যদি তারা তাদের সমস্ত পরিশ্রমের মধ্যে, বিশেষ করে যখন তারা অন্যায্যভাবে কষ্ট ভোগ করে এবং তাদের মনিবের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে থাকে, তখন যদি তারা ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে তাদের কাজ ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের সকল দুঃখ-কষ্টের উপযুক্ত প্রতিফল তিনি তাদেরকে দেবেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ন্যায্যভাবে শাস্তি দেওয়া হবে তখন ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব নেই। কারণ কেউ যদি ঈশ্বরের উদ্দেশে বিবেক অনুযায়ী অন্যায় ভোগ করে দুঃখ সহ্য করে, তবে তা-ই সাধুবাদের বিষয়, পদ ১৯,২০। এখান থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

[১] একজন মানুষের কাজ যত ছোটই হোক না কেন, তা বিশ্বস্তভাবে করার মধ্য দিয়েও ঈশ্বরের গৌরব করা যেতে পারে।

[২] যারা তাদের কাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সৎ তারাই অনেক সময় সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে। ঈশ্বরের প্রতি সৎ বিবেকের কারণে তারা দুঃখ ভোগ করে। তারা ভাল কাজও করে আবার কষ্টও ভোগ করে। কিন্তু এই ধরনের কষ্টভোগকারীরা প্রকৃত অর্থেই প্রশংসার দাবীদার, কারণ তারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে এবং তা ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হয়। এটাই তাদের কাজের সাফল্য ও সন্তুষ্টি।

[৩] যে কষ্ট প্রত্যাশিত তা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে: যদি পাপ করে মার খাও তবে তোমাদের অবশ্যই তা সহ্য করতে হবে। এই পৃথিবীর কষ্টভোগ সব সময় আমাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য সহায়ক হয় না। যদি সন্তানেরা বা দাসেরা অবাধ্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয় এবং তার জন্য শাস্তি পায়, তাহলে সেই শাস্তিভোগ কোন প্রশংসার বিষয় হতে পারে না ও তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্যও হবে না।

(২) খ্রীষ্টিয় দাসদেরকে অন্যায্য কষ্টভোগের মধ্যেও ধৈর্য ধারণের জন্য উৎসাহিত করার জন্য আরও কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, পদ ২১।

[১] তাদের খ্রীষ্টিয় আহ্বান ও জীবনঃ এর জন্যই তোমাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

[২] যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত, যিনি আমাদের সকলের জন্য দুঃখভোগ করেছেন এবং আমাদের সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছেন, যেন আমরা সকলে তাঁকে অনুকরণ করি। তাঁর কাছ থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

প্রথমত, উত্তম খ্রীষ্টিয়ানরা এমন মানুষ যাদেরকে দুঃখভোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং সে কারণে তাদের অবশ্যই দুঃখভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। খ্রীষ্টিয় হওয়ার কারণে তারা যে কোন ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ করার জন্য ও নিজ ক্রুশ কাঁধে

তুলে নিয়ে বহন করার জন্য দায়বদ্ধ। যীশু খ্রীষ্টের আদেশে, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের অনুমোদনে ও স্বর্গীয় অনুগ্রহের প্রস্তুতি সাপেক্ষে তাদেরকে এই জীবন যাপনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পিতা আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেন নি। বরং যাকে পিতা পবিত্র করেছেন, এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, সেই পুত্রই মৃত্যুবরণ করেছেন। যীশু খ্রীষ্টের দেহ ও আত্মা উভয়ই দুঃখভোগ করেছে। আমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি নিজে দুঃখভোগ করেছেন, পদ ২৪।

তৃতীয়ত, এই পৃথিবীতে জীবন যাপনকালে আমরা যত অন্যায্য ও নিষ্ঠুর দুঃখভোগের সম্মুখীনই হই না কেন, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কথা চিন্তা করে আমাদের ধৈর্য ধারণ করে তা সহ্য করা উচিত। তিনি স্বেচ্ছায়, একান্তভাবে প্রস্তুতি সহকারে, ধৈর্য সহকারে, সমস্ত দিক থেকে আমাদের জন্য দুঃখভোগ করেছেন, তার নিজের জন্য নয়। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জন্য এই দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেছেন। আমরাই কি সেই পাপী নই, যাদের যাদের আসলে খ্রীষ্টের মত সেই যন্ত্রণা, দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করার কথা?

৩. খ্রীষ্টের অধীনস্থতা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে: খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করলেন।

(১) অন্যায়ভাবে এবং কোন কারণ ছাড়াই; কারণ তিনি আসলে কোন পাপ করেন নি, পদ ২২। তিনি কোন সহিংস আচরণ, কোন অবিচার বা কারও প্রতি কোন অন্যায় করেন নি। তিনি কখনো কোন ধরনের মন্দ কাজ করেন নি। তিনি কখনো তার মুখে, কথায় ও কাজে ও কোন দোষ করেন নি (যিশাইয় ৫৩:৯), বরং তিনি সব সময়ই ছিলেন একান্তভাবে আন্তরিক, ন্যায্য ও পবিত্র।

(২) ধৈর্য সহকারে: তিনি অপমানিত হলে প্রতিউত্তরে অ বিশ্বাস করতেন না, পদ ২৩। যখন লোকেরা তার বিরুদ্ধে কুফরী করেছিল, তাকে নিয়ে উপহাস করছিল, তাকে গালাগাল দিয়েছিল, তিনি সে সময় নির্বাক হয়ে ছিলেন। কোন উত্তর দেন নি। যখন তারা তাকে সরাসরি আঘাত করতে শুরু করল, রক্তাক্ত করতে লাগল এবং তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিল, তিনি তখনো তাদেরকে কোনভাবে হুমকি দেন নি। বরং তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা নিজ জীবনে মেনে নিয়েছিলেন। আর এর মধ্য দিয়েই তিনি নিরূপিত সময়ে নিজেকে নির্দোষ ও নিষ্পাপ বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] আমাদের মহান পরিত্রাণকর্তা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র এবং তাঁর ভেতরে এতটুকুও প্রলোভন বা পাপের প্ররোচনা ছিল না। এ কারণে তাঁর কাছ থেকে কখনো এতটুকু পাপপূর্ণ বা অন্যায্য বাক্য শোনা সম্ভব ছিল না।

[২] পাপের প্রতি প্রবণতা না থাকলে কখনোই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পাপে পতিত হতে পারেন

না। শত্রুরা তাদের সাথে যতই কর্কশ, নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ করুক না কেন, খ্রীষ্টিয়ানরা কখনো প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা পরায়ণ হবেন না। পাপ করার জন্য আমাদের সামনে যতই কঠিন প্ররোচণা আসুক না কেন, তা এড়ানোর জন্য আরও শক্তিশালী যুক্তি সব সময়ই আমাদের সঙ্গে আছে।

[৩] ঈশ্বরের বিচার প্রত্যেকটি মানুষ ও প্রত্যেকটি ঘটনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে। আর এই কারণে আমাদের উচিত সমস্ত ক্ষেত্রে ও সকল সময়ে ধৈর্য ধারণ করা ও নিজেদেরকে পবিত্র রাখা।

৪. ২১-২৩ পদে প্রেরিত পিতর যা বলেছেন তাতে করে কেউ যদি ভেবে থাকে যে, দুঃখভোগের মধ্যেও কীভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত দেখানোই ছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণের উদ্দেশ্য, সে জন্য তিনি এখন বলছেন যে, এই মৃত্যুর গৌরবময় পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য আসলে কী ছিল: তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশের উপরে বহন করলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মৃত্যুবরণ করে ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) যে ব্যক্তি দুঃখভোগ করেছেন: যীশু খ্রীষ্ট। তিনি তাঁর নিজ দেহে, নিজ সত্তায় আমাদের জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন। এখানে নিজের দেহে কথাটির উপরে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, তিনি নিজের সম্পর্কে সকল পুরাতন ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণ করেছেন ও বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি এর মধ্য দিয়ে নিজেকে লেবীয় পুরোহিতদের থেকে আলাদা করেছেন (যারা পশুর রক্ত দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিতেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট নিজে আমাদেরকে সকল পাপ মুছে দিয়েছেন, ইব্রীয় ১:৩) এবং সেই সাথে মানুষের মুক্তি দানের জন্য অন্য সকলের অবদান থেকে তিনি তাঁর নিজ অবদানকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করেছেন। এখানে বলা হয়েছে তিনি নিজ দেহে কষ্ট ভোগ করেছেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি আত্মায় কষ্ট ভোগ করেন নি। বরং তাঁর আত্মিক কষ্ট ছিল একান্তই আভ্যন্তরীণ ও লুকায়িত। সেদিক থেকে তাঁর দেহ ছিল দৃশ্যনীয় ও তাঁর যন্ত্রণাগুলো ছিল সুস্পষ্ট। যাদের জন্য তিনি এই দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করছেন তাদেরকে তিনি তা দেখাতে চেয়েছিলেন।

(২) তিনি যে সমস্ত কষ্ট অতিক্রম করেছেন তা ছিল প্রহার, আঘাত ও মৃত্যু। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু – এক বর্বর ও অবমাননাকর শাস্তি।

(৩) তাঁর এই কষ্টভোগের কারণ: তিনি আমাদের পাপ বহন করলেন। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

[১] খ্রীষ্ট তাঁর সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্যে আমাদের পাপের জন্য দায়ভার বহন করেছেন। তিনি নিজেকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে উৎসর্গ করেছেন, যিশাইয় ৫৩:৬।

[২] তিনি আমাদের প্রাপ্য শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন এবং এভাবে তিনি স্বর্গীয় বিচারের

সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন।

[৩] এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের পাপ তুলে নিয়েছেন এবং আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করেছেন। ঠিক যেভাবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্ধারিত ছাগলটি সমস্ত ইস্রায়েল জাতির পাপের ভার বহন করে মরুভূমিতে হারিয়ে যেত, সেভাবেই খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর সমস্ত পাপ নিজের মাথায় তুলে নিয়ে আমাদেরকে মুক্ত করেছিলেন, যোহন ১:২৯।

(৪) খ্রীষ্টের কষ্টভোগের ফল হচ্ছে:-

[১] আমাদের পবিত্রীকরণ, মৃত্যু থেকে জীবন লাভ এবং পাপ মোচন। সেই সাথে রয়েছে এক নতুন পবিত্র ও ধার্মিকতাপূর্ণ জীবন, যে জীবনের দৃষ্টান্ত খ্রীষ্ট নিজে স্থাপন করেছেন। এর পাশাপাশি খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এক বিশেষ লক্ষ্য ও সক্ষমতা দান করেছেন।

[২] আমাদের পাপ থেকে মুক্তি লাভ। খ্রীষ্ট একজন পাপ মোচনকারী উৎসর্গ হিসেবে আঘাত পেয়েছিলেন ও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। আর তাঁরই ক্ষত দ্বারা আমরা আরোগ্য লাভ করেছি। এখানে দেখুন:-

প্রথমত, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত লোকদের পাপের ভার বহন করেছেন এবং ক্রুশের উপরে তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদেরকে পবিত্র করেছেন।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু সমস্ত মানুষই পাপ ও অপরাধের ভার কাঁধে নিয়ে জন্ম নেয়, সে কারণে কেউই খ্রীষ্টের উপরে পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাস না করলে ধার্মিকতাপূর্ণ জীবন লাভ করতে পারে না।

৫. প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টিয়ান দাসদের প্রতি তাঁর পরামর্শ দান শেষ করছেন। তিনি তাদের পূর্বেকার ও বর্তমান অবস্থার মধ্যে পার্থক্য মনে করিয়ে দিচ্ছেন, পদ ২৫। তারা ছিল হারিয়ে যাওয়া মেষের মত। এখানে প্রকাশ পায়:-

(১) মানুষের পাপ: মানুষ ভ্রান্ত হয়। তাকে প্ররোচণা দেওয়া হয় না, বরং সে নিজের কৃতকর্মের জন্যই ভ্রান্ত হয়।

(২) মানুষের দুর্দশা: সে তার পাল থেকে হারিয়ে যায়। তার মেষপালক ও তা নিজ মেষপাল থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মহা দুর্যোগের মধ্যে পতিত হয়।

(৩) মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ: কিন্তু এখন তারা ফিরে এসেছে। এই পৃথিবীয় একজন হারিয়ে যাওয়া মানুষ যদি ফিরে আসে তাহলে তা স্বর্গীয় আনন্দের সূত্রপাত ঘটায়। এই মন পরিবর্তন বা ফিরে আসা হচ্ছে তাদের নিজেদের সকল ভুল ও ভ্রান্তি দূর করে দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে ফিরে আসা, যিনি তাদের প্রকৃত যত্নবান পালক, যিনি তাঁর মেষদের ভালবাসেন এবং তাদের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি আত্মার তত্ত্বাবধানকারী ও প্রতিপালনকারী। লক্ষ্য করুন:-

[১] পাপীরা তাদের মন পরিবর্তনের আগে সব সময়ই ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের জীবন থাকে ভুলে ভরা।

[২] যীশু খ্রীষ্ট সকল আত্মার উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী পালক, যিনি সব সময় তাঁর পালের সাথে সাথে থাকেন এবং তাদের উপরে নজর রাখেন।

[৩] যারা সমগ্র বিশ্বের এই পালনকারীর ভালবাসা ও যত্ন পেতে চায় তাদেরকে অবশ্যই তাঁর কাছে আসতে হবে, পাপের পক্ষে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং এর পরে ধার্মিকতার জীবন লাভ করতে হবে।

পিতরের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দায়িত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে তিনি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্বের কথা বলার মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন, পদ ১-৭। তিনি খ্রীষ্টানদেরকে কষ্টভোগের মধ্যেও একতা, ভালবাসা, সহানুভূতি, শান্তি ও ধৈর্য ধারণ করার জন্য বলেছেন। তিনি তাদের শত্রুদের ভর্ৎসনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলেছেন, কিন্তু তাই বলে মন্দের বদলে মন্দ করতে নিষেধ করেছেন, বরং এর বদলে তিনি শুধুই আশীর্বাদ করতে বলেছেন। তাদের নিজ বিশ্বাস ও প্রত্যাশার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি তাদেরকে এক সুবিবেক ধারণের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন, পদ ৮-১৭। এই কাজের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করতে তিনি খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যিনি ধার্মিক হয়েও অধার্মিকদের জন্য কষ্ট ভোগ করেছেন, পুরাতন পৃথিবীর অবাধ্যতার জন্য তাদের শাস্তি নিজ কাঁধে ভোগ করেছেন এবং যারা নূহের দিনে বিশ্বস্ত ছিল তাদের মত কয়েকজনকে বাঁচিয়েছেন, পদ ১৮-২২।

১ পিতর ৩:১-৭ পদ

প্রেরিত পিতর এর আগে মনিবদের প্রতি দাসদের দায়িত্ব এবং দাসদের প্রতি মনিবদের দায়িত্বের কথা বলেছেন। আর এখন তিনি স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি দায়িত্বের কথা ব্যক্ত করছেন।

ক. পাছে খ্রীষ্টিয় নারীরা মনে করে যে, যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হয়ে মন পরিবর্তন করার কারণে এবং সমস্ত খ্রীষ্টিয় অধিকার লাভ করার কারণে তারা তাদের অবিশ্বসী স্বামীদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে, সে কারণে প্রেরিত পিতর তাদেরকে বলছেন:-

১. স্ত্রীদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে।

(১) তাদের স্বামীদের ন্যায্য কর্তৃত্বের প্রতি বাধ্যতা, স্বেচ্ছামূলক অধীনতা ও ভালবাসাপূর্ণ আনুগত্য তাদের স্বামীদের বিশ্বাসহীনতাকে দূরীভূত করবে এবং যারা এখনো প্রকৃত সত্যকে গ্রহণ করে নি তাদেরকে সেই সত্য গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগাবে। সেই সকল স্বামীরা যখন তাদের স্ত্রীদের জীবনে সেই খাঁটি, শান্তিপূর্ণ সত্যের উপস্থিতি দেখবে তখন তারা নিজেরাই সেই সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

[১] প্রতিটি সম্পর্কের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে যা অবশ্যই পালনীয় এবং প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই সেই দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে।

[২] স্বামী ভাল হোক আর মন্দ হোক, স্বামীর প্রতি আনন্দপূর্ণ আনুগত্য ও ভালবাসাপূর্ণ শ্রদ্ধা

থাকা প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় স্ত্রীর একান্ত দায়িত্ব। পাপে পতনের পূর্বে আদমের প্রতি হাওয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, সেই দায়িত্ব এখন পর্যন্ত প্রত্যেক স্বামীর প্রতি তার স্ত্রীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তবে এখন আগের চেয়ে এই দায়িত্ব আরও অনেক গুণে জটিলতর হয়েছে, আদিপুস্তক ৩:১৬; ১ তীমথিয় ২:১১।

[৩] যদিও সুসমাচারের বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয় করা, তথাপি এমন অনেক একগুঁয়ে আত্মা রয়েছে যারা বাক্যের দ্বারা বিজিত হয় না।

[৪] ঈশ্বরের বাক্যের পর একমাত্র একটি জিনিসই রয়েছে যা মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পারে; আর তা হচ্ছে একটি ভাল জীবন এবং সেই জীবনের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্বগুলো বিশ্বস্তভাবে পালন।

[৫] ধর্ম ও বিশ্বাসের বিভেদ এই সম্পর্ক ছেদ করতে পারে না কিংবা দায়িত্ব পালনেও কোন ব্যাঘাত ঘটায় না। স্বামী স্ত্রীকে মান্য না করলেও স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(২) স্বামীর প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা, ইফিষীয় ৫:৩৩।

(৩) সৎ জীবন যাপন করা, যা তাদের অবিশ্বসী স্বামী অবশ্যই লক্ষ্য করবে ও তাদের জীবনাচরণের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

[১] দুষ্ট মানুষেরা ধার্মিকদের জীবন যাপন প্রণালী খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে। ভাল মানুষেরা কীভাবে জীবন ধারণ করে তা খুব কাছ থেকে দেখার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে তৈরি হয় কৌতূহল, ঈর্ষা ও আকর্ষণ।

[২] একটি সৎ জীবন যাপন এবং সেই সাথে সকল মানুষের প্রতি মর্যাদাপূর্ণ আচরণ হচ্ছে সকলকে সুসমাচারের বিশ্বাস ও বাক্যের প্রতি বাধ্যতায় জয় করার মোক্ষম অস্ত্র।

(৪) দেহের অলঙ্কারের চেয়ে অন্তরের অলঙ্কারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ।

[১] তিনি ধার্মিক নারীদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম আরোপ করেছেন, পদ ৩। তিন ধরনের অলঙ্কার বা সাজসজ্জা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা হয়েছে: চুল বেণী করা, যা সে সময়কার চঞ্চলমনা নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যেত। গয়নাগাটি, অর্থাৎ স্বর্ণের গয়নাগাটি পরা, যা শুরুতে রেবেকা, ইষ্টের ও অন্যান্য ধার্মিক নারীরা পরতেন। কিন্তু পরবর্তীতে মূলত দুশ্চরিত্রা নারীরা এক ধরনের উগ্র সাজসজ্জা করতে শুরু করে। সুন্দর পোশাক পরা, যা কোন মতেই নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তা যেন অতিরিক্ত জমকালো ও দামী না হয়। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

প্রথমত, ধার্মিক ব্যক্তিদের উচিত তাদের নিজ নিজ বাহ্যিক সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদকে এমন করে তোলা যেন তা তাদের খ্রীষ্টিয় জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং খ্রীষ্টিয় আদর্শকে যেন তা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়ত, দেহের বাহ্যিক অঙ্গসজ্জা প্রায়শই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বাহুল্য হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনার সাজসজ্জা এই পৃথিবীতে আপনার অবস্থান ও আপনার ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে যায়, তখন আপনি তার জন্য গর্ব বোধ করতে শুরু করেন এবং আপনার মধ্যে দেখা দেয় বড় ধরনের ঔদ্ধত্য। সে সময় মন্দ মানুষেরা আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আপনি তাদের মন্দতার সাথে জড়িয়ে পড়ে পার্থিব জীবন যাপন করতে শুরু করেন। একজন সৎ খ্রীষ্টিয় নারী কখনো কোন বেশ্যার বেশ ধারণ করতে পারেন না।

[২] দেহের বাহ্যিক সাজসজ্জার বদলে পিতর খ্রীষ্টানদেরকে আরও চমৎকার ও সুন্দর অলঙ্কার পরিধান করতে বলছেন, পদ ৪। এখানে লক্ষ্য করুন:-

প্রথমত, যে অঙ্গটিকে সাজাতে বলা বলা হয়েছেঃ হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সত্তা। এখানে মূলত এই কথাটির মধ্য দিয়ে আত্মাকে বোঝানো হয়েছে। দেহের বদলে আমাদের আত্মাকে সুসজ্জিত করার প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, যে অলঙ্কার দ্বারা সাজাতে বলা হয়েছে। এই অলঙ্কার অবশ্যই এমন কিছু হতে হবে যা ধ্বংস হয় না, যা আত্মাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর সেই অলঙ্কার হচ্ছে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও গুণ। দেহের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ পোকায় কেটে ফেলে এবং তা ব্যবহার করতে করতে ক্ষয় পায়। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমরা অন্তরে যত বেশি ধারণ করব তত বেশি তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে একজন খ্রীষ্টিয় নারীর জন্য সবচেয়ে ভাল অলঙ্কার হচ্ছে একটি নম্র ও সুশীল আত্মা, যে আত্মায় কোন উগ্রতা নেই, কোন গর্ব নেই, কোন অভিলাষ নেই। এ ধরনের আত্মার অধিকারী নারীরা তাদের স্বামী ও পরিবারের প্রতি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। যদি তার স্বামী আচরণে কর্কশ হন এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হন, তাহলে ভাল আচরণ ও অনুকরণীয় চরিত্র খুব সহজেই তার মন পরিবর্তন করতে সাহায্য করবে। অন্তত নম্র আত্মা একজন নারীকে পৃথিবীর চোখে বিশেষ গুণসম্পন্না করে তোলে।

তৃতীয়ত, এই অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব। ঈশ্বরের চোখে নম্রতা ও শান্ত ভাবের মূল্য অপরিসীম। তা যে কোন মানুষের চোখে আকাঙ্ক্ষিত এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মূল্যবান। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হচ্ছে তার নিজ আত্মাকে সঠিক পরিচালনা দান করা এবং নির্দেশনা প্রদান করা। ভণ্ডদের কাজ যেখানে গিয়ে শেষ হয়, সেখানেই একজন উত্তম খ্রীষ্টানের কাজ শুরু হয়।

২. ভেতরের ব্যক্তিত্বের গুণাবলীই একজন খ্রীষ্টানের সর্ব প্রধান অলঙ্কার। কিন্তু বিশেষভাবে সুনিপুণ, শান্ত ও সংযমী আত্মাই একজন মানুষকে সুন্দর করে তোলে।

২. খ্রীষ্টিয় স্ত্রীদের দায়িত্ব শুরু হয় তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যকে জয় করার মধ্য দিয়ে। প্রেরিত পিতর তাদের জন্য বেশ কিছু উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

(১) যে সকল ধার্মিক বৃদ্ধা মহিলা ঈশ্বরতে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, পদ ৫। "আপনারা আপনাদের লিঙ্গগত দুর্বলতার কথা বলে অজুহাত দেখাতে পারেন না। অতীতের ধার্মিক মহিলারা বসবাস করতেন এক প্রাচীন যুগে এবং তাদের জ্ঞানও ছিল সামান্য ও অনুসরণ করার মত তেমন কোন দৃষ্টান্তও তাদের সামনে স্থাপন করা ছিল না। কিন্তু তার পরও সকল যুগে এই সকল ধার্মিক স্ত্রীলোকেরা তাদের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা ছিলেন পবিত্র। সে কারণে তাদের দৃষ্টান্তগুলোও অবধারিত। তারা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, তথাপি কখনোই তারা তাদের স্বামীর প্রতি তাদের দায়িত্ব অবহেলা করেন নি। নিজ নিজ স্বামীর বশীভূতা হওয়াটা কোন নতুন বিষয় নয়, বরং বহু আগে থেকেই পৃথিবীর সকল ধার্মিক মহিলা এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন।"

(২) সারা তাঁর স্বামীর বাধ্য হয়েছিলেন এবং তিনি উর থেকে কলদীয়দের দেশে তাঁকে অনুসরণ করে এসেছিলেন। অথচ তিনি জানতেনও না যে, তাঁর স্বামী কোথায় যাচ্ছেন। তিনি তাঁর স্বামীকে প্রভু বলে সম্বোধন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা প্রকাশ করেছেন। আর এর পুরস্কার হিসেবে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর তাঁর নাম পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে তাঁকে এক রাজকন্যাতে পরিণত করেছিলেন। "যদি আপনারা সারাকে অনুসরণ করেন তাহলে আপনারা সব দিক থেকে তাঁর মত সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠবেন। আপনাদের অবশ্যই তাঁর বিশ্বাস ও সমস্ত ভাল কাজ অনুসরণ করতে হবে এবং কখনোই স্বামীর প্রতি ভয় করে বা অন্য কোন কারণে আপনাদের দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। তাৎক্ষণিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিযুক্ত ভয় ধারণ করতে হবে।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

[১] ঈশ্বর এই পৃথিবীর সকল নারী ও পুরুষের কাজ নিজ নজরে রাখেন এবং তা অর্বথ্যভাবে স্মরণে রাখেন।

[২] স্বামীদের প্রতি তাদের স্ত্রীদের অধীনস্ততা সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক যুগের নারীদের মান্য করা উচিত।

[৩] যে কোন পুরুষ বা নারীর সম্মান নিহিত থাকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের মাঝে, যে দায়িত্ব স্বয়ং ঈশ্বর নারীদেরকে দান করেছেন।

[৪] ঈশ্বরের দাসদের মাঝে যে সমস্ত ভাল বিষয় রয়েছে তা ঈশ্বর লক্ষ্য করেন, যেন তারা সম্মানিত হন এবং তারা সুফল ভোগ করেন। সারার অক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, যখন তার গুণগুলোকে মহিমা দান করা হয়েছিল।

[৫] খ্রীষ্টানদের অবশ্যই কোন প্রকার ভয় বা বল প্রয়োগ নয়, বরং এক ইচ্ছুক মানসিকতা থেকে ও ঈশ্বরের আদেশের প্রতি অধীনতা থেকে পরস্পরের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্ত্রীদের অবশ্যই তাদের ধার্মিক স্বামীদের অধীনস্থ হতে হবে, তবে তা ভীতি থেকে নয়, বরং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য থেকে।

খ. এর পরে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের দায়িত্ব কী কী তা আমরা বিবেচনা করব।

১. এর মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলো হল:-

(১) এক সাথে বসবাস করা, যার মধ্য দিয়ে অযথা বিচ্ছেদ ঘটানোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আন্তরিকতার সাথে একে অপরের ভাল মন্দের প্রতি খোঁজ রাখার বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(২) বুদ্ধি বিবেচনা করে স্ত্রীর সাথে বাস করা। কোন কামনা-বাসনার স্বভাব অনুসারে নয়, কারণ তা বর্বরদের স্বভাব; কোন অভিলাষ অনুসারে নয়, কারণ তা শয়তানের স্বভাব; কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে, জ্ঞানী ও সংযমী মানুষের মত করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য ও নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জানে।

(৩) স্ত্রীকে সম্মান দেওয়া। এর অর্থ স্ত্রীকে সহধর্মীনি হিসেবে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা এবং তার উপযুক্ত কর্তৃত্বকে সম্মান জানানো, তাকে সুরক্ষা প্রদান করাা, তার কৃতিত্বের মূল্যায়ন করা, তার কথায় আনন্দিত বোধ করা, তাকে সুন্দরভাবে জীবন ধারণ করতে দেওয়া এবং তার ভেতরে উপযুক্তভাবে বিশ্বাস ধরে রাখতে সাহায্য করা।

২. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেহেতু স্ত্রীরা স্বভাবগতভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র, সে কারণে তাদের অপেক্ষাকৃত বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন। তবে অবস্থানগত বিবেচনায় একজন স্ত্রী তার স্বামীর সমতুল্য, স্বামীর চেয়ে নিম্নপদস্থ নন। তারা উভয়ে একত্রে জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারী। এ পার্থিব জীবনে ও পরবর্তী আত্মিক অনন্ত জীবনে তারা যে সকল অনুগ্রহ ভোগ করবেন তার সবই তারা এক সাথে ভোগ করবেন। এ কারণে তাদের উচিত এক সাথে শান্তিতে অবস্থান করা। তাদের এমনভাবে থাকা উচিত যেন একজনের জন্য অন্যজনের প্রার্থনায় বিঘ্ন না হয়। তা না হলে তাদের একজনের জন্য অন্যজনের করা প্রার্থনা বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং তারা উভয়েই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবেন। এ কারণে “যদি তোমরা একত্রে প্রার্থনা করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই নির্মল মন নিয়ে এক অন্তরে প্রার্থনা করতে হবে।” এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন কারণ নেই, বরং এর জন্যই তাদেরকে আরও বেশি সম্মান প্রদান করা উচিত: *তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলে সম্মান কর*।

(২) যারা জীবনের অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী তাদের প্রত্যেকের জন্য সম্মান নির্ধারিত রয়েছে।

(৩) প্রত্যেক বিবাহিত মানুষের উচিত নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও শান্তিপূর্ণ জীবন নিয়ে একে অপরের সাথে বসবাসব করা, যাতে করে তাদের কারও একজনের জন্য অপরের প্রার্থনায় বাধা তৈরি না হয়।

১ পিতর ৩:৮-১৫ পদ

এখানে প্রেরিত পিতর সাধারণ থেকে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ আবেদন রাখছেন।

ক. তিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, খ্রীষ্টিয়ানরা ও বন্ধুরা কীভাবে পরস্পরের সাথে আচরণ করবে। তিনি সকল খ্রীষ্টানকে এক মনের অধিকারী হতে বলেছেন, একই বিশ্বাস ধারণ করতে বলেছেন এবং একই প্রণালীতে ধর্ম পালন করতে বলেছেন। সে সময় যেহেতু বহু খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী জাগতিক কষ্টভোগ করছিলেন, সে কারণে প্রেরিত পিতর সকল খ্রীষ্টানকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ধারণ করার জন্য আহ্বান করেছেন, যেন তারা ভাইয়ের মত একে অপরকে ভালবাসেন এবং যারা দুর্দশার মধ্যে রয়েছে ও সমস্যায় রয়েছে তাদেরকে দয়া করেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. খ্রীষ্টানদের উচিত সব সময় এক মন নিয়ে চলা এবং এক মহান বিশ্বাস সকলের আত্মায় ধারণ করা। তাদের মধ্যে যদি প্রকৃত খ্রীষ্টিয় চেতনা থাকে তাহলে তাদের মাঝে প্রকৃত ভ্রাতৃপ্রেম তৈরি হবে। তাহলে যীশু খ্রীষ্টের মনের মত মন তাদের মাঝেও তৈরি হবে (রোমীয় ১৫:৫)। তবে তা মানুষের ইচ্ছা অনুসারে নয়, বরং ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে।

২. যদিও খ্রীষ্টিয়ানরা প্রত্যেকে সম্পূর্ণভাবে এক অন্তরের অধিকারী হতে পারবেন না, তথাপি তাদের প্রত্যেকের মাঝে প্রত্যেকের জন্য একই সহানুভূতি থাকতে পারে। তারা কখনো একে অপরকে ঘৃণা করবেন না বা একে অন্যকে নির্যাতন করবেন না, কষ্ট দেবেন না। বরং তারা আরও বেশি একাগ্রতার সাথে একে অপরকে ভাইয়ের মত ভালবাসা করবেন।

৩. খ্রীষ্টিয় ধর্মের অনুসারী হতে গেলে অবশ্যই সকল দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং সকলের জন্য নিজেকে দয়াপূর্ণ হতে হবে। যে ব্যক্তির মাঝে মানবপ্রেম নেই, সে নিশ্চয়ই কোন ঘৃণ্য পা যীশুর বা ক্ষমার অযোগ্য অধার্মিক মানুষ, ১ করিন্থীয় ৫:১১; ২ যোহন ১০,১১।

খ. তিনি আমাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, শত্রুদের প্রতি আমরা কী ধরনের আচরণ করব। প্রেরিত পিতর খুব ভাল করেই জানতেন যে, খ্রীষ্টানদেরকে এই পৃথিবীর যীশু খ্রীষ্টের জন্য সকল মানুষের কাছে ঘৃণিত হতে হবে ও নির্যাতনের শিকার হতে হবে। এই কারণে:-

১. তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যেন তারা মন্দের বদলে মন্দ এবং নিন্দার বদলে নিন্দা না করেন। তিনি তাদেরকে উল্টো বলছেন, "যখন তারা তোমাদেরকে নিন্দা করে, তোমরা তাদেরকে আশীর্বাদ কোরো। যখন তারা তোমাদেরকে বাজে কথা বলবে, তোমরা তাদেরকে ভাল কথা বোলো। কারণ খ্রীষ্ট তাঁর বাক্য ও দৃষ্টান্ত উভয়ের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন যেন যারা তোমাদেরকে অভিশাপ দেয় তাদেরকে তোমরা আশীর্বাদ করতে পার। এর মধ্য দিয়ে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের পাশাপাশি তাঁর অনন্তকালীন উত্তরাধিকার লাভ করতে পার।" ধৈর্যের সাথে মন্দতা সহ্য করা এবং শত্রুকে

আশীর্বাদ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব হয়। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) মন্দের বদলে মন্দ করা এবং নিন্দার বদলে নিন্দা করা খ্রীষ্টানদের জন্য এক পাপপূর্ণ কাজ। একজন শাসনকর্তা বা বিচারক দুষ্টদের মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিতে পারেন এবং একজন সচেতন নাগরিক কোন অন্যায়ের শিকার হলে আইনগত প্রতিকার চাইতে পারেন, কিন্তু যে কোন প্রকার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ, নিন্দা বা গোপনে ক্ষতি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, হিতোপদেশ ২০:২২; লূক ৬:২৭; রোমীয় ১২:১৭; ১ থিষলনীকীয় ৫:১৫। নিন্দা করার অর্থ হচ্ছে অপরের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা ও তীব্র কুৎসা রটনা করা। কিন্তু পরিচর্যাকারীরা যদি কাউকে তার মন্দ কাজের জন্য কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন, তাহলে তা কোনভাবেই নিন্দা নয়। প্রত্যেকে যুগের প্রেরিত ও ভাববাদীরা তা করেছেন, যিশাইয় ৫৬:১০; সফনিয় ৩:৩; প্রেরিত ২০:২৯।

(২) খ্রীষ্টের আইন আমাদেরকে আশীর্বাদ লাভের জন্য নিন্দা করা থেকে ফিরে আসতে বলে, মথি ৫:৪৪: "*তোমরা নিজ নিজ শক্রদেরকে প্রেম করো এবং যারা তোমাদেরকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করো*। তোমাদের কোন মতেই তাদের পাপ ধরে বিচার করা উচিত নয়, বরং তোমাদের উচিত হবে মমতায় পূর্ণ হয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করা, যেন তাদের অন্তরেও দয়া ও নম্রতা জন্ম নেয়।" যারা আমাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে তাদের জন্য অবশ্যই আমাদের করুণা করতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে।

(৩) একজন খ্রীষ্টানের আহ্বান তাকে গৌরবময় সুযোগ দানে পূর্ণ করে তোলে, যার কারণে সে নানা কঠিন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

(৪) ঈশ্বরের সকল প্রকৃত দাসেরা এক অপরিমেয় অনুগ্রহের উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। তাদের মাঝে প্রচুর পরিমাণে এই অনুগ্রহ দান করা হয়ে থাকে, কিন্তু পরবর্তী অনন্ত জীবনে তারা এর পূর্ণ সুফল ভোগ করবেন।

২. তিনি এই কলহপূর্ণ মন্দ স্বভাবে পূর্ণ পৃথিবীতে একটি শান্তিদায়ক সুখী জীবন লাভের জন্য এক চমৎকার সমাধানের কথা উল্লেখ করেছেন (পদ ১০)। গীতসংহিতা ৩৪:১২-১৪ পদ থেকে তিনি উদ্ধৃতি নিয়ে বলেছেন, "যদি তোমরা একাগ্রতার সাথে আকাঙ্ক্ষা কর যে, তোমরা দীর্ঘ জীবন লাভ করবে এবং তোমাদের জীবন শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী হবে, তাহলে তোমাদের জিভকে নিন্দাপূর্ণ, মন্দতাপূর্ণ কথা ও কুৎসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। তোমাদের ঠোঁটকে মিথ্যা কথা, অপবাদ ও অসংযত কথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। তোমাদের প্রতিবেশীর কোন ক্ষতি সাধন কোরো না, বরং সব সময় ভাল কাজের জন্য প্রস্তুত থাক এবং মন্দের পরিবর্তে সব সময় ভাল কাজ কোরো। সব সময় মানুষের সাথে শান্তি বজায় রাখ। এতে করে সকল মানুষ তোমাদের সম্পর্কে ভাল কথা বলবে এবং শান্তিতে তোমাদের সাথে বসবাস করবে।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) পুরাতন ও নতুন নিয়মের অধীনস্থ মানুষেরা একই নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করেন।

মন্দতা থেকে জিভকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং অপবাদ থেকে ঠোঁটকে দূরে সরিয়ে রাখা যেমন দায়ূদের সময়কার দায়িত্ব ছিল, তেমনই তা এখনকার জন্যও আমাদের দায়িত্ব স্বরূপ।

(২) ধর্ম পালনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য পার্থিব সুযোগ সুবিধা লাভের বিবেচনা করা অসঙ্গত কিছু নয়।

(৩) সঠিকভাবে ধর্ম পালন, বিশেষ করে জিভকে সঠিকভাবে দমন করা হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ ও সুখী জীবন ধারণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। মানুষের নম্র, শান্তিপ্রিয় ও আন্তরিকতায় পূর্ণ জিভ এই পৃথিবীতে মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে সাহায্য করে।

(৪) মন্দকে এড়িয়ে চলা বা ভাল কাজ করা হচ্ছে এই পার্থিব জীবন ও আত্মিক অনন্ত জীবন, উভয় জীবনে সন্তুষ্টি ও স্বাচ্ছ্যন্দ অর্জন করার জন্য এক চমৎকার উপায়।

(৫) শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থায় তা গ্রহণ করা খ্রীষ্টানদের দায়িত্ব নয়, বরং সেই সাথে যখন শান্তি প্রত্যাখ্যান করা হবে, সে সময়ও তা অনুসন্ধান করা খ্রীষ্টিয় দায়িত্ব। বিভেদ ও বিচ্ছেদের বদলে মানুষে মানুষে ও সমাজে ও দলে গড়ে তুলতে হবে শান্তি ও একতা।

৩. তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন, খ্রীষ্টানদের এমন ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই যে, তারা তাদের শত্রুদের বর্বরতার মুখেও নির্বিরোধী আচরণ বজায় রাখলে তাতে করে তাদের প্রতি আক্রোশ আরও বৃদ্ধি পাবে, কারণ ঈশ্বর সব সময় তাদের সাথে আছেন: *কেননা ধার্মিকদের প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আছে,* পদ ১২। তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে লক্ষ্য করেন, তাদের উপরে সব সময় তত্ত্বাবধান করেন এবং তাদের প্রতি সব সময় তাঁর বিশেষ ভালবাসা থাকে। তাঁর কান সব সময় তাদের প্রার্থনা শোনার জন্য খোলা থাকে। এ কারণে যদি তারা কোন আঘাত পেয়ে থাকে তাহলে তার প্রতিকার তাঁর কাছে আছে। তারা এ বিষয়ে তাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে অভিযোগ জানাতে পারে। তিনি সব সময় তাঁর দাসদের দুর্দশার সময় তাদের কথা শুনে থাকেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের অধার্মিক শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবেন। কিন্তু যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতি প্রভুর মুখ বিরোধী অবস্থান নেবে। তাঁর সমস্ত ক্রোধ, অসন্তুষ্টি ও প্রতিহিংসা তাদের উপর বর্ষিত হবে; কারণ দুরাচারদের প্রতি তিনি মানুষের চেয়ে অতি ভয়ানক শত্রু বলে গণ্য হবেন। লক্ষ্য করুন:-

(১) আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যগুলোকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং বিশেষ ক্ষেত্রে অনেক বাক্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করার প্রয়োজন রয়েছে, নতুবা আমরা ঈশ্বও নিন্দার ভ্রান্তিতে পতিত হব। আমাদের কখনো এমনটা কল্পনা করা উচিত নয় যে, ঈশ্বরের চোখ, কান ও মুখমণ্ডল আছে। কারণ পবিত্র শাস্ত্রে প্রতীকী অর্থে এ সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(২) ঈশ্বরের অনুসারী সমস্ত ধার্মিক মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ও পিতৃসুলভ ভালবাসা

রয়েছে।

(৩) ঈশ্বর সব সময় তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের প্রার্থনা শুনে থাকেন, যোহন ৪:৩১; ১ যোহন ৫:১৪; ইব্রীয় ৪:১৬।

(৪) যদিও ঈশ্বর উত্তমতায় অপরিসীম, তথাপি তিনি মন পরিবর্তন না করা পাপীদেরকে ঘৃণা করেন এবং যারা মন্দ কাজ করে তাদের উপরে তিনি তাঁর ক্রোধ ঢেলে দেবেন। তিনি নিজে ন্যায় বিচার করেন এবং সমস্ত পৃথিবীর উপরে তিনি বিচার করবেন। এই বিচার ও শাস্তি দানের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তমতা ও মঙ্গলময়তা কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি করবে না।

৪. দুটি বিষয় বিবেচনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টানদের নম্র আচরণের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে:-

(১) যন্ত্রণা ও কষ্ট এড়ানোর জন্য এটি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ও নিশ্চিত উপায়; কারণ কে তোমাদের ক্ষতি করবে? পদ ১৩। আমি মনে করিষ্থীয় এখানে খ্রীষ্টানদের সাধারণ অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে, নির্যাতিত অবস্থার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে যারা এতটা নিষ্পাপভাবে জীবন যাপন করে তাদের ক্ষতি করবে এমন মন্দ লোক খুব কমই আছে।

(২) এভাবে বিশ্বাসীদের কষ্টের অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটানো যায়। যা উত্তম তা যদি আমরা অনুসরণ করিষ্থীয় এবং তথাপি যতি আমাদেরকে কষ্টভোগ করতে হয়, তাহলে তা আমাদের ধার্মিকতার জন্য কষ্টভোগ (পদ ১৪) এবং তা একই সাথে আমাদের মহিমা ও আনন্দ হিসেবে বিবেচিত হবে। এর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞাকৃত আশীর্বাদ আমাদের উপরে বর্তায়, মথি ৫:১০।

[১] এ কারণে তারা আমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য যা-ই করুক না কেন তাতে ভীত হওয়ার কিছু নেই। শত্রুর আক্রোশ বা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে চিন্তিত হওয়ারও কিছু নেই। আমাদেরকে শিখতে হবে:-

প্রথমত, মন্দের ও ক্ষতির পথ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য আমাদের সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে যা কিছু ভাল তার পথ অনুসরণ করা।

দ্বিতীয়ত, ধার্মিকতার জন্য কষ্ট ভোগ করা খ্রীষ্টানদের জন্য সম্মানের ও আনন্দের একটি বিষয়। সত্য ও উত্তম বিবেকের জন্য নির্যাতিত হওয়াটা যে কোন খ্রীষ্টানের জন্য এক অপরিহার্য দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে আমরা যে সম্মানে ভূষিত হই তা আমাদেরকে আরও লাভবান করে।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কোন শত্রুর হুমকি বা আক্রমণ ভয় করার কোন যুক্তি নেই। আমাদের শত্রুরা ঈশ্বরেরও শত্রু। তিনি তাদের বিরুদ্ধে মুখ তুলে দাঁড়ান। তাঁর ক্ষমতা তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে। তারা তাঁর অভিশাপের পাত্র এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া তারা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ কারণে তাদের কথা ভেবে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

[২] মানুষের ভয়ে ভীত না হয়ে আমাদের উচিত অন্তরে সদাপ্রভু ঈশ্বরকে পবিত্রভাবে ধারণ করা, পদ ১৫। তাঁকেই যেন আমরা ভয় করিন্থীয় এবং তিনিই যেন আমাদের ভীতির একমাত্র কারণ হন, যিশাইয় ৮:১২,১৩। যারা শরীর ধ্বংস করার পর আর কিছু করতে পারে না, তাদেরকে ভয় কোরো না, লূক ১২:৪,৫। আমরা যখন আন্তরিকতা ও আগ্রহ সহকারে ঈশ্বরকে আমাদের অন্তরে স্থান দিই, যখন তাঁর প্রতি আমাদের চিন্তা ভীতিপূর্ণ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ থাকে, যখন আমরা তাঁর ক্ষমতার উপর নির্ভর করি, তাঁর বিশ্বস্ততার উপর আস্থা রাখি, তাঁর প্রজ্ঞার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, তাঁর পবিত্রতার অনুকরণ করি, এবং তাঁর প্রাপ্য মহিমা ও গৌরব তাঁকে দিই, তখনই আমরা প্রভুকে আমাদের অন্তরে পবিত্র করে তুলি। আমাদের জীবন ও কাজ যখন অন্যদেরকে ঈশ্বরের গৌরব করা ও তাঁকে সম্মান জানানোর মত উৎসাহজনক হয়ে ওঠে, তখন আমরা মানুষের কাছে ঈশ্বরকে পবিত্র করে তুলি। এই আদর্শটি যখন আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে সে সময় আমরা আমাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে দৃঢ় প্রতিরক্ষা গড়ে তুলতে পারব এবং পৃথিবীর সামনে আমাদের বিশ্বাসের জন্য সমস্ত দুঃখভোগ ও কষ্টের যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হব। সেই সাথে আমাদের অন্তরে কী ধরনের প্রত্যাশা বিরাজ করছে তাও আমরা প্রকাশ করতে পারব। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

প্রথমত, কষ্টভোগের ভীতির সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক হচ্ছে স্বর্গীয় ঈশ্বরের প্রতি এক পরিপূর্ণ ভক্তিযুক্ত ভয়। আমরা ঈশ্বরকে যত বেশি ভয় করব তত বেশি আমরা অন্যান্য বিষয়ে কম উদ্বিগ্ন হব।

দ্বিতীয়ত, একজন খ্রীষ্টানের আশা ও বিশ্বাস সারা পৃথিবীর বিপক্ষে প্রতিরোধ্য। ধর্ম পালনের জন্য আমাদের সামনে যে যুক্তিগুলো রয়েছে তা কারও কল্পনাপ্রসূত নয়, বরং তা স্বর্গ থেকে প্রকাশিত পবিত্র বিধান, যা পৃথিবীর সকল হতভাগ্য পাপীর প্রয়োজন মেটায় এবং যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় তার অন্তঃস্থিত প্রত্যাশা পূরণের জন্য দায়বদ্ধ ও এর জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খ্রীষ্টিয়ানরা কেন খ্রীষ্টিয় ধর্ম পালন করে তার জবাব দেওয়ার জন্য তাদের সব সময় প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন, যেন তা যে কোন প্ররোচণা বা কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয় নি তা প্রকাশ পায়। জীবনে চলার পথে যে কোন মুহূর্তে এই আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন হতে পারে। সে কারণে খ্রীষ্টানদের উচিত সব সময় প্রস্তুত থাকা, যেন তারা যে কোন সময়ে তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন।

চতুর্থত, আমাদের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করতে হবে নম্রতা ও ভক্তির সাথে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়, নিজ বিশ্বাসের প্রতি আস্থা ও আমাদের উপরে যারা রয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তবেই নম্রতা ও সংযমের সাথে আমাদের ধর্মের সপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

১ পিতর ৩:১৬-১৭ পদ

এখানে যে দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়া একজন খ্রীষ্টানের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি কখনোই যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না – সৎ বিবেক ও সদাচরণ। বিবেক তখনই ভাল, যখন সেটি তার কাজ সঠিকভাবে করে, যখন তা পবিত্র ও অকৃত্রিম থাকে, পাপের কালিমা থেকে মুক্ত থাকে। তখন তা মানুষকে তার পাপের জন্য দোষী করে তোলে। খ্রীষ্টতে সদাচরণের অর্থ হচ্ছে একটি পবিত্র জীবন, যা নির্দেশিত হয় খ্রীষ্টের মতবাদ ও দৃষ্টান্ত অনুসারে। আমাদের বিবেক ও জীবনাচরণের দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করা উচিত। মানুষ আমাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বললে ও আমাদের নামে দুর্নাম করলেও আমরা যেন নিজেরা পরিষ্কার থাকি ও নিজেদের দুর্নাম তৈরি না করি। তাতে করে আমরা নিজেদেরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করে তুলতে পারব এবং তাদেরকে লজ্জায় ফেলতে পারব। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. যে ব্যক্তির বিবেক সবচেয়ে শুদ্ধ, তিনিও মন্দ লোকদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনা এড়াতে পারেন না। তারা এমনভাবে এই শুদ্ধ বিবেকের মানুষদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, যেন তারা একান্তই মন্দ কর্ম সাধনকারী এবং তাদেরকে এমন এমন অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে যা একান্তই ঘৃণিত। খ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যদের সাথে ঠিক এ ধরনের আচরণই করা হয়েছিল।

২. একটি সৎ বিবেক ও একটি সৎ জীবন মানুষের নাম কীর্তিত করার সবচেয়ে ভাল মাধ্যম। এ ফলে মানুষ অর্জন করে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী সম্মান।

৩. মিথ্যা অভিযোগ সাধারণত অভিযোগকারীর জন্য লজ্জার বিষয়ে পরিণত হয়, কারণ শেষ পর্যন্ত ঠিকই সেই অভিযোগকারীর মিথ্যাবাদিতা, শঠতা ও অধার্মিকতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

৪. ভাল লোকেরা যে মাঝে মাঝে তাদের ভাল কাজ, তাদের সততা ও তাদের বিশ্বাসের জন্য কষ্ট ভোগ করে, সেটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছা অনুসারে ঘটে থাকে।

৫. ভাল কাজ যেমন অনেক সময় একজন ভাল মানুষকে কষ্টের মুখে ফেলে, তেমনিভাবে মন্দ কাজ কখনো একজন মন্দ লোককে কষ্ট থেকে বের করে আনতে পারে না। এখানে প্রেরিত পিতর বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ ভাল ও মন্দ উভয় কাজের জন্যই কষ্ট পেতে পারে। ভাল মানুষ ভাল কাজ করেও যদি এত কষ্ট পায়, তাহলে মন্দ মানুষ মন্দ কাজ করে আরও কত বেশি না কষ্ট পাবে! সেই ব্যক্তি আরও বেশি হতভাগ্য, যার উপরে পাপ ও কষ্টভোগ একই সাথে বর্তায়। পাপ কষ্টভোগকে আরও বেশি ভয়ানক, কষ্টদায়ক ও ধ্বংসাত্মক করে তোলে।

১ পিতর ৩:১৮-২০ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. কষ্টভোগের মধ্যেও ধৈর্য ধারণের জন্য এখানে খ্রীষ্টকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য বিবেচনা করলে আমরা এখানে বেশ কিছু যুক্তি লক্ষ্য করতে পারব।

১. যীশু খ্রীষ্ট নিজে তাঁর জীবনে কষ্টভোগ থেকে রেহাই পান নি, যদিও তাঁর নিজের কোন অপরাধ ছিল না এবং তিনি চাইলে সমস্ত কষ্টভোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন।

২. খ্রীষ্টের এই দুঃখভোগের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মানুষের পাপ: খ্রীষ্ট পাপের *জন্য দুঃখভোগ করেছিলেন*। খ্রীষ্টের এই দুঃখভোগ ছিল এক অকৃত্রিম ও পরিপূর্ণ শাস্তি। এই শাস্তির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট সমগ্র মানব জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছিলেন যেন আমাদের সমস্ত পাপ ঢাকা পড়ে যায়।

৩. আমাদের প্রভুর দুঃখভোগের ক্ষেত্রে পবিত্রতম ব্যক্তিটি সমস্ত অপবিত্র মানুষের জন্য এই কষ্ট ভোগ করেছিলেন। তিনি আমাদের বদলে নিজেকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। যারা ধার্মিকতা জানতো না, তাদের বদলে এমন এক ব্যক্তি দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করলেন যিনি কোন পাপ জানতেন না।

৪. খ্রীষ্টের উৎসর্গর গুণ ও অকৃত্রিমতা এমনই ছিল যে, তাঁর জন্য একবার কষ্টভোগ করাই যথেষ্ট ছিল। ব্যবস্থাী উৎসর্গ বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিনই উৎসর্গ করা হত। কিন্তু খ্রীষ্টের উৎসর্গ একবার মাত্র সাধন করা হয়েছিল এবং তা সমস্ত পাপ দূর করে দিয়েছিল, ইব্রীয় ৭:২৭; ৯:২৬,২৮; ১০:১০,১২,১৪।

৫. আমাদের প্রভুর কষ্টভোগের অনুগ্রহপূর্ণ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা, ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন সাধন করা, পিতার কাছে আমাদের প্রবেশাধিকার তৈরি করা, আমাদের সকল উৎসর্গ গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং আমাদেরকে অনন্তকালীন গৌরব ও মহিমা প্রদান করা, ইফিষীয় ২:১৩,১৮; ৩:১২; ইব্রীয় ১০:২১,২২।

৬. খ্রীষ্টের কষ্টভোগের কারণ ও ঘটনার ধারাবাহিকতা বিচারে আমরা দেখতে পাই, তাঁকে একজন মানুষ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবিত হয়েছিলেন ও মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এখন, যদি যীশু খ্রীষ্ট নিজে কষ্টভোগ থেকে রেহাই না পান, তাহলে কেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তা থেকে রেহাই পেতে চাইবেন? যদি তিনি আমাদের পাপ মোচন করার জন্য কষ্টভোগ করেন, তাহলে আমাদের যখন কেবল পরীক্ষা করার জন্য কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তখন কেন আমরা সেই যন্ত্রণাভোগেও নীরব থাকব না? তিনি নিজে একান্ত পবিত্র হয়েও যদি কষ্ট ভোগ করেন, তাহলে আমরা যে এতটা দোষী ও পাপী, আমরা কী করে কষ্টভোগ থেকে রেহাই পাওয়ার কথা চিন্তা করতে পারি? তিনি যদি একবার কষ্টভোগ করেন এবং এর পর

মহিমা ও গৌরবে প্রবেশ করেন, তাহলে আমাদেরও কি এই ভেবে কষ্ট ও যন্ত্রণার মাঝে সহিষ্ণু হওয়া উচিত নয় যে, মাত্র কিছু কাল ক্ষেপণের পরই আমরা তাঁর সাথে মহিমায় প্রবেশ করব? যদি তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসার জন্য এতটা কষ্টভোগ করেই থাকেন, তাহলে আমাদেরও কি শত প্রতিকূলতার মাঝেও নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করা উচিত নয়? সব সময় মনে রাখতে হবে, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুগত থাকলে এবং তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্বে অবিচল থাকলে আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে সম্মিলিত হতে পারব।

খ. প্রেরিত পিতর যিহূদীদের কাছে যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করছেন। যিহূদীরা ছিল এমন জাতি যারা নূহের প্রচার শুনেও অবাধ্য হয়েছিল এবং পরিশেষে অবাধ্যতা ও বিশ্বাসহীনতার মধ্যেই ডুবে গিয়েছিল। তাঁর মতে যিহূদীরা এক মহা শাস্তির অধীনে অবস্থান করছিল। ঈশ্বর তাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে চাইছেন। তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ লাভের এক মহা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যারা তা গ্রহণ করবে তারা উদ্ধার পাবে। কিন্তু যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে, অর্থাৎ যারা খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করবে তারা নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন কওে নোহের সময়কার অবাধ্য লোকেরা বন্যায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

১. এই অংশের ব্যাখ্যায় আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

(১) প্রচারক – যীশু খ্রীষ্ট, যিনি আদমের কাছে প্রথমবারের মত প্রতিজ্ঞাত হওয়ার পর থেকে নিজেকে মণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর বিষয়সমূহে ব্যাপৃত রেখেছেন, আদিপুস্তক ৩:১৫। তিনি এক বিশেষ কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন, যে কাজে ঈশ্বর তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন, আদিপুস্তক ১১:৫; হোশেয় ৫:১৫; মীখা ১:৩। তিনি পৃথিবীতে গেলেন ও প্রচার করলেন। তিনি তাঁর আত্মা দ্বারা হনোক ও নোহকে অনুপ্রাণিত করলেন এবং তাদের কাছে ধার্মিকতা প্রচার করলেন, ২ পিতর ২:৫।

(২) শ্রোতা। কারণ প্রেরিত পিতর যখন তাদের কথা বলছেন তখন তারা ছিল মৃত ও আত্মাবিহীন। এ কারণেই তিনি বলছেন যে, তাদের আত্মা এখন বন্দী রয়েছে। এমন নয় যে, খ্রীষ্ট যখন তাদের কাছে প্রচার করেছেন তখন তারা বন্দী ছিল, যেভাবে ভলগার ল্যাটিন অনুবাদ অনুসারে পোপীয় মতবাদীরা মত প্রকাশ করেন।

(৩) এই সমস্ত মানুষের পাপ: তারা ছিল অবাধ্য; অর্থাৎ তারা ছিল বিদ্রোহী, অনমনীয় ও অবিশ্বসী। ঈশ্বরের ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতাকে উপেক্ষা করার কারণে ক্রমাগতভাবে তাদের পাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা সময় প্রায় ১২০ বছর ধরে ঈশ্বর মানুষের পাপ সহ্য করে গেছেন, যখন নোহ বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জাহাজ তৈরি করছিলেন এবং কী ঘটতে যাচ্ছে সে বিষয়ে মানুষকে সতর্কবাণী প্রদান করছিলেন।

(৪) ঘটনার বর্ণনা: তাদের দেহ জলে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং তাদের আত্মা নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যাকে বলা হয় পাপীদের কারাগার (মথি ৫:২৫; ২ পিতর ২:৪,৫)। কিন্তু নোহ

ও তাঁর পরিবার, যারা বিশ্বাস করেছিলেন ও বাধ্য হয়েছিলেন, তারা সকলে সেই জাহাজে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন।

২. এই পুরো বিষয়টি থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে:-

(১) সকল যুগে মানুষ তাদের আত্মার পরিত্রাণ লাভের জন্য যত প্রচেষ্টা চালিয়েছে, যে সকল মাধ্যম ব্যবহার করেছে ও যে সকল সুযোগ লাভ করেছে, তার সবই ঈশ্বরের নজরে আছে। পুরাতন পৃথিবীর কাছে এটা জানানো হয়েছিল যে, খ্রীষ্ট তাদেরকে সাহায্য করতে চান, তিনি তাদের জন্য তাঁর আত্মা প্রেরণ করেছেন, নোহ দ্বারা তাদেরকে যথা সময়ে সতর্কবাণী প্রদান করেছেন এবং তাদের মন পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করেছেন।

(২) যদিও ঈশ্বর পাপীদের প্রতি দীর্ঘ কাল ধৈর্য ধারণ করেন, তথাপি এক সময় না এক সময় তাঁর ধৈর্যের ঠিকই অবসান হয়। ঈশ্বর তাঁর পরম মহানুভবতায় মানুষের প্রতি ধৈর্য ধারণ করলেও মানুষ তার মূল্য দিতে ব্যর্থ হয়।

(৩) অবাধ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার আত্মা চলে যায় নরকে, যেখান থেকে তার আর কোন মুক্তি নেই।

(৪) প্রশস্ত পথ অনুসরণ করার জন্য সর্বোত্তম, বুদ্ধির পরিচায়ক কিংবা নিরাপদ কোনটাই নয়। আট লক্ষ ডুবন্ত মানুষকে অনুসরণ করার চেয়ে আট জন মানুষকে জাহাজের ভেতরে অনুসরণ করাটাই শ্রেয়।

১ পিতর ৩:২১-২২ পদ

বন্যা থেকে জাহাজের মাধ্যমে নোহের উদ্ধার বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সকল বিশ্বাসীদের পরিত্রাণের প্রতীকী অর্থ উপস্থাপন করে। জাহাজের মাধ্যমে উদ্ধার প্রাপ্তি ছিল একটি নিদর্শন, যা বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদের অনন্ত পরিত্রাণের কথা বোঝানো হয়েছে। প্রেরিত পিতর তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে চেয়েছেন।

ক. বাপ্তিস্ম বলতে আসলে যা বোঝায় তা পিতর এখানে ঘোষণা করেছেন। বাপ্তিস্ম নেহায়েত জল দিয়ে দেহের বাইরের অংশ পরিষ্কার করা বোঝায় না, শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা বোঝায় না। বরং বাপ্তিস্ম হচ্ছে এমন একটি কাজ যার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তিতে নিজেকে সমর্পণ করা এবং একই সাথে দেহ, পৃথিবী ও শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে পরিত্রাণ দান করে। পরিষ্কার করা হচ্ছে একটি দৃশ্যনীয় চিহ্ন যার মধ্য দিয়ে এই আত্মিক প্রক্রিয়াটির নিদর্শন প্রকাশ করা হয়।

খ. প্রেরিত পিতর এখানে দেখিয়েছেন যে, পরিত্রাণ দানে বাপ্তিস্মের কার্যকারিতা কৃতকর্মের

উপর নির্ভর করে না, বরং তা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান এবং এর প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আশার ভিত্তির উপর নির্ভর করে। এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশার ভিত্তি থেকেই আমরা পাপে মৃত্যুবরণ করা থেকে নিজেদেরকে প্রতিহত করতে পারি এবং আমরা জীবনের নতুনতায় ও পবিত্রতায় পুনরুত্থিত হতে পারি। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. সঠিকভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা হলে তা পরিত্রাণ প্রাপ্তির একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাপ্তিস্মের দ্বারা আমরা উদ্ধার পাই। বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে প্রভু আমাদেরকে তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রদান করেন, প্রেরিত ২:৩৮; ২২:১৬।

২. শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে পর যদি কোন ব্যক্তির মাঝে স্বচ্ছ ও উত্তম বিবেক এবং সৎ জীবন না থাকে, তাহলে সেই বাপ্তিস্ম তাকে কখনোই পরিত্রাণ দিতে পারে না। বাপ্তিস্ম গ্রহণের পাশাপাশি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত একটি জবাবদিহিতামূলক পবিত্র অন্তর থাকতে হবে। *আপত্তি:-* নবজাতক শিশুরা এ ধরনের জবাবদিহি করতে পারে না, সে কারণে তাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া উচিত নয়। *উত্তর:-* প্রকৃত তক্‌ছেদ হওয়া উচিত অন্তরে ও আত্মায় (রোমীয় ২:২৯), যে ধরনের তক্‌ছেদকৃত অন্তর ও আত্মা ধারণ করা শিশুদের পক্ষে সম্ভব নয়; তথাপি আট দিন বয়সে নবজাতক শিশুদের তক্‌ছেদ করানো হত। খ্রীষ্ট নিজেও এই প্রথা পালনে ব্যতিক্রম করেন নি এবং সে কারণেই খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

গ. প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়ে কথা বলার পর এখন তাঁর স্বর্গারোহণ এবং পিতার ডান পাশে বসা নিয়ে কথা বলছেন। কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের সময় বিশ্বাসীদেরকে সান্ত্বনা দানের জন্য তা অত্যন্ত উপযোগী, পদ ২২। খ্রীষ্ট এত গভীর দুঃখভোগ করার পর তাঁর উর্ধ্বগমন যদি এতটা গৌরবময় হয়, তাহলে তাঁর অনুসারীদেরও হতাশ না হয়ে এ কথা মাথায় রাখা উচিত যে, এই ক্ষণিকের দুঃখ ও কষ্টের পর তাদের জন্য অপেক্ষা করছে অপরিমেয় আনন্দ ও মহিমা। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে তাঁর দায়িত্ব পালন সুসম্পন্ন করার পর এবং তাঁর সমস্ত কষ্টভোগ করার পর বিজয়ীর বেশে স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন, প্রেরিত ১:৯-১১; মার্ক ১৬:১৯। তিনি তাঁর অর্জিত গৌরব ও মহিমার মুকুট গ্রহণ করার জন্য স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন (যোহন ১৭:৫), যেন তিনি পৃথিবীতে তাঁর মধ্যস্থতামূলক কাজের সমাপ্তি টানতে পারেন, তাঁর সন্তুষ্টির পরিপূর্ণতা প্রকাশ করতে পারেন, তাঁর নিজ লোকদের জন্য স্বর্গ অধিকার করতে পারেন, স্বর্গে তাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে পারেন এবং তাদের জন্য পৃথিবীতে এক সহায় প্রেরণ করতে পারেন, যা হবে তাঁর মধ্যস্থতার প্রথম ফল, যোহন ১৬:৭।

২. যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গারোহণের পর পিতা-ঈশ্বরের ডান পাশে আসন গ্রহণ করেছেন। তিনি সেখানে বসে তাঁর সমস্ত দুঃখভোগ ও পার্থিব যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন এবং তাঁর সর্বোচ্চ সম্মনিত স্থান ও সার্বভৌম ক্ষমতা তিনি ভোগ করছেন।

৩. স্বর্গদূত, স্বর্গের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সমস্ত কিছুই যীশু খ্রীষ্টের অধীনস্থ হয়েছে: স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা; অর্থাৎ আদেশ করা, আইন প্রণয়ন করা, বিধান জারি করা ও শাস্তি ঘোষণা করা এ সমস্ত কিছুর ক্ষমতা যীশু খ্রীষ্টের হাতে ন্যস্ত হয়েছে, যিনি একাধারে মানুষ ও ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র। এ কারণে তাঁর বিরোধিতাকারী ও শত্রুরা চিরকালের জন্য আফসোসে ভুগবে এবং নরকের যন্ত্রণা ভোগ করবে। কিন্তু যারা খ্রীষ্টের অনুগত ও অনুসারী, তারা ভোগ করবে চিরন্তন আনন্দ ও সন্তুষ্টি।

পিতরের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ৪

একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কাজ দ্বিমুখী – ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য দুঃখভোগ করা। এই অধ্যায়ে এই দুই ধরনের কাজের ব্যাপারেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যে দায়িত্ব পালনের জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে এখানে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো হল:- পাপ থেকে মন ফেরানো, ঈশ্বরতে জীবন ধারণ করা, সংযম সাধন, প্রার্থনা, দানশীলতা, আতিথেয়তা এবং আমাদের মেধার সর্বোত্তম উন্নতি সাধন। এ বিষয়গুলো বিবেচনা করার জন্য প্রেরিত পিতর বিশ্বাসীদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন যেন তারা তাদের বিদ্যমান পাপগুলো থেকে বেরিয়ে আসে এবং সমস্ত মন্দতার অবসার ঘটিয়ে খ্রীষ্টের আগমনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে, পদ ১-১১। দুঃখভোগের ব্যাপারে তিনি এই নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, এতে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়, বরং দুঃখভোগের মাঝেও আমাদের আনন্দ করা উচিত। তবে সেই দুঃখভোগ যেন মন্দ কাজের জন্য না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, প্রভুর শেষ বিচার প্রায় কাছে এসে গেছে। মানুষের আত্মা এখন সব সময়ই বিপদের সম্মুখীন রয়েছে। এ কারণে তাদের আত্মাকে সংরক্ষণ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে মঙ্গলজনক কাজ করা।

১ পিতর ৪:১-৪ পদ

এখানে প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টের দুঃখভোগ বিবেচনা করে নতুন আঙ্গিকে কিছু নির্দেশনা আমাদের সামনে এনেছেন। আগে যেমন তিনি দুঃখ ও কষ্ট ভোগের ক্ষেত্রে আমাদেরকে উৎসাহ দান করার জন্য খ্রীষ্টের দুঃখভোগকে সামনে এনেছেন, ঠিক সেভাবে এখন তিনি উল্লেখ করছেন আমাদের পাপ থেকে মন পরিবর্তনের কথা। লক্ষ্য করুন:-

ক. কীভাবে বিশ্বাসীদের প্রতি এই আবেদন রাখা হয়েছে। আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মাংসিক দেহে অর্থাৎ মানুষ রূপে দুঃখভোগ করেছেন। এখানে পিতর আমাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, আমাদের নিজেদেরকে সমমনা হয়ে, সাহস নিয়ে ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সবল হয়ে উঠতে হবে। মাংসিক দেহ বলতে এর আগে খ্রীষ্টের মানবীয় প্রকৃতিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই অংশে কথাটি দিয়ে মানুষের কলুষিত স্বভাবকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই এখান থেকে আমরা যে মূল ধারণাটি পাই তা হচ্ছে: খ্রীষ্ট যেমন মানবীয় স্বভাববিশিষ্ট হয়ে দুঃখভোগ করেছিলেন, তেমনি করে আমরাও আমাদের বাপ্তিস্মের প্রতিজ্ঞা ও করণীয় অনুসারে আত্মসংযম ও মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাপের দেহকে পরিত্যাগ করে আমাদের কলুষিত মাংসিক স্বভাবের জন্য দুঃখভোগ করব। কারণ যদি

আমরা এভাবে দুঃখভোগ না করি, তাহলে আমরা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হব না এবং আমাদের পাপের মুছে যাবে না। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. সব ধরনের পাপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী ও যথোপযুক্ত যুক্তিগুলো এসেছে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ থেকে। একজন দুঃখভোগকারী হিসেবে খ্রীষ্টের প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা না থাকলে আমাদের পাপ খণ্ডন করা সম্ভব নয়। খ্রীষ্ট এই পাপকেই ধ্বংস করতে এসেছেন। যদিও তিনি আনন্দের সাথে নিজেকে সবচেয়ে ভয়াবহ কষ্ট ও যন্ত্রণার মাঝে সমর্পণ করেছেন, তথাপি তিনি কোন অবস্থাতেই নিজেকে কোন ন্যূনতম পাপের কাছেও সমর্পণ করেন নি।

২. সত্যিকার মন পরিবর্তনের সূচনা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে, তার দেহের শাস্তি ও কষ্টভোগের মাঝে নয়। মানুষের অন্তর ও মন পূর্ণ থাকে ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি বিরোধিতায়। তার বুদ্ধিবৃত্তি থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ঈশ্বরতে পূর্ণ জীবন থেকে বিচ্যুত, ইফিষীয় ৪:১৮। মানুষ যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের পুনরুজ্জীবন দানকারী অনুগ্রহের দ্বারা নতুন জীবন লাভ করে ও পবিত্র না হয়, সে পর্যন্ত মানুষ থাকে এক পক্ষপাতিত্বকারী, অন্ধ ও মন্দ প্রাণী।

খ. যেভাবে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পদ ২। পাপের প্রতি মৃত হওয়া ও পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে একাধারে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে যা বোঝাতে চেয়েছেন সে বিষয়ে তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন। নেতিবাচকভাবে, নতুন জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হওয়ার পর একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আর কোন অবস্থাতেই তার মাংসিক দেহে জীবন ধারণ করা উচিত নয়, তার মন্দতাপূর্ণ অভিলাষ ও পাপপূর্ণ কামনার অধীনে চলা উচিত নয়। বরং তার উচিত ইতিবাচকভাবে পবিত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে নিজেকে সমর্পণ করা। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. মানুষের অন্তরের কামনা ও অভিলাষই তাদের সমস্ত মন্দতার উৎস, যাকোব ১:১৩,১৪। যদি তা মানুষের নিজ কলুষতার কারণে সৃষ্ট না হত তাহলে মানুষ পাপ দ্বারা এতটা মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হত না।

২. সমস্ত উত্তম খ্রীষ্টিয় বিশ্বসীই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে থাকেন, তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই তারা তাদের জীবন অতিবাহিত করে থাকেন।

৩. সত্যিকার মন পরিবর্তন মানুষের অন্তরে ও জীবনে আনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এটি একজন মানুষের সকল পুরাতন অভ্যাস, পুরাতন ধ্যান ধারণা ও অভিলাষপূর্ণ কামনা থেকে তাকে মুক্ত করে এবং সেই সাথে এই পৃথিবীর প্রচলিত মন্দতা ও পাপের পথ থেকে দূর সরিয়ে রাখে। প্রকৃত মন পরিবর্তনের ফলে একজন মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হতে থাকে। এর ফলে মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। তার বিচারবুদ্ধি, তার ভাল

লাগা, চিন্তার গতিপথ ও জীবনের প্রত্যেকটি কাজের ধারা একেবারেই ভিন্ন রূপে আবর্তিত হয়, যা আগে কখনো হয় নি।

গ. যেভাবে এই আবেদনের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে (পদ ৩): "আমাদের অতীত জীবনে আমরা অযিহূদীদের মত করে অনেক কাজই করেছি।" এখানে প্রেরিত পিতর ন্যায্যতা ও পবিত্রতার পক্ষে বিশেষভাবে যুক্তি উত্থাপন করছেন। "এটি সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য, উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত যে, এখন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করছ।" যদিও যাদের কাছে পিতর এই পত্র লিখছেন তারা সকলে ছিল যিহূদী, তথাপি অযিহূদীদের মধ্যে বসবাস করার কারণে তারা এ বিষয়ে সম্যক ধারণ রাখত। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে মন পরিবর্তন করে, তখন সে তার অতীত জীবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে সেটা চিন্তা করাটা তার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে এত বছর ধরে সে যে ধরনের দুষ্কর্ম করে এসেছে, যে ধরনের পাপগুলো করেছে, যেভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করেছে ও অসম্মান করেছে এবং নিজের ক্ষতি করেছে তা সত্যিই তার জন্য এখন অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে।

২. মানুষের ইচ্ছা যখন অপবিত্র ও কলুষিত থাকে, তখন সে সব সময় মন্দ পথে চলাফেরা করতে থাকে। সে এই মন্দতাকেই করে তোলে তার পছন্দ ও আনন্দের বিষয়, তার কাজ ও তার ধ্যান-জ্ঞান। আর সে প্রতিদিনই মন্দ থেকে আরও মন্দতর অবস্থায় যেতে থাকে।

৩. একটি পাপ করতে দিলে আরেকটি পাপ সুযোগ পেয়ে বসে। এখানে ছয়টি পাপের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং এগুলোর একটি সাথে আরেকটির সংযোগ ও নির্ভরতা রয়েছে।

(১) লম্পটতা: চারিত্রিক অনৈতিকতা, যা প্রকাশ পায় চাহনি, আচার আচরণ বা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে, রোমীয় ১৩:১৩।

(২) সুখাভিলাষ: কামনার বশবর্তী কাজ, যেমন বেশ্যাবৃত্তি ও জেনা।

(৩) মদ্যপান: মাতলামি করা, স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এমন যথেচ্ছা মদ্যপান।

(৪) রঙ্গরস: ভোগ বিলাসিতা, যা প্রচুর অপচয় ও ভোগবাদিতার কথা প্রকাশ করে।

(৫) ভোজ-উৎসব: যা বোঝায় পেটুকতা বা খাবারের যথেচ্ছ অপচয়।

(৬) ঘৃণ্য মূর্তিপূজা: অযিহূদীদের মূর্তিপূজা বা প্রতিমা পূজার সাথে যুক্ত ছিল সব ধরনের লম্পটতা, কামুকতা, মদ্যতা, পেটুকতা, ভোগ বিলাস ও নৃশংসতা। যে যিহূদীদের কাছে এই পত্রটি লেখা হয়েছে তারা এই সমস্ত অযিহূদীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করার কারণে তাদের মধ্যেও এই ধরনের পাপগুলোর প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল।

৪. যা একান্দভাবে মন্দ তা থেকে দূরে থাকা শুধু নয়, সেই সাথে যা কিছু থেকে পাপের উৎপত্তি হতে পারে, বা যে মন্দ বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে ভাল বলে মনে হয় সেগুলো থেকে

দূরে থাকাও একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কর্তব্য। কামুকতা ও প্রতিমাপূজার মত মদ্যপান ও অতি মাত্রায় ভোজ উৎসবও নিষিদ্ধ।

১ পিতর ৪:৫-৬ পদ

ক. এখানে আমরা দেখব, বিগত অংশে যাদের মন্দতায় পূর্ণ অতীত জীবনের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে তাদের বর্তমান জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন আর আগের মত করে চলে না, বা তাদের আর সেই আগের সঙ্গ নেই। এ প্রসঙ্গে দেখুন তাদের প্রতি তাদের মন্দ সঙ্গীদের মনোভাব এখন কেমন:-

১. *এখন তারা এই দেখে আশ্চর্য হয়*। তারা বিস্মিত ও হতভম্ব হয়, কারণ তারা সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন কিছু দেখছে। তাদের পুরাতন বন্ধুরা এখন অনেক পাল্টে গেছে। আগে তারা যে ধরনের উচ্চৃঙ্খলতায় মত্ত হত এখন আর তা করে না। যে ধরনের বিলাসিতা ও আনন্দ ভোগে তারা মেতে উঠত এখন আর সেভাবে মেতে ওঠে না।

২. *তারা তোমাদের নিন্দা করে*। তাদের এই বিস্ময় তাদেরকে ধাবিত করে দুষ্টতার দিকে। তারা এই পরিবর্তিত মানুষগুলোর ব্যক্তিত্ব, চলাফেরা, তাদের ধর্ম ও ঈশ্বরকে নিয়ে মন্দ কথা বলে। এখানে দেখুন:-

(১) যারা সত্যিকার অর্থেই একবার মন পরিবর্তন করে তারা আর তাদের পূর্বেকার জীবনে ফিরে যায় না। যত প্রলোভন, পরীক্ষা বা ভ্রুকুটিই তাদের জীবনে আসুক না কেন তারা আর সেই জীবনের পথে পা বাড়ায় না। প্ররোচণা বা ভর্ৎসনা কোন কিছুই তাদের এই নতুন জীবনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

(২) প্রকৃত খ্রীষ্টানদের আচরণ ও জীবনযাত্রা দেখে ঈশ্বরবিহীন অনেক মানুষের কাছেই খুব আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে। অন্যেরা যে বিষয়টি খুব পছন্দ করে সেই বিষয়টি তাদের কাছে হওয়া উচিত ঘৃণ্য। অন্যদের কাছে যেটি অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, খ্রীষ্টানদের কাছে তা হবে পরম বিশ্বাসের, অন্যদের কাছে যা কঠিন ও বিরক্তিকর, খ্রীষ্টানদের কাছে সেটাই হবে আনন্দের বিষয়। যেখানে দৃশ্যমান কোন আশা নেই সেখানেও খ্রীষ্টিয়ানরা বিশ্বাসের কারণে আশা ধরে রাখবে এবং ঈশ্বর্‌র উপর নির্ভর করবে, যা ঈশ্বরবিহীন মানুষেরা কখনো বুঝতে পারবে না।

(৩) যারা অধার্মিক তাদের ভর্ৎসনা ও সমালোচনা থেকে ধার্মিক লোকদের ধার্মিকতাপূর্ণ কাজগুলো কখনো রেহাই পায় না। যে কাজের জন্য একজন ভাল মানুষকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট, প্রতিকূলতা ও আত্মত্যাগ করতে হবে, সেই কাজের জন্যই এই মন্দ পৃথিবী তাকে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করবে ও তিরস্কার করবে। মন্দ পৃথিবী ভাল মানুষ সম্পর্কে মন্দ কথা বলে। অথচ ভাল মানুষেরাই পৃথিবীতে ভালবাসা, ধার্মিকতা ও মঙ্গলময়তার ধারক।

খ. ঈশ্বরের দাসদের সান্ত্বনা দানের জন্য এখানে যুক্ত করা হয়েছে:-

১. সকল মন্দ মানুষ, বিশেষ করে যারা ভাল মানুষদের সম্পর্কেও মন্দ কথা বলে, তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তারা যে আচরণ করেছে তার জন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হবে। যিনি বিচার করার জন্য প্রস্তুত এবং যিনি একাধারে সক্ষম ও ক্ষমতা সম্পন্ন, তিনিই তাদের বিচার করবেন। যারা জীবিত আছে তাদেরকে সকলে তিনি বিচারের কাঠগড়ায় আনবেন এবং যারা পাপে পূর্ণ থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মাকেও তিনি উঠিয়ে নিয়ে এসে বিচারে দাঁড় করাবেন, যাকোব ৫:৮,৯; ২ পিতর ৩:৭। লক্ষ্য করুন, খুব শীঘ্রই এই মন্দতাপূর্ণ পৃথিবীকে মহান ঈশ্বরের সামনে তাঁর পবিত্র লোকদের প্রতি করা তাদের সমস্ত মন্দ কাজ ও কথার জন্য হিসাব দিতে হবে, যিহূদা ১৪,১৫। তারা খুব শীঘ্রই ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি করা তাদের সমস্ত বদদোয়া, তাদের মূর্খতাপূর্ণ আচরণ, তাদের করা সমস্ত তিরস্কার ও মিথ্যাবাদিতার জন্য আফসোস করবে।

২. *কারণ এই অভিপ্রায়ে মৃতদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, যেন তারা দৈহিকভাবে মানুষের মত বিচারাধীন হলেও, আত্মায় তারা ঈশ্বরের মতই জীবিত থাকে*, পদ ৬। অনেকে এই অংশটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন: কারণ এই অভিপ্রায়ে আগেকার দিনের বিশ্বস্ত লোকদের কাছেও সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, যারা এখন খ্রীষ্টতে মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন পৃথিবীর মানুষ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাদেরকে দৈহিকভাবে যে দুঃখ ও কষ্ট দেয় তা তারা সহ্য করতে শিখতে পারেন ও উৎসাহ পান, এবং সেই সাথে আত্মার ঈশ্বরের সাথে জীবিত থাকেন। অন্যান্য অনেকে *দৈহিকভাবে মানুষের মত বিচারাধীন* অংশটিকে কিছুটা আত্মিক অর্থে দেখে থাকেন, যেমন: সুসমাচার তাদের কাছে প্রচার করা হয়েছিল তাদেরকে বিচার করার জন্য, তাদেরকে অভিযুক্ত করার জন্য এবং তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য, তাদের স্বভাবের কলুষতার জন্য এবং তাদের জীবনযাত্রার মন্দতার জন্য, যখন তারা অযিহূদী বা অন্যান্য সাধারণ মানুষের মত করে জীবন ধারণ করত। আর এভাবে তারা তাদের পাপের কারণে শাস্তি ভোগ করার পর তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন ধারণ করতে শুরু করে এবং এক নতুন ও আত্মিক জীবন লাভ করে। এই ধারণাগুলো থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. আমাদের পাপের মোচন ও ঈশ্বরতে জীবন ধারণই হচ্ছে আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

২. ঈশ্বরের নির্দেশনায় যাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে ঈশ্বর সুস্পষ্টভাবে চিনতে পারবেন এবং তাদের মধ্যে এই প্রচারের যে ফল সৃষ্টি হয়েছে তাও তিনি চিহ্নিত করতে পারবেন। সুসমাচার প্রচার যাদের জীবনে কোন ফল তৈরি করে নি তাদেরকে তিনি শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

৩. মানুষের মত করে দৈহিকভাবে আমরা কী ধরনের বিচারের সম্মুখীন হচ্ছি সেটা কোন বিষয় নয়। বরং আমরা ঈশ্বরতে কীভাবে আত্মায় জীবন ধারণ করছি সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

১ পিতর ৪:৭-১১ পদ

এখানে আমরা একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি ও এ সম্পর্কিত শিক্ষা লাভ করি। পরিস্থিতিটি হচ্ছে, *সকল বিষয়ের শেষকাল সন্নিকট*। আমাদের পরিত্রাণকর্তা যিহূদী মণ্ডলী ও জাতির যে ভয়াবহ ধ্বংসের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা একেবারেই সন্নিকট। ফলশ্রুতিতে তাদের নির্যাতন ও আমাদের যন্ত্রণাভোগের সময়ও আসন্ন হয়ে পড়েছে। আমাদের নিজেদের জীবন ও আমাদের শত্রুদের জীবনও এখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর স্থায়িত্বকালও আর বেশি দিন নেই। বিলুপ্তির সময় আসন্ন প্রায়। পৃথিবীর সমস্ত কিছু এবং সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক চিরন্তন অসীমতায় বিলীন হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা কয়েকটি বিষয়ের ধারণা নিতে পারি:-

১. আমাদেরকে সংযমী ও সতর্ক হতে হবে: *তোমরা নিজেদেরকে দমনে রাখ*, পদ ৭। আমাদের অন্তরের রূপরেখা ও আচরণ হতে হবে দৃঢ় ও অনঢ়। যে কোন পার্থিব ভোগ বিলাস ও আনন্দ বিনোদনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সংযম ও কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। আমরা যেন কোনভাবেই আর আমাদের পূর্বেকার পাপ ও আচরণে ফিরে না যাই সেভাবে আমাদের নিজেদেরকে চালিত করতে হবে, পদ ৩। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা প্রার্থনা করতে পারি। সব সময় সংযমের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে যেন আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্যনীয় হয় এবং আমরা সব সময় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারি, লূক ২১:৩৪; মথি ২৬:৪০,৪১। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) আমরা যে পৃথিবীর শেষ সময়ের দিকে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলছি এই বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের উচিত সকল প্রকার পার্থিব আমোদ ফূর্তি ত্যাগ করে নিজেদেরকে সংযমী রাখা এবং ধার্মিকতায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করা।

(২) যারা কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রার্থনা করবেন তাদের অবশ্যই সেই প্রার্থনা যেন গ্রাহ্যনীয় হয় সেভাবে জীবন ধারণ করতে হবে। তাদের নিজেদের আত্মাকে সুরক্ষায় রাখতে হবে এবং প্রার্থনা করার সমস্ত সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

(৩) দেহকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা আত্মার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেহের অভিরুচি ও প্রবৃত্তিগুলোকে যখন উপযুক্তভাবে দমন করা যায় তখন দেহের কর্তৃত্ব খর্ব হয় এবং মানুষ তখন ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলতে পারে। দেহের স্বার্থের চেয়ে তখন আত্মার স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়। দেহ তখন আর আত্মার শত্রু থাকে না, বরং তা হয়ে ওঠে আত্মার বন্ধু ও সাহায্যকারী।

২. ভালবাসা করা: *সর্বোপরি, তোমরা পরস্পরকে একাগ্রভাবে প্রেম কর*, পদ ৮। এখানে আমরা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্য দেখতে পাই। খ্রীষ্টানদের উচিত একে অপরকে ভালবাসা। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে অপরের

ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অপরের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করা এবং তা বাস্তবে করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া। এই পারস্পরিক ভালবাসা অবশ্যই আন্তরিক হতে হবে, সেখানে কোন ধরনের শীতলতা থাকলে চলবে না। এই ভালবাসা হতে হবে আন্তরিক, শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। অন্য সব কিছুর চেয়ে এ ধরনের আন্তরিক ভালবাসাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা এই ভালবাসার গুরুত্ব বুঝতে পারি, কলসীয় ৩:১৪। এটি বিশ্বাস বা প্রত্যাশার চেয়েও বড়, ১ করিন্থীয় ১৩:১৩। ভালবাসার সবচেয়ে বড় ফলগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, ভালবাসা অনেক পাপ ঢেকে রাখে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) অন্যান্য মানুষের তুলনায় খ্রীষ্টানদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অনেক বেশি আন্তরিক ও জোরালো থাকা উচিত: *তোমরা পরস্পরকে একাগ্রভাবে ভালবাসা কর*। তিনি এখানে পৌত্তলিক, অযিহূদী বা অবিশ্বসীদের কথা বলেন নি, বরং নিজেদের কথা বলেছেন, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসার কথা বলেছেন, ইব্রীয় ১৩:১। প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে এক সুস্পষ্ট স্বার্থ, যার জন্য তাদের পরস্পরের মঙ্গল সাধন করা ও পরস্পরকে ভালবাসা করা একান্ত প্রয়োজন।

(২) খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের শুধু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই যথেষ্ট নয়। সেই সাথে তাদের পরস্পরকে একান্ত আন্তরিকভাবে ভালবাসা করতে হবে, ভালবাসতে হবে।

(৩) প্রকৃত ভালবাসার গুণ হল, তা প্রচুর পাপ ঢেকে রাখে। এর অর্থ হল, খ্রীষ্টিয়ানরা যখন একে অপরকে ভালবাসা করে, তখন তারা একে অপরের প্রতি করা পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়। এতে করে তারা পরস্পরের পাপগুলোকে মুছে ফেলে, বা আবৃত করে ফেলে। ভালবাসা পাপকে বাড়িয়ে তোলার বদলে বরং তা আরও ঢেকে দেয়। যারা দুর্বল এবং যারা তাদের মন পরিবর্তনের আগে বহু মন্দ কাজ করেছে, বহু পাপ করেছে, তাদেরকে দয়া করতে, তাদেরকে সাহায্য করতে ও তাদেরকে ক্ষমা করতে ভালবাসা আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এতে করে ঈশ্বরের তাদের প্রতি তাঁর দয়ার ও অনুগ্রহের হাত বাড়িয়ে দেন। যারা অন্যদেরকে ক্ষমা করে তাদেরকে ঈশ্বরের ক্ষমা করেন, মথি ৬:১৪।

৩. আতিথেয়তা, পদ ৯। এখানে যে অতিথিদারীর কথা বলা হয়েছে তা আসলে অপরিচিত ব্যক্তি ও পথিককে আপ্যায়ন করা বোঝানো হয়েছে। খ্রীষ্টিয় আতিথেয়তা প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অপরের সেবা করা। তাদের পরস্পরের সম্পর্কে নৈকট্য, নির্যাতন ও কষ্টের সময় তাদের পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে খ্রীষ্টিয়ানরা পরস্পরের আতিথেয়তার জন্য দায়বদ্ধ। অনেক সময় খ্রীষ্টানদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাদেরকে নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এই ক্ষেত্রে তাদেরকে নিশ্চয়ই না খেয়ে মরতে হবে, যদি তাদের সহ-বিশ্বসীরা তাদেরকে আশ্রয় না দেন। এ কারণে প্রেরিত পিতর এখানে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অপরিহার্য বিধান স্থাপন করেছেন। অন্যান্য স্থানেও এই বিধান রাখা হয়েছে, ইব্রীয় ১৩:১,২; রোমীয় ১২:১৩। এই দায়িত্বটি পালন করতে হবে এভাবে: কোন প্রকার বিরক্তি না রেখে, খরচ বা ঝামেলার ভয় না করে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ও আন্তরিক মন

নিয়ে আতিথেয়তা করতে হবে। এখানে আমরা শিখতে পারি:-

(১) খ্রীষ্টানদের কেবল পরস্পরকে ভালবাসা করলেই চলবে না, তাদের পরস্পরের প্রতি আতিথেয়তাও করতে হবে।

(২) একজন খ্রীষ্টিয় যেভাবেই ভালবাসুক ও আতিথেয়তা করুক না কেন, তাকে অবশ্যই তা আনন্দের সাথে ও কোন স্বার্থ চিন্তা বা অভিযোগ না করে করতে হবে। আমরা যেমন বিনামূল্যে পেয়েছি তেমনি বিনামূল্যে দান করব।

৪. তালন্ত বা দানের উন্নতি সাধন, পদ ১১।

(১) নিয়ম হচ্ছে, আমাদের যে ধরনের দানই থাকুক না কেন, তা বিশেষ হোক আর সাধারণ হোক, সেই দানের যে ধরনের মঙ্গল সাধন করার ক্ষমতা, সক্ষমতা বা সামর্থ্যই থাকুক না কেন, আমাদের অবশ্যই পরস্পরের প্রতি এই দানের চর্চা করতে হবে যেন অপর বিশ্বাসীরা এই দান থেকে উপকৃত হন। আমাদেরকে এই দানের তত্ত্বাবধান করতে হবে যেন ঈশ্বর তা আরও বৃদ্ধি দান করেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] ভাল কাজ করার যে সক্ষমতাই আমাদের ভেতরে থাকুক না কেন তা অবশ্যই ঈশ্বরের দেওয়া দান বলে আমাদের স্বীকার করতে হবে এবং তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তা বিবেচনা করতে হবে।

[২] আমরা যে দানই গ্রহণ করিষ্ণীয় না কেন, আমাদেরকে অবশ্যই তা পরস্পরের প্রতি ব্যবহার্য দান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। তা আমাদের একান্ত নিজেদের বলে ভাবলে চলবে না, কিংবা রুমালে মুড়িয়ে লুকিয়ে রাখলে চলবে না, বরং আমাদের সক্ষমতা অনুসারে পরস্পরের সেবার জন্য তা ব্যয় করতে হবে।

[৩] ঈশ্বর প্রদত্ত বহুবিধ দান গ্রহণ ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকে কেবল একজন তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে দেখতে হবে এবং সেভাবেই দায়িত্ব সহকারে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে যে সকল দান ও তালন্ত দেওয়া হয়েছে তা আমাদের প্রভু আমাদেরকে বিশ্বস্ত হিসেবে বিবেচনা করেই দিয়েছেন। তাই আমাদের উচিত তাঁর নির্দেশনা অনুসারে সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সেই সাথে একজন তত্ত্বাবধানকারীর বিশ্বস্ত হওয়াটা বাধ্যতামূলক।

(২) প্রেরিত পিতর বিশেষভাবে দুটি দান সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করেছেন – বক্তব্য দান ও পরিচর্যা কাজ। এ সম্পর্কে তিনি নিচের নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন:-

[১] একজন মানুষ যদি সর্ব সমক্ষে বক্তব্য রাখেন বা শিক্ষা দেন, তিনি একজন পরিচর্যাকারী হোন বা একজন সাধারণ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হোন, তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের বাণী বলার মত করে কথা বলতে হবে, যেন তা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের অন্তর স্পর্শ করতে পারে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ব্যক্তিগতভাবে বা পরিচর্যাকারী হিসেবে সর্ব সমক্ষে যা শিক্ষা দেন ও বলেন তা অবশ্যই

ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত বক্তব্য হতে হবে এবং ঈশ্বরের বাণী হতে হবে। কথা বলার ধরন বিচার করলে তাকে অবশ্যই আন্তরিকতা, ভাব গাম্ভীর্য ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে কথা বলতে হবে, যেন তা পবিত্র হয় ও ঈশ্বরের বাণী তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

[২] একজন খ্রীষ্টিয় পুরোহিত বা বিশপ থেকে শুরু করে সাধারণ ডীকন যে-ই পরিচর্যাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন না কেন, তাকে অবশ্যই মণ্ডলীতে দান উপহার দিতে হবে এবং দরিদ্রদের প্রতি দয়া করতে হবে। কিংবা একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তাকে ভালবাসার দান ও উপহার দিতে হবে। ঈশ্বর তাকে যেমন সামর্থ্য দিয়েছেন তেমন করে তার দান করা প্রয়োজন। যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে পেয়েছেন তার উচিত তেমনি করে প্রচুর পরিমাণে দান করা। এই বিধানগুলো পালন করা উচিত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে, আমাদের সকল দান, সকল কাজ, পরিচর্যা ও সেবার মধ্য দিয়ে যেন ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, অন্যরা যেন আমাদের ভাল কাজ দেখতে পায় এবং স্বর্গের পিতার গৌরব ও মহিমা করতে পারে (মথি ৫:১৬)। এর মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টও গৌরবান্বিত হবেন, যিনি এই সকল দান মানুষকে দিয়েছেন (ইফি ৪:৮) এবং একমাত্র যার মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত কাজ ও আমাদের জীবন ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় (ইব্রীয় ১৩:১৫)। সেই মহান যীশু খ্রীষ্ট চিরকাল প্রশংসিত ও মহিমান্বিত হোন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

প্রথমত, খ্রীষ্টানদের জন্য এটি একাধারে ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিচর্যাকারী হিসেবে মানুষের মাঝে দায়িত্ব হিসেবে বর্তায় যে, তারা যেন একে অপরের সাথে ঈশ্বরের বিষয়সমূহ নিয়ে কথা বলেন, মালাখি ৩:১৬; ইফিষীয় ৪:২৯; গীতসংহিতা ১৬৫:১০-১২।

দ্বিতীয়ত, সুসমাচারের সকল প্রচারকও উচিত ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নিবেদিত হওয়া এবং ঈশ্বরের বাক্যকে তাঁর শিরোধার্য বাণী হিসেবে বিবেচনা করা।

তৃতীয়ত, খ্রীষ্টানদের শুধুমাত্র তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য পালন করলেই চলবে না, সেই সাথে তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে এবং তাদের সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। একজন খ্রীষ্টানের কাজ হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ও উঁচু পর্যায়ের কাজ। এই কাজের জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ ঐকান্তিকতা এবং সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের গৌরব সাধন করার জন্য ও অন্যদের মঙ্গল সাধন করার জন্য একান্ত সদিচ্ছা।

চতুর্থত, আমাদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালন ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের উচিত ঈশ্বরের গৌরব সাধনকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থাপন করা। অন্য সকল মতাদর্শ ও ধারণাকে এই বিশেষ লক্ষ্যের অধীনে রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ঈশ্বরের গৌরব সাধনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য আমাদের সাধারণ কার্যাবলী ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করবে, ১ করিন্থীয় ১০:৩১।

পঞ্চমত, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা ও অনুমোদনের মধ্য দিয়ে না গেলে আমাদের কোন কাজের কারণেই ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন না। সমস্ত বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বর মহিমান্বিত হন, কারণ খ্রীষ্টই পিতার কাছে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

ষষ্ঠত, যীশু খ্রীষ্টের প্রতি প্রেরিত পিতর তাঁর বিশেষ ভক্তি প্রকাশ করে তাঁকে চিরন্তন প্রশংসা ও গৌরবের পাত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যীশু খ্রীষ্টই স্বয়ং সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ঈশ্বর এবং সবার চেয়ে বেশি আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের অধিকারী।

১ পিতর ৪:১২-১৯ পদ

এই পত্রের প্রত্যেকটি অধ্যায়ে এই পৃথিবীতে দুঃখভোগকারী খ্রীষ্টানদের পরামর্শ ও সান্ত্বনা দানের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, এই নব্য খ্রীষ্টিয়ানরা সবচেয়ে বেশি যে দিকটি থেকে নির্যাতন ও দুঃখভোগের সম্মুখীন হচ্ছিলেন তা হচ্ছে তাদের খ্রীষ্টিয় ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি অন্যদের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়া। কষ্টভোগের মাঝেও খ্রীষ্টানদের ভাল আচরণ হচ্ছে তাদের দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে কঠিন অংশ। কিন্তু খ্রীষ্টের সম্মান ও তাদের নিজেদের সান্ত্বনা দানের জন্য তা একান্তভাবে অপরিহার্য। এই কারণেই প্রেরিত পিতর তাদেরকে অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অংশে তাদের দায়িত্বগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে নির্দেশনা দান করেছেন ও উৎসাহিত করেছেন। আর এখানে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের মধ্যেও প্রয়োজনীয় ধৈর্য ধারণের ও সাক্ষ্য বহনের জন্য তিনি তাদেরকে প্রত্যক্ষ নির্দেশনা দিচ্ছেন। অপরিবর্তিত আত্মা সাক্ষ্য বহনের জন্য একেবারেই অনুপযোগী। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. এই সকল হতভাগ্য ও বঞ্চিত খ্রীষ্টানদের প্রতি প্রেরিত পিতরের বিশেষ সম্বোধন: তারা ছিল তাঁর প্রিয়েরা, পদ ১২।

খ. তাদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, বিশেষ করে তাদের দুঃখভোগকে কেন্দ্র করে:-

১. তারা যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মধ্যে পড়ে তাহলে তাদের অবাক হওয়া উচিত নয় বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়া উচিত নয়।

(১) এই সকল ঘটনা অত্যন্ত তীব্র ও ভয়াবহ হলেও এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল তাদেরকে পরীক্ষা করা, তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া নয়। তাদের আন্তরিকতা, শক্তিমত্তা, ধৈর্য ও ঈশ্বরতে তাদের আস্থা পরীক্ষা করাই এগুলোর উদ্দেশ্য। অপরদিকে তারা তাদের কষ্টভোগের মাঝেও আনন্দ করবেন, কারণ এই ধরনের কষ্টভোগকেই খ্রীষ্টের কষ্টভোগ বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এই একই ধরনের কারণে ও প্রায় একই ভাবে খ্রীষ্ট কষ্টভোগ করেছিলেন। এর ফলে আমরা খ্রীষ্টকে আরও নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারি। আমরা তাঁরই মত করে তাঁর কষ্টের অংশীদার হতে পারি এবং একইভাবে তাঁর মহিমারও অংশীদার হতে পারি। আর সেভাবেই আমরা তাঁর গৌরবময় দ্বিতীয় আগমনের কালে তাঁর বিরোধীদের বিচার ও তাঁর ধার্মিক অনুসারীদের মুকুট প্রাপ্তির প্রত্যক্ষদর্শী হতে পারি, ২ থিষলনীকীয় ১:৭। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা তাদের সহবিশ্বসী, ঈশ্বরের সন্তানদেরকে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত ও কষ্টকর সময়েও ভালবাসা করেন ও স্বীকৃতি দেন। প্রেরিত পিতর এই সকল হতভাগ্য ও

দারিদ্র পীড়িত খ্রীষ্টানদেরকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে প্রিয় বলে সম্বোধন করেছেন। সত্যিকার খ্রীষ্টিয়ানরা কখনো একজনের চেয়ে অন্যজনকে অধিক গুরুত্বের চোখে দেখেন না। তারা প্রত্যেককে সমান চোখে দেখেন।

[২] এই পৃথিবীর নির্দয়তা ও নির্যাতন দেখে ভয় পাওয়া বা বিস্মিত হওয়ার কোন যুক্তি নেই খ্রীষ্টিয় বিশ্বসীদের, কারণ এ সম্পর্কে তাদেরকে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। খ্রীষ্ট স্বয়ং তাদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেছিলেন এবং প্রত্যেককে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন। এই শর্তের উপর ভিত্তি করেই মূলত খ্রীষ্ট তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে বাছাই করেছিলেন।

[৩] খ্রীষ্টানদের চরম দুঃখভোগের সময় শুধুমাত্র ধৈর্য ধারণ করলেই চলবে না, সেই সাথে তাদেরকে আনন্দও করতে হবে, কারণ এতে করে তারা খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সহভাগী হচ্ছে এবং তারা স্বর্গীয় অনুগ্রহেরও অংশীদার হচ্ছে। তারা দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। যারা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করার সময় আনন্দ করে তারা চিরকাল খ্রীষ্টের সাথে গৌরব ও মহিমায় বিজয় উল্লাস ও আনন্দ করবে।

(২) ভয়াবহ পরীক্ষা থেকে এখন প্রেরিত পিতর চলে এসেছেন তীব্রতার দিক থেকে কিছুটা হালকা নির্যাতন ও কষ্টভোগ সম্পর্কিত কথায়। আর তা হচ্ছে জিহ্বা দ্বারা তিরস্কৃত ও ভর্ৎসনার পাত্র হওয়া, পদ ১৪। তিনি বলছেন যে, এ ধরনের কষ্টভোগ তাদেরকে করতে হবেই। খ্রীষ্টের নামের জন্য বিশ্বাসীদেরকে তিরস্কার করা হবে, তাদের নামে মন্দ কথা বলা হবে এবং অকথ্য ভাষায় দুর্নাম করা হবে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে তিনি বলেছেন, তোমরাই সুখী। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, "কারণ তোমাদের সাথে ঈশ্বরের আত্মা রয়েছে, যিনি তোমাদেরকে সুরক্ষা ও সান্ত্বনা দেবেন। আর ঈশ্বরের আত্মা একই সাথে গৌরবেরও আত্মা, যিনি সব সময় তোমাদেরকে বহন করে চলবেন এবং তোমাদেরকে গৌরব ও সমাদরে ভূষিত করবেন। তিনি তোমাদেরকে অনন্তকালীন গৌরবে প্রবেশ করার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তুলবেন। তিনি তোমাদের সাথে বসবাস করেন এবং তোমাদেরকে সহায়তা করে থাকেন, তোমাদের সকল কষ্টের মাঝে তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এটা কি এক অকল্পনীয় সুযোগ নয়? দুঃখভোগের মাঝেও তোমাদের ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের পরম নির্ভরতা এবং পবিত্র আত্মার প্রত্যাদেশ সঠিকভাবে পালন করার কারণে তোমাদের মধ্য দিয়ে তিনি গৌরবান্বিত হয়েছেন।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] সবচেয়ে ভাল মানুষ ও সবচেয়ে ভাল কাজগুলোই এই পৃথিবীর মানুষের কাছে সমালোচনার শিকার হয়ে থাকে। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর অনুসারী এবং ঈশ্বর ও তাঁর সুসমাচার মানুষের তিরস্কারের মুখে পড়ে।

[২] অনেক সময় ধার্মিক ব্যক্তিদের কষ্টভোগের মধ্য দিয়েও তাদের পবিত্র আনন্দ প্রকাশ পায়।

[৩] যে ব্যক্তির মাঝে ঈশ্বরের আত্মা অবস্থান করে তার অবস্থা কখনো দুর্দশাগ্রস্ত হতে পারে না; তার কষ্ট ও যন্ত্রণা যত তীব্রই হোক না কেন।

[৪] ধার্মিক ব্যক্তিদের নামে যত ভর্ৎসনা করা হোক না কেন, তা ঈশ্বরের ও পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা বলে গণ্য করা হয়।

[৫] যখন যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য ধার্মিক লোকদেরকে অপমানিত হতে হয়, তখন পবিত্র আত্মা তাদের মধ্য দিয়ে সম্মানিত হন।

২. তাদের এ কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, একজন অপরাধীর মত করে তারা তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে এই কষ্টভোগ করছে না, পদ ১৫। অনেকে মনে করতে পারেন যে, এই ধরনের বিষয়ে সচেতন করে তোলা আসলে নিরর্থক। কিন্তু খ্রীষ্টানদের শত্রুরা এই ধরনের সকল ঘৃণ্য অপরাধ ও পাপে পরিপূর্ণ। এ কারণে প্রেরিত পিতর খ্রীষ্টিয় ধর্মের নীতিমালা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সকল প্রকার পাপ থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যেন আমরা পরচর্চা না করিষ্ঠীয় এবং কারও ক্ষতি করার চেষ্টা না করি। এই সাবধান বাণীর সাথে তিনি যুক্ত করেছেন, যদি কোন মানুষ খ্রীষ্টিয় ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে কষ্টভোগ করে এবং তাদের মধ্যে যদি ধৈর্যশীল খ্রীষ্টিয় আত্মার উপস্থিতি থাকে, তাহলে সেই কষ্টভোগ মোটেও তার জন্য লজ্জার বিষয় নয়, বরং সে এই কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে আরও সম্মানিত হবে। সে এই কষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে তোলে, পদ ১৬। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) সবচেয়ে ভাল মানুষদেরকেই সবচেয়ে খারাপ পাপ থেকে সাবধানে থাকা দরকার।

(২) আমরা যখন আমাদের নিজেদের পাপ ও মূর্খতার জন্য কষ্টভোগ করিষ্ঠীয় তখন সেই কষ্টভোগের মাঝে আমরা কোন সান্ত্বনা পেতে পারি না। কষ্টভোগ নয়, বরং এই কষ্টভোগের কারণই একজন মানুষকে সাক্ষ্যমর করে তোলে।

(৩) ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সত্য ও তাঁর সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করানোর মধ্য দিয়ে যে সম্মান দান করেছেন তার জন্য তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। এই কষ্টভোগ একাধারে আমাদেরকে যেমন সম্মানের পাত্র করে, তেমনি খ্রীষ্টিয় শিক্ষা ও দায়িত্বের প্রতি আমাদের সচেতন করে তোলে।

৩. তাদের বিচার আসন্ন প্রায় এবং তাদেরকে এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে, পদ ১৭,১৮।

(১) তিনি তাদেরকে বলছেন যে, সেই সময় এসে গেছে যখন ঈশ্বরের বিচার প্রত্যেক গৃহ থেকে শুরু হবে। ঈশ্বরের বিচার নেমে আসার প্রক্রিয়া মানবীয় জ্ঞান অনুসারে এমন: ঈশ্বর যখন সমস্ত জাতির উপরে মহা দুর্যোগ ও কঠোর বিচার নিয়ে আসবেন তখন তিনি সাধারণভাবে তাঁর নিজ লোকদের মধ্য থেকেই তা শুরু করবেন, যিশাইয় ১০:১২; যিরমিয়

২৫:২৯; যিহিস্কেল ৯:৬। এমনই এক বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ এখন আসন্ন, যার সম্পর্কে আমাদের প্রভু যীশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মথি ২৪:৯,১০। এ বিষয় বিবেচনা করে আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। এদিক থেকে দুটি বিষয় আমাদের সাহায্য করবে।

[১] ঈশ্বরের গৃহ ও তাঁর পরিবারের লোকদের, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এই বিচার প্রথমে শুরু হবে, কিন্তু তা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। আমাদের বিচার ও কষ্টভোগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

[২] এই পৃথিবীয় যারা মন্দ পথে ও পাপে পতিত হয়েছে, যারা অবিশ্বসী, পৌত্তলিক ও নাস্তিক লোক, যে সকল অধার্মিক লোকেরা আমাদের সাথেই বসবাস করত, তাদের তুলনায় আমাদের শাস্তি ও কষ্টভোগ অনেক হালকা ও তুচ্ছ মনে হবে: *যারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য, তাদের পরিণাম কি হবে?* এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

প্রথমত, ঈশ্বরের দাসদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম, যারা তাঁর নিজ গৃহের লোক, তাদের মধ্যে এতটা ভ্রষ্টতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে, অনেক সময় তাদেরকে ঈশ্বরের বিচার দ্বারা বিশেষভাবে সংশোধন করার ও শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

দ্বিতীয়ত, যারা ঈশ্বরের পরিবারের মানুষ, তাদের জীবনে সবচেয়ে ঘোরতর দুর্যোগ দেখা দেবে। কিন্তু তাদের এই দুঃখ ও কষ্টের সময় হবে সহনীয় ও তা খুব দ্রুত কেটে যাবে।

তৃতীয়ত, যে সকল মানুষ ঈশ্বরের সুসমাচারের বাধ্য হয় না, তারা তাঁর মণ্ডলীর ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবাধ্যদেরকে প্রেরিত পিতর ঈশ্বরের গৃহ থেকে পৃথক করে দেখিয়েছেন।

চতুর্থত, ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের পার্থিব জীবনে যে কষ্টভোগ করেন সেটি অবাধ্য ও অধার্মিক লোকদের উপরে আসন্ন অবর্ণনীয় দুর্ভোগের আভাস দেয়: *ভক্তিহীন ও পাপী লোকদের অবস্থা কী হবে?* তাদের অবস্থা কতটা শোচনীয় হবে তা কে বলতে পারে?

(২) প্রেরিত পিতর অবাধ্য ও অধার্মিকদের অপ্রতিরোধ্য ধ্বংসের কথা প্রকাশ করেছেন: *ধার্মিকের পরিত্রাণ পাওয়া যদি এত শক্ত হয়, তবে ভক্তিহীন ও পাপী লোকদের অবস্থা কি হবে?* পদ ১৮। এই পুরো পদটি উদ্ধৃত করা হয়েছে হিতোপদেশ ১১:৩১ পদ থেকে: *দেখ, পৃথিবীতে ধার্মিক প্রতিফল পায়। দুর্জন ও পাপী আরও কত না পাবে!* সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণ থেকে প্রেরিত পিতর হুবুহু উদ্ধৃত করেছেন এই পদটি। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

[১] এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের ধার্মিক লোকেরা যে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করবেন তার তুলনায় অনুতাপবিহীন পাপী লোকেরা অনেক বেশি যন্ত্রণা পোহাবে।

[২] তারা তাদের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য যে কাজটি করতে পারে তা হচ্ছে মন পরিবর্তন করা এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ গ্রহণ করা। তাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে হলে তাদেরকে অবশ্যই নানা প্রতিকূলতা, কষ্ট, প্রলোভন ও পরীক্ষার মধ্য

দিয়ে যেতে হবে। এই পথ অনেক বেশি সরু ও দরজা অনেক সঙ্কীর্ণ। কিন্তু এভাবেই ধার্মিকরা পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। পরিত্রাণের প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা মানুষকে এর প্রাপ্তির পথে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করতে সাহায্য করে। প্রথমে আমাদের সমস্ত দুঃখভোগ অত্যন্ত অসহনীয় মনে হলেও ঈশ্বর যখন তাঁর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ আমাদেরকে দান করেন তখন তা আমাদের কাছে হয়ে ওঠে একান্ত সহজ ও গ্রহণযোগ্য। এই বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হলে পর ঈশ্বর আমাদেরকে জীবন মুকুট দান করবেন, প্রকাশিত বাক্য ২:১০।

[৩] ঈশ্বরবিহীন ও পাপী মানুষেরা নিঃসন্দেহে ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কোথায় স্থান পাবে? বিচারের সামনে তারা কীভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবে? ধার্মিকদের অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে অধার্মিকদের ধ্বংস সুনিশ্চিত!

৪. যখন তাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কষ্টভোগের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, তখন মূলত তাদেরকে নিজ নিজ আত্মা সুরক্ষায় রাখার জন্যই এই আহ্বান জানানো হয়েছে। তারা নিজেদের দেহকে যতই নির্যাতন ও পীড়নের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবে এবং তা বাঁচাবার চিন্তা না করে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দেবে, ততই তারা নিজ নিজ আত্মার নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হবে। তখন ঈশ্বর নিজেই তাদের আত্মাকে সুরক্ষা দেন। তিনিই আমাদের আত্মার সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই এই আত্মাকে অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা দেন, যদি আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলি এবং তাঁর বিশ্বস্ত থাকি, পদ ১৯। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) ভাল মানুষদের উপরে যত দুঃখ কষ্ট আসে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলতে গিয়েই আসে।

(২) খ্রীষ্টানদের দায়িত্ব হচ্ছে সকল প্রকার দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও নিজেদের দেহের বদলে আত্মাকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা। আত্মা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্যবান। আর এই আত্মাই সবচেয়ে বেশি সঙ্কটাপন্ন হয়ে থাকে। আমাদের মধ্যকার পাপপূর্ণ চিন্তা, কলুষতাপূর্ণ কাজের জন্য আত্মা পীড়িত হয়ে থাকে। এ কারণে দেহের চেয়ে আত্মা অনেক বেশি কষ্টভোগ করে থাকে। আত্মাকে যদি সুরক্ষিত না রাখা যায়, তাহলে দৈহিক কষ্টভোগের মুখে পড়ে মানুষ ধর্মত্যাগী হয়ে পড়ে, গীতসংহিতা ১২৫:৩।

(৩) আত্মাকে ভাল রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে তা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা ও তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলা। ঐকান্তিক ভক্তি, প্রার্থনা এবং ভাল কাজে দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে আত্মাকে ঈশ্বরের পথে স্থির রাখা যায়, রোমীয় ২:৭।

(৪) ভাল মানুষেরা যখন দুঃখভোগের মধ্যে পড়েন, তখন তারা তাদের আত্মা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করার মধ্য দিয়ে প্রচুর উৎসাহ লাভ করেন, কারণ তিনিই তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালনে একান্ত বিশ্বস্ত।

পিতরের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ৫

এই পত্রে প্রেরিত পিতর দুই ধরনের মানুষকে বিশেষ নির্দেশনা দান করেছেন। প্রথমত তিনি প্রাচীনদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, কী করে তারা তাদের অনুসারীদের প্রতি আচরণ করবেন, পদ ১-৪। এর পরে তিনি যুবকদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা বাধ্য ও নম্র হয় এবং ঈশ্বরের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে, পদ ৫-৭। এরপর তিনি সকলকে সংযমী হওয়া, প্রলোভনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা, বিশ্বাসে অটল থাকা এবং সব সময় আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর পত্রটি একটি সারগর্ভ বাণী, পারস্পরিক সম্ভাষণ বিনিময় এবং তাঁর প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা বাণী দানের মধ্য দিয়ে শেষ করেছেন।

১ পিতর ৫:১-৪ পদ

এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

ক. যাদের প্রতি এই সকল নির্দেশনা ও আবেদন রাখা হয়েছে – যারা পালক, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আত্মিক নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি, বয়সের দিক থেকে যারা প্রবীণ, সেই সকল মাণ্ডলিক পরিচর্যাকারীদের প্রতি প্রেরিত পিতর এই পত্রটি লিখেছেন।

খ. যে ব্যক্তি এই কথাগুলো বলছেন - প্রেরিত পিতর। তিনি তাঁর পাঠকদের কাছে এই ফরিয়াদকে আরও জোরালো করে তোলার জন্য তাদেরকে বলছেন যে, তিনি ছিলেন তাদের সহকর্মী ও সহ-পরিচর্যাকারী। তিনি নিজেকে তাদেরই সমমর্যাদার বলে প্রকাশ করেছেন, নিজেকে জাহির করেন নি। তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী হিসেবেও প্রকাশ করেছেন। তিনি খ্রীষ্টের সাথে গেৎশিমানী বাগানে ছিলেন, তাঁকে অনুসরণ করে মহা-পুরোহিতের প্রাসাদের প্রাঙ্গনে গিয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে তিনি ক্রুশে গাঁথা যীশু খ্রীষ্টের যন্ত্রণার সাক্ষী হয়েছিলেন, প্রেরিত ৩:১৫। তিনি সেই সাথে এ কথা যুক্ত করেছেন যে, খ্রীষ্টের রূপান্তরের সময় যে মহিমা ও গৌরব প্রকাশ পেয়েছিল তার সাক্ষীও তিনি ছিলেন, মথি ১৭:১-৩। তিনি পরিপূর্ণভাবে সেই গৌরবের অধিকার লাভ করবেন যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন এই পৃথিবীতে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. যাদের দায়িত্ব অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়া, তাদেরও অনেক সময় নিজেদের দায়িত্বগুলো সতর্কতার সাথে চর্চা করতে শেখা ও অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

২. যারা নিজেদেরকে পিতরের অনুগামী বলে দাবী করত, তাদের সাথে তুলনা করলে পিতরের চিন্তা-চেতনা ও আচরণ কত না ভিন্ন! তিনি কাউকে আদেশ করছেন না বা কোন বিধান জারি করছেন না। বরং তিনি সকলের কাছে বিনতি করছেন। তিনি সকল মণ্ডলীর উপরে নিজেকে প্রধান বলে দাবী করছেন না। কিংবা তিনি প্রেরিতদের অধিকর্তা, খ্রীষ্টের প্রতিনিধি, বা মণ্ডলীর সর্বোচ্চ নেতা হিসেবেও নিজের পরিচয় দাবী করেন নি। প্রত্যেক প্রেরিতই এককেজন প্রাচীন, যদিও প্রত্যেক প্রাচীন প্রেরিত ছিলেন না।

৩. পিতরের ক্ষেত্রে এব অন্য আরও কয়েকজন প্রেরিতের ক্ষেত্রে এটি ছিল একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় যে, তিনি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সাক্ষী ছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃত খ্রীষ্টানের জন্য এটি একটি মহা সুযোগ যে, খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের গৌরবের ভাগীদার তারা প্রত্যেকে হতে পেরেছেন।

গ. এখানে একজন পালক বা পুরোহিতের যেভাবে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার কথা তা প্রকাশ করা হয়েছে। পালকীয় দায়িত্বের তিনটি স্তর রয়েছেঃ-

১. মেষদেরকে চরানো বা খাবার দেওয়া। এই কাজটি তারা করতে পারেন আন্তরিকভাবে তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা, ঈশ্বরের বাক্যের নির্দেশনা অনুসারে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়া ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দান করার মধ্য দিয়ে।

২. মণ্ডলীর পালককে অবশ্যই তার পালের উপরে তত্ত্বাবধান করতে হবে। প্রাচীনরা বিশপের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তারা তাদের পুরো পালের যত্ন বিধান করেন এবং তাদের সুরক্ষা দেন।

৩. তাদেরকে অবশ্যই তাদের পালের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ হতে হবে এবং পবিত্রতার চর্চা করতে হবে। তাদেরকে আত্মত্যাগ, সংযম ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয় আদর্শের চর্চাকারী হতে হবে, যা তারা তাদের অনুসারী লোকদেরকে অনুকরণ করতে নির্দেশ দেবেন।

এই দায়িত্বগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। কোন ধরনের বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্ব থেকে নয়, কিংবা কোন ভয় ভীতি বা লজ্জার কারণে নয়, বরং আন্তরিকভাবে ও ইচ্ছুক মন নিয়ে আনন্দ সহকারে এই সকল দায়িত্ব পালন করতে হবে। কোন লোভের কারণে বা মুনাফা লাভের আশায় এই দায়িত্ব পালন করলে চলবে না, কিংবা এই দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে যে সম্মান অর্জিত হবে তার প্রতি লালায়িত হওয়া যাবে না। একটি মেষপালের সেবা করার মত মনোভাব নিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঈশ্বরের মণ্ডলীর পরিচর্যা করার মনোভাব নিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানবীয় নেতৃত্বের চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে এসে পবিত্র শাস্ত্রের নির্দেশনা অনুসারে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, মথি ২০:২৫,২৬; ২ করিন্থীয় ১:২৪। এখান থেকে আমরা শিখতে পারিঃ-

(১) ঈশ্বরের মণ্ডলী এবং এর প্রত্যেক অকৃত্রিম সদস্যের অপরিমেয় মর্যাদা। এই সকল হতভাগ্য, দুর্দশাগ্রস্ত, ছিন্নভিন্ন এবং কষ্টভোগকারী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা হলেন ঈশ্বরের মেষপাল।

বাদবাকি পুরো পৃথিবী হচ্ছে এই মেষপালের নিষ্ঠুর শত্রু। এরা প্রত্যেকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ মেষপালের অংশ, যে মেষপালকে মহান মেষপালক স্বয়ং উদ্ধার করে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছেন। তারা একে অপরের সাথে পবিত্র ভালবাসায় ও স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে আছেন, যা ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা। তাদেরকে ঈশ্বরের বিশেষ বেছে নেওয়া লোক বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত লোকদের মধ্য থেকে তাদেরকে ঈশ্বরের জাতির লোক হওয়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, যেন তারা তাঁর বিশেষ আনুকূল্যের অধিকারী হয় এবং তাঁর প্রতি বিশেষ পরিচর্যা কাজ করে। ঈশ্বরের বাক্য কখনোই নতুন নিয়মে খ্রীষ্ট-ধর্ম বিশ্বাসের পরিচর্যাকারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

(২) মণ্ডলীর পালক বা পুরোহিতদেরকে অবশ্যই তাদের পরিচালনার অধীনে থাকা লোকদেরকে ঈশ্বরের লোক হিসেবে গণ্য করতে হবে। পুরোহিতরা তাদের উপরে প্রভুত্ব করতে পারেন না। বরং তারা ভালবাসা, নম্রতা ও স্নেহ তাদের প্রতি প্রকাশ করবেন।

(৩) যে সকল পরিচর্যাকারী বাধ্যবাধকতার কারণে দায়িত্ব পালন করেন কিংবা ভোগ বিলাসিতায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে দেন, তারা কখনোই সঠিকভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন না, কারণ তারা নিজেদের ইচ্ছায় এবং আগ্রহে এই দায়িত্ব পালন করেন না।

(৪) একজন পরিচর্যাকারী তখনই সবচেয়ে ভালভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন যখন তিনি তার সামর্থ্য অনুসারে কাজের ভার নেন এবং নিজের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে মানুষের কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠেন।

ঘ. পালকীয় বা পুরোহিত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের ক্ষেত্রে অনেকেই ভোগ-বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার বশবর্তী হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রেরিত পিতর তাদের সামনে স্থাপন করেছেন এক গৌরবের মুকুট, যার প্রণেতা স্বয়ং মহান পালক যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর সকল বিশ্বস্ত মেষপালকের জন্য। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের লোকদের তথা তাঁর পুরো মেষপালের প্রধান পালক। খ্রীষ্টই তাদেরকে ক্রয় করে নিয়েছেন, তিনি তাদেরকে শাসন করেন, তিনি তাদেরকে সুরক্ষা দেন ও সব সময় নিরাপদে রাখেন। তিনি তাঁর সমস্ত অধীনস্থ পালকদের উপরে প্রধান পালক। তারা তাঁর কাছ থেকে তাদের কর্তৃত্ব লাভ করে থাকেন এবং তাঁরই নামে তারা পরিচালনা দান করে থাকেন। এ কারণে তারা প্রত্যেকেই তাঁর কাছে একান্তভাবে দায়বদ্ধ।

২. এই প্রধান পালক সকল পরিচর্যাকারীকে ও অধীনস্থ পালকদেরকে বিচার করার জন্য আসবেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে বলবেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুসারে তারা প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগতভাবে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন কি না তা জানতে চাইবেন।

৩. যারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছেন বলে প্রমাণিত হবে তারা অনন্ত কালের জন্য খ্রীষ্টের অনুগ্রহের অধিকারী হবেন। তারা মহান ও সর্বোত্তম পালকের কাছ থেকে এক

চিরস্থায়ী ও মহা গৌরবের মুকুট লাভ করবেন। সেই মুকুট কখনো ক্ষয়ে যায় না।

১ পিতর ৫:৫-৭ পদ

পুরোহিতেদের দায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান ও মণ্ডলীর প্রতি বিশেষ আত্মিক নির্দেশনা দানের পর প্রেরিত পিতর ঈশ্বরের মেষপালের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা দান করছেন।

ক. যেভাবে তাদের পরিচর্যাকারীদের ও পরস্পরের প্রতি আচরণ প্রকাশ করা উচিত। তিনি তাদেরকে *যুবক* বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ সাধারণত তারা বিজ্ঞ পরিচর্যাকারীদের চেয়ে বয়সে ছোটই হয়ে থাকে। তাছাড়া এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের অপরিপক্কতা প্রকাশ করছেন। যুবক শব্দটির মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টও অপরিপক্ক মানুষকে বুঝিয়েছেন, লূক ২২:২৬। যারা বয়সে ছোট তারা যেন মুরব্বীদের সামনে নিজেদেরকে নত করে, তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দেয়, সে ব্যাপারে প্রেরিত বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যেন তারা প্রাচীনদের সকল উপদেশ, পরামর্শ ও সমালোচনা মাথা পেতে নেয় এবং আনন্দের সাথে ঈশ্বরের নির্দেশমালা পালন করে, ইব্রীয় ১৩:১৭। একজনের সাথে আরেকজনের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, তাদের প্রত্যেককে একজন অন্যজনের অধীন হতে হবে। এ কারণে তাদেরও একজন অন্যজনের পরামর্শ ও সমালোচনা গ্রহণ করতে হবে, পরস্পরের ভার বহন করতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। তাদের মধ্যে থেকে বিশেষ কাউকে পুরো সমাজের নেতৃত্ব হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হবে, ইফিষীয় ৫:২১; যাকোব ৫:১৬। বয়স বা পদমর্যাদার দিক থেকে যারা উপরে তাদের প্রতি এই অধীনতা, বা পরস্পরের প্রতি এই ভালবাসাপূর্ণ অধীনতা মানুষের স্বার্থপরতা বা ঔদ্ধত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি তাদেরকে নম্রতার পোশাকে নিজেদেরকে আবৃত করতে বলেছেন। "তোমাদের মন, আচরণ, চলাফেরা ও সম্পূর্ণ অবয়ব যেন নম্রতায় পূর্ণ থাকে, যেন সমস্ত ভাল গুণগুলো তোমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে তোমাদের মধ্যে বাধ্যতা আসবে এবং তোমাদের দায়িত্বগুলো সহজ ও সুখকর বলে মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি অবাধ্য বা উদ্ধত হও, তাহলে ঈশ্বর তোমাদের বিরোধিতা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে বিচূর্ণ করে দেবেন। কারণ যিনি যেমন নম্রকে অনুগ্রহ দান করেন, তেমনি গর্বকারীকে প্রতিরোধ করেন।" এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. সমগ্র খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী ও সমাজে নম্রতা হচ্ছে শান্তির ও শৃঙ্খলার সবচেয়ে বড় ধারক। এরই ধারাবাহিকতায় গর্ব বা ঔদ্ধত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং তা মণ্ডলীতে সবেচয়ে বেশি বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

২. ঈশ্বর ও গর্বকারীর মধ্যে সব সময়ই একটি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করতে থাকে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং তিনি তাদেরকে দমন করেন। তিনি গর্বকারীদের বিরোধিতা করেন, কারণ তারা শয়তানের অনুচর, তারা তাঁর শত্রু এবং তাঁর রাজ্যের লোকদের শত্রু, হিতোপদেশ ৩:৩৪।

৩. ঈশ্বর নম্রদেরকে যেমন অনুগ্রহ দান করেন, তেমনি তিনি তাদেরকে আরও জ্ঞান, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নম্রতায় পূর্ণ করেন। এ কারণে প্রেরিত পিতর বলেছেন যেন আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী হাতের নিচে নত করি, তাতে করে তিনি নিরূপিত সময়ে আমাদেরকে উত্থিত করবেন, পদ ৬। "যেহেতু ঈশ্বর গর্বকারীদেরকে প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রকে অনুগ্রহ দান করেন, সে কারণে তোমাদের নিজেদেরকে নম্র কর। শুধুমাত্র একে অন্যের প্রতি নয়, বরং সেই সাথে মহান ঈশ্বরের কাছেও নিজেদেরকে নম্র কর, যার মহা বিচার এই পৃথিবীতে শীঘ্র সাধিত হবে। আর সেই বিচার ঈশ্বরের গৃহ থেকেই শুরু হবে, ১ পিতর ৪:১৭। তাঁর হাত সর্বময় ক্ষমতাশালী। আমরা যদি গর্ব করিষ্ণীয় তাহলে তিনি মুহূর্তেই আমাদেরকে অবনত করতে পারেন এবং যদি আমরা নম্র থাকি তাহলে তিনিই আমাদেরকে উঠাতে পারেন। তিনি নিশ্চয়ই উপযুক্ত সময়ে এই কাজ করবেন। হয় তিনি এই মানবীয় জীবনেই আমাদের প্রতিফল দেবেন, নতুবা শেষ বিচারের দিনে আমাদের কাছে জবাবদিহি চাইবেন।" এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) ঈশ্বরের সর্বময় ক্ষমতাশালী হাতের কথা চিন্তা করে আমাদের উচিত সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি নম্র ও বাধ্য থাকা।

(২) ঈশ্বরের অধীনে থেকে নিজেদেরকে নম্র করাই হচ্ছে আমাদের মুক্ত ও উত্থিত হওয়ার উপায়। তাঁর জন্য কষ্টভোগ করার সময় ধৈর্য ধারণ করা, তাঁর আনন্দের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা, মন পরিবর্তন করা, প্রার্থনা করা এবং তাঁর করুণার প্রতি প্রত্যাশা করার মধ্য দিয়ে আমরা নিরূপিত সময়ে তাঁর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ লাভ করে থাকি, যাকোব ৪:৭,১০।

খ. প্রেরিত পিতর জানতেন যে, এই খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ইতোমধ্যে অনেক কঠিন পরিস্থিতি পার করে এসেছে। এ কারণে তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, যে সকল কষ্ট ও দুঃখের ঘটনা ঘটতে এখনো বাকি আছে এবং যেগুলো খুব শীঘ্রই ঘটবে, সেগুলোর কথা ভেবে তারা খুব বিচলিত হয়ে উঠবেন এবং আতঙ্কিত হবেন। তারা তাদের নিজেদের, তাদের পরিবারের ও ঈশ্বরের মণ্ডলীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন। আসন্ন এই প্রতিকূল সময়ের কথা ভেবে তারা এক দুর্বহ ভার অনুভব করতে পারেন এবং পরীক্ষায় পতিত হতে পারেন। এ কারণে প্রেরিত পিতর তাদেরকে এক্ষেত্রে সর্বোত্তম পরামর্শ দিচ্ছেন এবং এর সাথে এক চমৎকার যুক্তি উত্থাপন করছেন। তিনি তাদেরকে এই পরামর্শ দিচ্ছেন, যেন তারা তাদের সমস্ত চিন্তার ভার ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দেন। "তোমাদের যত দুর্বহ ও যন্ত্রণাদায়ক ভাবনার ভার রয়েছে, যা তোমাদের আত্মাকে বিদীর্ণ করে ও হৃদয় চূর্ণ করে, যা ঈশ্বরের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অনুগ্রহশীলতার অধীনে সমর্পণ কর। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তাঁর উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর। যা তোমরা ভয় পাও ও যা থেকে মুক্ত হতে চাও, তিনি তা হয় তোমাদের কাছ থেকে দূর করবেন নতুবা তাতে আক্রান্ত থাকার সময় তোমাদের সহায় হবেন। তিনি সমস্ত কিছুকে এমনভাবে পরিচালনা করবেন যার মধ্য দিয়ে তোমাদের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ ভালবাসা প্রকাশ পাবে এবং তোমাদের কোন ক্ষতি না হয়ে বরং মঙ্গল সাধিত হবে," মথি ৬:২৫; গীতসংহিতা ৭৪:১১; রোমীয় ৮:২৮। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. সমস্ত আন্তরিক বিশ্বাসীদের জীবনই দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় পূর্ণ থাকে। তাদেরকে ব্যক্তিগত নানা বিষয়, পারিবারিক নিরাপত্তা, বর্তমানের বিভিন্ন সমস্যা, ভবিষ্যতের বিভিন্ন অনিশ্চয়তা, অন্যের জন্য ও মণ্ডলীর জন্য চিন্তা ইত্যাদির কারণে ভারগ্রস্ত থাকতে হয়।

২. ভাল মানুষও অনেক সময় পার্থিব নানা বিষয় নিয়ে এত বেশি ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তারা পাপের পথে ধাবিত হন। দুশ্চিন্তায় ভারগ্রস্ত হয়ে প্রায়শই তাদের মধ্যে বিশ্বাসের বিচ্যুতি দেখা দেয় এবং তারা ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব অবহেলা করতে শুরু করেন। যারা ঈশ্বরের প্রতি নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না তারা সকলেই অপরাধী।

৩. এই ভারগ্রস্ততা থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে আমাদের সকল ভাবনার ভার ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দেওয়া এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করা। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ ও এর নিয়ন্ত্রণের উপরে নির্ভর করলে মানুষ অন্তরে শান্তি লাভ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, এ কথা আমাদের পাথেয় হওয়া উচিত, প্রেরিত ২১:১৪।

১ পিতর ৫:৮-৯ পদ

এখানে প্রেরিত পিতর তিনটি কাজ করেছেন:-

ক. তিনি তাদেরকে এমন এক শত্রুর আসন্ন বিপদ দেখিয়েছেন, যে সবচেয়ে মন্দ মানুষটির চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর এবং ধ্বংসাত্মক।

১. তার চরিত্র ও নাম:-

(১) সে একজন বিপক্ষ বা বিরোধিতাকারী: "তোমাদের এই বিপক্ষ কোন সাধারণ বিরোধিতাকারী নয়। বরং সে এমন একজন ভয়ঙ্কর শত্রু যে তোমাদের সবচেয়ে বড় নির্ভরতার উৎসে আঘাত হানবে এবং তোমাদের আত্মা বিনষ্ট করার জন্য লক্ষ্য স্থির করবে।"

(২) শয়তান, যে সমস্ত ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে মহা অভিযোগকারী। শয়তান নামটির বুৎপত্তিগত অর্থ দ্বারা বোঝানো হয় আঘাত হানা বা বিদ্ধ করা। শয়তান আমাদের স্বভাবে কলুষতা দ্বারা আঘাত হানে এবং আমাদের আত্মাকে বিদ্ধ করে বিষ ছড়ায়। বিশ্বাসীদের কষ্টভোগের সময় সে যদি তাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা জন্মাতে পারে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই সে তাদেরকে ধর্মবিদ্বেষী করে তুলতে সক্ষম হয় ও তাদের ধ্বংস সাধন করতে সক্ষম হয়।

(৩) শয়তান এক গর্জনকারী সিংহ, ক্ষুধার্ত, ভয়ঙ্কর, শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর। সে ভয়ঙ্করভাবে মানুষের আত্মার জন্য লালায়িত।

২. তার কাজ: *শয়তান কাকে গ্রাস করবে তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে*। তার একান্ত ইচ্ছা হচ্ছে মানুষের আত্মা গ্রাস করা এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যকে সামনে

রেখে সে বিভিন্ন কুৎসিত প্রচেষ্টা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। দিনে ও রাতে সব সময় সে মানুষের চিরস্থায়ী ধ্বংস সাধনের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

খ. এখানে পিতর বিশ্বাসীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলছেন:-

১. *সংযমী হওয়া*; আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল দিক থেকে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নৈতিকতার অধীনে থেকে জীবন পরিচালনা করা।

২. *জেগে থাকা*; অসতর্ক বা নির্বিকার না থেকে আত্মিক শত্রু থেকে আগত যে কোন আঘাত প্রতিরোধের জন্য সব সময় সতর্ক থাকা।

৩. বিশ্বাসে *অটল থাকা*। লোকদের এই বিশ্বাসকে ধ্বংস করার জন্যই শয়তান লক্ষ্য স্থির করে। শয়তান যদি তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারে এবং স্বধর্মত্যাগী করতে পারে, তাহলেই সে তাদের আত্মা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এ কারণে সে তাদের আত্মার বিশ্বাস বিনষ্ট করে দিয়ে পার্থিব কষ্টভোগে তিক্ততা সৃষ্টি করে এবং স্বর্গীয় নিশ্চয়তার প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বিশ্বাসে দৃঢ়, অনড় ও অটল থাকতে হবে।

গ. পিতর বিশ্বাসীদেরকে জানাচ্ছেন যে, তারা একাকী এই ভার বহন করছেন না। সারা পৃথিবীর আপামর খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা পৃথিবীতে এই দুঃখ ও কষ্টের ভার বহন করে চলেছেন। তারা সকলে মিলে পৃথিবীর সাথে এই যুদ্ধে ঈশ্বরের সেনাবাহিনীর একেকজন সৈনিক হিসেবে লড়াই করে চলেছেন। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি যে, এই পৃথিবীতে যত নির্যাতন, নিপীড়ন, দুঃখ ও কষ্ট বিশ্বাসীরা ভোগ করেছেন তার জন্য দায়ী হচ্ছে শয়তান। সে বিশ্বাসী ভাইদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগকারী এবং নির্যাতনকারী। মানুষ তার ইচ্ছা পূরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং সে মানুষকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার চিরন্তন লড়াইয়ে জয়ী হতে চায়, আদিপুস্তক ৩:১৫; প্রকাশিত বাক্য ১২:১২।

২. শয়তানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাসদের মধ্যে নির্যাতন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসহীনতার সূচনা ঘটানো এবং তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা, যেন সে তাদের আত্মার বিনাশ সাধন করতে পারে।

৩. সংযম ও সতর্কতা সব সময়ের জন্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ। কিন্তু দুঃখভোগ ও নির্যাতনের সময় তা আরও বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পার্থিব বিষয়সমূহের প্রতি আমাদের আগ্রহ দমন করতে হবে, নতুবা শয়তান খুব দ্রুত আমাদের উপরে জয়লাভ করবে।

৪. যদি আমরা শয়তানকে পরাজিত করতে চাই, তার সমস্ত প্রলোভন, অভিযোগ ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই বিশ্বাসে অটল অবস্থান নিয়ে দাঁড়াতে হবে। যদি আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে যায় তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এ কারণে অন্য সব কিছুর উপরে আমাদের বিশ্বাসের বর্ম ধারণ করা উচিত, ইফিষীয় ৬:১৬।

৫. অন্যরা কীভাবে কষ্টভোগ করছে সেটা বিবেচনা করলে আমরা আমাদের আমাদের নিজেদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করতে পারি ও সান্ত্বনা খুঁজে পাই।

১ পিতর ৫:১০-১৪ পদ

আমরা এই পত্রটির শেষ অংশে এসে পৌঁছেছি।

ক. এই অংশটি পিতর শুরু করেছেন একটি গুরুগম্ভীর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, যেখানে তিনি ঈশ্বরকে *সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর* বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি আমাদের সকল স্বর্গীয় দান ও যোগ্যতার রচয়িতা ও সম্পাদনকারী। তিনি তাঁর পাঠকদের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করেছেন, কারণ তিনি জানেন যে তাদেরকে ইতোমধ্যে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁর কাছে অবস্থান করার জন্য বাছাই করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. তাদের পক্ষ হয়ে তিনি কী প্রার্থনা করছেন। তারা যেন এই কষ্টভোগ থেকে মুক্তি পায় তার জন্য নয়, বর যেন তারা এই কষ্টভোগের মাঝেও ধৈর্য ধারণ করে ও এই কষ্ট যেন সংক্ষিপ্ত হয়, সেই সাথে এই কষ্টভোগের পর যেন ঈশ্বর তাদেরকে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থান দান করেন এবং তাঁর উপস্থিতির মাঝে ঠাঁই দেন তার জন্য তিনি এই প্রার্থনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন যেন বিশ্বাসীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে ও তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে। যারা বিশ্বাসে দুর্বল তাদেরকে তিনি সবল করতে চেয়েছেন এবং খ্রীষ্টের ভিত্তির উপরে তাদেরকে স্থাপন করতে চেয়েছেন, যাতে করে খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্ক হয় অমোচনীয় ও চিরস্থায়ী। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

(১) সকল অনুগ্রহ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। তিনিই মানুষকে তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন করেন, সান্ত্বনা দেন ও উদ্ধার করেন।

(২) যাদেরকে অনুগ্রহের মাঝে অবস্থান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে তারা সকলেই অনন্তকালীন মহিমা ও আনন্দ ভোগের জন্য আহ্বানপ্রাপ্ত।

(৩) যাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে তারা এই পৃথিবীতে যতই কষ্টভোগ করুক না কেন, তাদের দুঃখভোগের সময় হবে সংক্ষিপ্ত।

(৪) উত্তম বিশ্বাসীদের অনুগ্রহে পূর্ণ হয়ে ধার্মিকতায় নিখুঁত হওয়া, তা প্রতিষ্ঠা করা, শক্তিশালী করা ও সংরক্ষণ করা খুব কঠিন কাজ। আর সে কারণে পিতর তাদেরকে সব সময়ের জন্য অনবরত প্রার্থনা করে যাওয়া ও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

২. পিতরের আশীর্বাণী উচ্চারণ, পদ ১১। এই আশীর্বাণী থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে তাদের উচিত চিরকাল ঈশ্বরের মহিমা,

কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কথা বর্ণনা করা এবং তারা তা করেও থাকেন।

খ. প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদের কাছে এই পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য পুনরায় ব্যক্ত করেছেন (পদ ১২), আর তা হচ্ছে:-

১. তাদের এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করা এবং তাদেরকে বিশেষভাবে এই নিশ্চয়তা দান করা যে, তিনি পরিত্রাণের যে শিক্ষা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এবং যা তারা গ্রহণ করেছেন, তা আসলে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকৃত চিত্র, যার কথা ভাববাদীরা প্রচার করেছেন এবং যীশু খ্রীষ্ট প্রকাশ করেছেন।

২. তাদের কাছে একাগ্রতার সাথে এই বিনতি করা যে, তারা যেমন সুসমাচার গ্রহণ করেছে, তেমনি যেন এই সুসমাচারের বিশ্বাসে অটল থাকে, তারা যেন প্রলোভনকারীদের ছলাকলায় না ভোলে ও শত্রুদের নির্যাতনে বিচলিত না হয়।

(১) যে বিষয়টি নিয়ে পরিচর্যাকারীদের পরিশ্রম করা উচিত তা হচ্ছে, মানুষ যেন খ্রীষ্টিয় ধর্মের সুনিশ্চয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোন ধরনের দ্বিধা পোষণ না করে। প্রেরিত পিতর তাঁর এই পত্রে সমস্ত শক্তি দিয়ে খ্রীষ্টিয় ধর্মের যথাযোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

(২) আমরা স্বর্গের সত্যিকার পথে রয়েছি এমন দৃঢ় ধারণা অন্তরে পোষণ করলে আমরা বিশ্বাসে অটল অবস্থান ধারণ করতে সক্ষম হব।

গ. যে বিশ্বাসী ভাইয়ের মাধ্যমে প্রেরিত পিতর এই পত্রটি তাঁর পাঠকদের কাছে পাঠিয়েছেন সেই সীল সম্পর্কে তিনি এখানে প্রশংসা করছেন। তিনি তাকে একজন বিশ্বস্ত ও আন্তরিক ভাই হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন এবং তিনি চাচ্ছেন যেন তারাও সীলকে একইভাবে সম্মান দেন, যদিও তিনি ছিলেন তক্‌ছেদ-না-করানো লোকদের মধ্য থেকে আসা একজন পরিচর্যাকারী। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টিয় ধর্মের পরিচর্যাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা আরও বেশি করে সফলতা ও স্বীকৃতি অর্জন করে। যখন আমরা এই নিশ্চয়তা পাব যে তিনি বিশ্বস্ত, তখন তার পরিচর্যা কাজ আমাদের মধ্যে আরও বেশি করে ফল বয়ে নিয়ে আসবে। সীলবান একজন অযিহূদী হওয়ায় যিহূদী বিশ্বাসীদের মধ্যে নিশ্চয়ই তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু পিতর তাকে বিশ্বস্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে এই দ্বিধার মেঘ কেটে গিয়েছিল।

ঘ. আশীর্বাদ ও সম্ভাষণ জানানোর মধ্য দিয়ে পিতর তাঁর এই পত্রটি শেষ করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. পিতর এই পত্রটি লেখার সময় আসিরিয়ার বাবিলে ছিলেন। হতে পারে তিনি সে সময় তক্‌ছেদ-করানো লোকদের প্রেরিত হিসেবে ভ্রমণ করছিলে ও মণ্ডলী পরিদর্শন করছিলেন, যা ছিল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। এ কারণে তিনি সে সময় যে মণ্ডলীতে অবস্থান করছিলেন সেই মণ্ডলীর পক্ষ থেকে অন্য সকল মণ্ডলীর কাছে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, পদ ১৩। তিনি তাদেরকে বলছেন যে, ঈশ্বরের পৃথিবীর অন্যান্য মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের পাশাপাশি ব্যাবিলনস্থ

মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের লোক হিসেবে মনোনীত হয়েছে। তাদের সাথে ও পৃথিবীর অন্য সকল বিশ্বাসীদের সাথে বাবিলস্থ মণ্ডলীর বিশ্বাসীরাও যীশু খ্রীষ্টের কৃত চিরস্থায়ী পরিত্রাণের অংশীদার হয়েছে, ১ পিতর ১:২। এই সম্ভাষণে তিনি বিশেষ করে প্রচারক যোহন মার্ককে সংযুক্ত করেছেন, যিনি সে সময় তাঁর সাথেই ছিলেন এবং তিনি আত্মিক দিক থেকে তাঁর পুত্র ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যীশুতে মার্ককে তাঁর পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যেকটি মণ্ডলীর উচিত একে অপরের প্রতি বিশেষভাবে চিন্তা করা। তাদের উচিত পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করা ও পরস্পরকে ভালবাসা করা। তাদের যতটা সম্ভব একে অন্যের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত।

২. পিতর তাদেরকে পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এরই চিহ্ন হিসেবে তিনি তাদেরকে শান্তির চুম্বন দানের কথা বলছেন (পদ ১৪), যা তৎকালীন বিভিন্ন দেশে একটি সাধারণ রীতি ছিল। যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আবদ্ধ, যারা তাঁর সাথে বিশ্বাস দ্বারা যুক্ত ও যারা তাঁর আধ্যাত্মিক দেহের অঙ্গ, তাদের প্রতি তিনি তাঁর এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করছেন। তিনি তাদেরকে যা দিয়ে আশীর্বাদ করছেন তা হচ্ছে *শান্তি*। এর মধ্য দিয়ে তিনি সকল প্রকার মঙ্গল ও সমৃদ্ধি বুঝিয়েছেন। এরপর তিনি উচ্চারণ করেছেন *আমেন*, যার মধ্য দিয়ে তিনি সকল বিশ্বাসীদের প্রতি তাঁর আশীর্বাদের আন্তরিকতা ও এই আশীর্বাদের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

পিতরের লেখা দ্বিতীয় পত্র

ভূমিকা

এই পত্রের লেখক হিসেবে স্পষ্টভাবে তাঁর প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে, যিনি আগের পত্রটি লিখেছেন। তবে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই পত্রটির রচনাশৈলীর সাথে পূর্ববর্তী পত্রটির রচনাশৈলীর পার্থক্য খুঁজে বের করলেও তা এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয় যে, এই পত্রটি পিতর না লিখে যিরূশালেম মণ্ডলীর শিমোন লিখেছিলেন, যিনি প্রেরিত যাকোবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। এই পত্রটি যিনি লিখেছেন তিনি নিজেকে *শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত* বলে পরিচয় দিয়েছেন (পদ ১) এবং বলেছেন যে, *স্বর্গ থেকে উপনীত সেই বাণী আমরাই শুনেছি, যখন তাঁর সঙ্গে পবিত্র পর্বতে ছিলাম* (পদ ১৮); অর্থাৎ পর্বতের উপরে যীশু খ্রীষ্টের রূপান্তরের সময় তিনি তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে, *আমি এই দ্বিতীয় পত্র তোমাদেরকে লিখছি* (২ পিতর ৩:১); অর্থাৎ তিনি তাদেরকে এর আগে আরেকটি পত্র লিখেছিলেন। দ্বিতীয় এই পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য প্রথম পত্রটির মতই, যা তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পদে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই পদটি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে, দুটো পত্রেরই মুখ্য বক্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য স্মরণে রাখা ও সে অনুসারে চলার জন্য বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা।

পিতরের লেখা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রেরিতদের প্রতি বর্তিত মূল যে দায়িত্ব রয়েছে তার একটি পরিচিতি, বা ভূমিকা, বা আলোকপাত, পদ ১-৪।

খ. সকল খ্রীষ্টানকে অনুগ্রহে অগ্রবর্তী ও সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ আহ্বান, পদ ৫-৭।

গ. এই অনুপ্রেরণাকে আরও জোরালো করার জন্য এবং তাদেরকে আরও আন্তরিকতার সাথে তাতে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি যুক্ত করেছেন:-

১. সেই মহা সুযোগের একটি বিশেষ উপস্থাপনা, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, পদ ৮-১১।

২. এই উত্তম কাজের অগ্রগতি ও লাভের জন্য প্রেরিত পিতর সর্বোচ্চ যে সহযোগিতা দান করতে পারেন তার সুস্পষ্ট প্রতিজ্ঞা, পদ ১২-১৫।

৩. খ্রীষ্টের সুসমাচারের সুস্পষ্ট সত্য ও স্বর্গীয় উৎসের স্বীকৃতি, যার অনুগ্রহে তারা বৃদ্ধি লাভ করবে ও অটল থাকবে।

২ পিতর ১:১-৪ পদ

প্রেরিত পিতর পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে আবারও তাদের কাছে এই পত্রটি লিখছেন, যারা যিহূদীদের মধ্য থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করেছিল। একটি ভূমিকার মধ্য দিয়ে তিনি এই পত্রটি শুরু করেছেন এবং সেখানে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পত্রের মত একই পাঠকদেরকে অভিবাদন জানিয়েছেন ও একই ভাষায় আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন। তবে ভূমিকার তিনটি অংশেই কিছু বিষয়ে ছোটখাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ক. এখানে আমরা সেই ব্যক্তির বর্ণনা পাই, যিনি পত্রটি লিখেছেন, যাঁর নাম শিমোন, যাঁকে পিতর নামেও ডাকা হয়, যিনি যীশু খ্রীষ্টের দাস এবং প্রেরিত। দুটি পত্রেই একইভাবে নাম উল্লেখ করার কারণে আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই নাম দুটি একত্রে প্রায়শই ব্যবহৃত হত এবং এই পরিচয় দিতেই সম্ভবত পিতর সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি বোধ করতেন। এই নাম তাঁকে স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট দিয়েছিলেন, কারণ তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, যীশু খ্রীষ্টই সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। আর এই নামই নির্দেশ করে সেই তাৎপর্যমণ্ডিত ভিত্তিমূলক পাথরকে, যার উপর মণ্ডলী অবস্থান নেবে ও বৃদ্ধি পাবে। তবে যদিও শিমোন নামটি আগে পত্রে উল্লিখিত হয় নি, তথাপি তা এই পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন। এই নামটি তাঁকে

দেওয়া হয়েছিল শৈশবে তাঁর তক্‌ছেদ করানোর পর। কাজেই হয়তো বা যিহূদী হতে আগত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে তাদের বিশ্বাসের প্রতি আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তোলার জন্য তিনি তাঁর এই যিহূদী নামটির উল্লেখ করেছেন। তিনি এখানে নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের একজন দাস ও একজন প্রেরিত হিসেবে দেখিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি দায়ূদের মত করে খ্রীষ্টের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করেছেন, গীতসংহিতা ১১৬:১৬। খ্রীষ্টের সেবা ও পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়েই কেবল অর্জিত হতে পারে সর্বোচ্চ সম্মাননা, যোহন ১২:২৬। খ্রীষ্ট স্বয়ং রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু এবং তিনি তাঁর সকল দাসকে ঈশ্বরতে রাজা ও পুরোহিত করবেন, প্রকাশিত বাক্য ১:৬। এমন প্রভুর দাস হতে পারাটা কত না সম্মানের বিষয়! যারা খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজ করে স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে চান, তাদেরকে অবশ্যই আনন্দের সাথে খ্রীষ্টের দাস হতে হবে।

খ. এরপর আমরা দেখতে পাই যাদের উদ্দেশ্য করে পত্রটি লেখা হয়েছে সেই সকল মানুষের একটি বর্ণনা। তাদেরকে পূর্ববর্তী পত্রটিতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে "যারা পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে মনোনীত এবং যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য ও তাঁর রক্তে সিঞ্চিত হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা শুচিকৃত," এই সম্বোধনে। আর এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে "যাঁরা আমাদের ঈশ্বরের ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় আমাদের সঙ্গে সমরূপ বহুমূল্য বিশ্বাস লাভ করেছেন," এই নামে। এখানে যে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে তা ভণ্ডদের মিথ্য বিশ্বাস থেকে একেবারেই আলাদা। ঈশ্বর স্বয়ং যাদেরকে ধার্মিক বলে গণিত করেছেন, এটি তাদের বিশ্বাসের কথা বলে (তীত ১:১), যা কার্যকর আহ্বানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আত্মা কর্তৃক সাধিত হয়। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. সত্যিকার পরিত্রাণ দানকারী ও উদ্ধারকারী বিশ্বাস এক মহামূল্যবান অনুগ্রহ। মণ্ডলীর হাজার হাজার বিশ্বাসী তাদের বিশ্বাসের প্রতি নিজ স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে, কিন্তু মাত্র অল্প কয়েকজনই এই অমূল্য অনুগ্রহ পেয়ে থাকে (মথি ২২:১৪)। প্রকৃত বিশ্বাস যাদের মাঝে রয়েছে, তাদের জন্য তা মহা সুফল বয়ে নিয়ে আসে। ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসে জীবন ধারণ করে, একটি সত্যিকার স্বর্গীয় আত্মিক জীবন যাপন করে; বিশ্বাস এই আত্মিক ও স্বর্গীয় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল স্বস্তি ও সান্ত্বনার যোগান দেয়। বিশ্বাস আমাদেরকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যায় এবং নতুন মানুষ হওয়ার পর যে সকল খাদ্যের প্রয়োজন হয় তা যুগিয়ে থাকে। বিশ্বাস আত্মিক জীবনের খাঁটি সোনা কিনতে আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করে।

২. সাধারণ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও প্রেরিতদের মধ্যে বিশ্বাস সমান মূল্যবান। উভয়ের জীবনেই বিশ্বাস একই ধরনের অমূল্য প্রভাব ফেলে। বিশ্বাস দুর্বল বিশ্বসীকে খ্রীষ্টের বলে শক্তিশালী হতে সমর্থ করে এবং অন্তরকে শুচি করে তোলে। প্রত্যেক আন্তরিক বিশ্বাসী তার বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক বলে গণিত হয় এবং পাপ থেকে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়, প্রেরিত ১৩:৩৯। বিশ্বাস যার মাঝেই থাকুক না কেন, তা সেই এক অমূল্য পরিত্রাণকর্তার সাথে তাকে যুক্ত করে এবং তার প্রতিও সেই মহামূল্য প্রতিজ্ঞা বর্তিত হয়।

৩. এই অমূল্য বিশ্বাস অর্জিত হয় ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে। বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বরের উপহার, যা সাধিত হয় পবিত্র আত্মার দ্বারা, যিনি যীশু খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছিলেন।

৪. বিশ্বাসের মহামূল্যতা এবং তা আমাদের অর্জন সম্ভব হয়ে থাকে একমাত্র খ্রীষ্টের ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্টের প্রতি সন্তোষজনক ধার্মিকতা ও বাধ্যতা আমাদেরকে বিশ্বাসকে দেয় যথোপযুক্ত মূল্য। যারা এই বিশ্বাস নিজেদের অন্তরে ধারণ করবে, তারা খ্রীষ্টের চোখে গ্রহণযোগ্য ধার্মিক ব্যক্তিতে পরিণত হবে। কারণ:-

(১) এই যীশু খ্রীষ্টই স্বয়ং ঈশ্বর, আমাদের মহান ঈশ্বর। তিনি প্রকৃত অর্থেই ঈশ্বর, এক অসীম সত্তা, যিনি আমাদের মাঝে এই ধার্মিকতা সাধন করেছেন। আর সে কারণে এর মূল্য অসীম।

(২) যারা বিশ্বাস করবে তিনি তাদের ত্রাণকর্তা হবেন। এই বক্তব্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পিতর বিশ্বাসীদের বাধ্য হওয়ার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতা আনা বিশ্বাসীদের জন্য অত্যন্ত সুফলজনক, কারণ নিশ্চয়তা প্রদানকারী ও পরিত্রাণকর্তা হিসেবে তিনি তাদের মধ্যে ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গ. এখানে আমরা দেখি পিতরের দেওয়া প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা-বাণী, যেখানে তিনি তাঁর পাঠকদের প্রতি স্বর্গীয় অনুগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলে আশীর্বাদ করেছেন। সেই সাথে তাদের মধ্যে অনুগ্রহের কাজের বৃদ্ধি ও অগ্রগতি এবং ঈশ্বরের সাথে ও নিজেদের বিবেকের সাথে যেন তাদের শান্তি বজায় থাকে (যা অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়) তার জন্যও তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন। পূর্ববর্তী পত্রের মত করে প্রায় একইভাবে এখানে পাঠকদের প্রতি আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন পিতর।

১. কীভাবে তাদের এই অনুগ্রহ ও শান্তি আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করা যায় তার একটি বিবৃতি – তা সম্ভব ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানের মধ্য দিয়ে। একমাত্র ও জীবন্ত ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করা এবং যে যীশু খ্রীষ্টকে তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর উপরে বিশ্বাস করাই হচ্ছে আত্মিক জীবনের সবচেয়ে বড় অগ্রগতি, কারণ এই বিশ্বাস ব্যতীত অনন্ত জীবন লাভ করা সম্ভব নয়, যোহন ১৭:৩।

২. অনুগ্রহের বৃদ্ধি কামনা করার জন্য প্রেরিত পিতরের বিশ্বাস এবং তার জন্য খ্রীষ্টানদের প্রত্যাশার ভিত্তি। আমরা ইতোমধ্যে যা পেয়েছি তার জন্য আমাদের আরও চাওয়ার জন্য উৎসাহিত হওয়ার প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অনুগ্রহের কার্য সম্পাদন করতে শুরু করে সে আরও অনুগ্রহে পূর্ণ হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) সকল আত্মিক আশীর্বাদের উৎসধারা হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় ক্ষমতা, যিনি একাধারে ঈশ্বর এবং মানুষ না হলে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারতেন না।

(২) প্রকৃত আত্মিক জীবন, ঐশ্বরিক জীবন ও ক্ষমতার সাথে যা কিছুরই যে ধরনেরই সম্পর্ক ও সংযোগ থাকুক না কেন, তা আসে যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে। তাঁর মাঝেই সকল

পরিপূর্ণতা নিহিত এবং তাঁর কাছ থেকেই আমরা সকল অনুগ্রহ লাভ করে থাকি (যোহন ১:১৬)। এমন কি ঈশ্বরীয় স্বভাব ও জীবন ধারণ করার জন্য আমাদের যে অনুগ্রহ ও শান্তি প্রয়োজন তা রক্ষা, উন্নতি সাধন ও যথার্থকরণের জন্য অপরিহার্য সকল অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ আসে যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে।

(৩) ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান ও তাঁর উপরে আনীত বিশ্বাস হচ্ছে সেই সকল পন্থা, যার মধ্য দিয়ে সকল আত্মিক সাহায্য ও সান্ত্বনা আমাদের উপরে বর্তায়; কিন্তু তার জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে আমাদের কার্যকরী আহ্বানের রূপকার হিসেবে স্বীকৃতি জানাতে হবে, কারণ তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে: *যিনি নিজের গৌরব ও সদ্‌গুণে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন*। এখানে লক্ষ্য করুন, মানুষকে আহ্বান করে তাকে পরিবর্তিত করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে গৌরব ও সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ করা, যা অনেকে অনুগ্রহ ও শান্তি বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে এই গৌরব ও সদ্‌গুণ কার্যকরভাবে অর্জন করা সম্ভব তখনই, যখন আমরা কার্যকরভাবে আহ্বানে সাড়া দেব, বা ঈশ্বরের গৌরবময় ক্ষমতার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করব, যে বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ইফিষীয় ১:১৯ পদে। পাপীদের মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশিত হয়; এটাই ঈশ্বরের ক্ষমতা ও গৌরব যা তাঁর পবিত্র স্থানে আমরা দেখি ও অনুভব করিস্থীয় (গীতসংহিতা ৬৩:২)। যাদেরকে *অন্ধকার থেকে তাঁর আশ্চর্য আলোর মধ্যে আহ্বান* করা হয়েছে, তাদের প্রতি এই ক্ষমতা বা সদ্‌গুণ প্রদান করা হবে, ১ পিতর ২:৯।

(৪) চতুর্থ পদে প্রেরিত পিতর অনুগ্রহ ও শান্তির বৃদ্ধির জন্য তাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে সব সময় সমুন্নত রাখার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, কারণ এই গৌরব ও সদ্‌গুণের কার্যকারিতার মধ্য দিয়েই আমরা সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা লাভ করি, যা আমাদের কার্যকর আহ্বানের চর্চার মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপ লাভ করে। লক্ষ্য করুন:-

[১] এই প্রতিজ্ঞা বা প্রতিজ্ঞাগুলো যে সকল উত্তম কার্য সাধন করে তা অত্যন্ত মহান। পাপের ক্ষমা হচ্ছে সেই সকল মহান অনুগ্রহের একটি, যার কথা এখানে বলা হচ্ছে। যে কেউ ঈশ্বরের ক্রোধের শক্তি সম্পর্কে এতটুকুও জানে, সে অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে তার পাপ স্বীকার করে মন পরিবর্তন করবে। আর এটি হচ্ছে সেই সকল প্রতিজ্ঞাকৃত অনুগ্রহের মধ্যে একটি, যা ঈশ্বর তাঁর সর্বশক্তিমত্তায় আমাদের উপরে বর্তিয়ে থাকেন, গণনা ১৪:১৭। অসংখ্য ও ঘৃণ্য সমস্ত পাপ (যার প্রত্যেকটির জন্য চিরকাল ঈশ্বরের ক্রোধ ও অভিশাপ প্রাপ্য) ক্ষমা করে দেওয়া এক অপূর্ব বিষয়, গীতসংহিতা ১১৯:১৮।

[২] সুসমাচারের প্রতিজ্ঞাকৃত অনুগ্রহ অত্যন্ত মূল্যবান। পুরাতন নিয়মের অন্যতম মহান প্রতিজ্ঞা যেমন ছিলেন নারী হতে জন্মপ্রাপ্ত খ্রীষ্ট (ইব্রীয় ১১:৩৯), ঠিক তেমনি নতুন নিয়মের মহান প্রতিজ্ঞা ছিলেন পবিত্র আত্মা (লূক ২৪:৪৯)। সেই সঞ্জীবনী, আলোকিতকারী ও পবিত্রকারী আত্মা কত না অমূল্য!

[৩] যারা সুসমাচারের প্রতিজ্ঞা লাভ করবে, তারা স্বর্গীয় স্বভাবের অংশী হবে। তারা জ্ঞানে,

ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে তাদের অন্তর ও আত্মায় পুনরুজ্জীবিত হবে। তাদের অন্তর একমাত্র ঈশ্বরের জন্য ও তাঁর পরিচর্যা কাজের জন্য নিবেদিত থাকবে। তারা লাভ করবে আত্মার এক স্বর্গীয় স্বভাব ও আচরণ। যদিও ব্যবস্থা মৃত্যুর বিধান দান করে এবং ব্যবস্থার বাক্য জীবন কেড়ে নেয়, তথাপি সুসমাচারের বিধান জীবন দান করে এবং পবিত্র আত্মা তাদেরকে জীবিত করে তোলে, যারা স্বভাবগতভাবে পাপে পূর্ণ এবং মৃত।

[৪] যাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা কাজ করে থাকেন তাদের স্বর্গীয় স্বভাব কলুষতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে যারা অন্তরের চেতনায় পুনরুজ্জীবিত হয়, তারা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রাপ্য স্বাধীনতায় নতুন মানুষ হয়ে ওঠে। যারা পিতার নয়, বরং এই পৃথিবীর, তারা পাপের ক্ষমতার অধীনে থাকে; পৃথিবী মন্দতার মাঝে বসতি করে, ১ যোহন ৫:১৯। আর মানুষের মাঝে পাপের যে আধিপত্য রয়েছে তা আসে মানুষের লালসার মধ্য দিয়ে। তারা যখন কোন বিষয়ের প্রতি অন্যায় আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করে তখনই পাপ তাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। পাপের প্রতি আমাদের আসক্তির কারণেই পাপ আমাদের জীবনে কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে।

২ পিতর ১:৫-১১ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পিতর এই পত্রটির মূল বক্তব্যে প্রবেশ করেছেন, যেখানে তিনি তাঁর পাঠকদেরকে তাদের অনুগ্রহ ও পবিত্রতায় বৃদ্ধি লাভ করার জন্য উৎসাহিত করতে ও সংযুক্ত হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তারা ইতোমধ্যে অমূল্য বিশ্বাস অর্জন করেছে এবং তারা স্বর্গীয় স্বভাবের অংশীদার হয়েছে। এটি অত্যন্ত শুভ একটি সূচনা, কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না যদি তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়। পিতর প্রার্থনা করেছেন যেন অনুগ্রহ ও শান্তি তাদের মধ্যে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আর এখন তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন যেন তারা আরও অনুগ্রহ লাভের জন্য সামনে অগ্রসর হয়। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, যাদের জন্য আমরা প্রার্থনা করিখ্রীষ্টীয় ও যাদের জন্য চিন্তা করি, সুযোগ পেলেই তাদেরকে সর্বপ্রকার উপায়ে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে তোলা, যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে যা যাচঞা করিখ্রীষ্টীয় তা অর্জন করার জন্য তারা সচেষ্ট হয়। ধর্মীয় জীবনে যারা প্রকৃত অর্থে অগ্রগতি লাভ করে তারা তাদের ধার্মিকতায় অত্যন্ত অধ্যবসয়ী ও পরিশ্রমী। পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ না হলে কেউ ধার্মিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে পারে না। যারা তাদের ধার্মিকতা পালনে ধীরগতির, তারা এ থেকে কোন কিছুই অর্জন করতে পারে না। যদি আমরা সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কষ্ট স্বীকার করতে হবে, লূক ১৩:২৪।

ক. এখানে আমরা লক্ষ্য না করে পারি না যে, কতটা চমৎকারভাবে একজন বিশ্বাসীদের চলার পথ ধাপে ধাপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১. তাকে অবশ্যই সদ্‌গুণের অধিকারী হতে হবে, যা অনেকে ধার্মিকতা বলে মনে করে

থাকেন। এর পাশাপাশি তার অবশ্যই থাকতে হবে জ্ঞান, নিজেকে দমনের সক্ষমতা এবং ধৈর্য। পিতর সকল বিশ্বসীকে এই চারটি মূল বৈশিষ্ট্য বা গুণ অর্জন করতে উৎসাহ দিয়েছেন, যা পরিপূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের পথে অগ্রগতি সাধনের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু যেহেতু *এই কথা বিশ্বাসযোগ্য* এবং এই সকল কথা *দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে* বলা উচিত, *যেন যারা ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস করেছে তারা নিজেদের সৎকর্মে ব্যস্ত রাখবার কথা চিন্তা করে* (তীত ৩:৮), সে কারণে সদ্‌গুণ বলতে আমরা আরেক অর্থে ধরে নিতে পারি শক্তিমত্তা ও সাহস, যা না থাকলে বিশ্বাসীরা কখনো ভাল কাজে এগোতে পারে না। একজন ধার্মিক ব্যক্তিকে অবশ্যই সিংহের মত সাহসী হতে হবে (হিতোপদেশ ২৮:১)। একজন কাপুরুষ খ্রীষ্টিয় বিশ্বসী, যে সুসমাচারের শিক্ষা বা চর্চার প্রতি তার দায়িত্বের কথা স্বীকার করতে ভয় পায়, তার অবশ্যই এ কথা ভেবে রাখা প্রয়োজন যে, খ্রীষ্টও তাকে শেষ দিনে স্বীকৃতি জানাতে লজ্জা বোধ করবেন। আমাদের এমন হতে হবে যেন মন্দ সময়ে আমাদের অন্তর আমাদেরকে লজ্জিত না করে, বরং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে প্রত্যেকটি শত্রু, পৃথিবী, মাংসিকতা, শয়তান, এমন কি মৃত্যুকেও যেন আমরা প্রতিরোধ ও পর্যদুস্ত করতে পারি। পৃথিবীতে জীবন ধারণের সময় আমাদের অবশ্যই সদ্‌গুণের প্রয়োজন আছে। আমরা তখনই এই সদ্‌গুণ সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারি, যখন আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হই।

২. বিশ্বসীকে অবশ্যই তার সদ্‌গুণের সাথে জ্ঞান যুক্ত করতে হবে। ঈশ্বরের নামের সাথে সম্পর্কিত এক বিশেষ জ্ঞান রয়েছে, যা অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসের সাথে সাথে বিদ্যমান থাকতে হবে (গীত ৯:১০)। যে পর্যন্ত আমরা এই জ্ঞান অর্জন করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলজনক, গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ ইচ্ছার প্রতি আমাদের সমর্থন ব্যক্ত করতে পারি না। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালনের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে, যা সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ও সেগুলো পালন করতে হবে। আমাদের অবশ্যই সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য সময় অনুসরণ করতে হবে। আমরা যে লোকদের সাথে চলতে হবে এবং যে স্থানে ও যে সময়ে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, সে বিষয়ে খ্রীষ্টিয় প্রজ্ঞা আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দান করে। প্রত্যেক বিশ্বসীকে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভের জন্য পরিশ্রম করতে হবে যা আমাদের খ্রীষ্টিয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশনা দান করবে।

৩. আমাদের অবশ্যই জ্ঞানের সাথে নিজেকে দমনের সক্ষমতা যুক্ত করতে হবে। জীবনের সমস্ত উত্তম বিষয়গুলোর প্রতি ভালবাসা ও সেগুলোকে সঠিকভাবে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য আমাদের নিজেদেরকে অবশ্যই সংযমী ও শান্ত হতে হবে। যদি আমাদের পার্থিব স্বস্তি ও সান্ত্বনা সম্পর্কে সঠিক একটি উপলব্ধি ও জ্ঞান থাকে তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আত্মিক করুণার চেয়ে এই জ্ঞানের মূল্য ও উপযোগিতা কতটা বেশি। শারীরিক অনুশীলন এবং অন্যান্য দৈহিক উপযোগিতা খুব সামান্যই উপকৃত করে থাকে এবং এ কারণে সেগুলোকে সেভাবেই মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সুসমাচার একাধারে নিষ্ঠা ও সততার শিক্ষা দেয়, তীত ২:১২। প্রকৃতিগত জীবনের উত্তম দ্রব্যগুলো আকাঙ্ক্ষা ও ব্যবহার করার ক্ষেত্রে

আমাদের অবশ্যই সংযমী হতে হবে, যেমন খাবার, পানীয়, পোশাক, ঘুম, বিনোদন এবং অর্থ সঞ্চয়। এই সমস্ত উপকরণ ও দ্রব্যের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা নিঃসন্দেহে ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এই উপকরণগুলো প্রয়োজনীয় বা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে চেয়ে বা নিয়ে থাকে তারা মানুষ হিসেবে ঈশ্বরের দেওয়া কোন কর্তব্যই পালন করতে পারে না।

৪. নিজেকে দমনের সাথে সাথে যুক্ত করতে হবে ধৈর্য, যা অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে কাজ করবে, যেন আমরা পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হই, কোন বিষয়ে আমাদের অভাব না থাকে (যাকোব ১:৪), কারণ আমরা নানা প্রতিকূলতার মাঝে জন্ম নিই এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বর্গীয় রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতার মুখেই (রোমীয় ৫:৩) আমাদের ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন। এ কারণে আমাদের এই অনুগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তা প্রতিনিয়ত চর্চা করা আবশ্যক, যেন আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ না করে বরং সব সময় তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য বজায় রাখতে পারি এবং আমাদের যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা না করি।

৫. ধৈর্যের সাথে আমাদের যুক্ত করতে হবে ভক্তি। এই ভক্তি এমন একটি উপাদান যা ধৈর্য তৈরি করে ও সংযমের মনোভাব জাগ্রত করে, রোমীয় ৫:৪। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা যখন ধৈর্যের সাথে তাদের সকল কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করে, তখন তারা লাভ করে থাকে তাদের স্বর্গীয় পিতার ভালবাসা ও করুণা, যা তিনি কখনো তাঁর সন্তানদের উপর থেকে তুলে নেন না। এমন কি যখন তিনি তাদের অপরাধের জন্য দণ্ড দ্বারা শাস্তি দেন ও অধর্মের জন্য নানাভাবে আঘাত করেন, তখন তিনি তাদের উপর থেকে তাঁর অটল ভালবাসা হরণ করেন না ও তাঁর বিশ্বস্ততা মিথ্যা প্রমাণ করেন না (গীতসংহিতা ৮৯:৩২,৩৩)। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে শিশুসুলভ ভীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের কথা, যা ভক্তির সাথে চমৎকারভাবে সম্পৃক্ত।

৬. আমাদের অবশ্যই সকল সহ-বিশ্বসী ভাইদের প্রতি স্নেহ পোষণ করতে হবে, যারা আমাদের আত্মিক পিতার সন্তান, একই পথের পথিক এবং একই উত্তরাধিকারের সহ-অংশীদার; এ কারণে তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই আন্তরিকভাবে ভালবাসা করা কর্তব্য। তারা আমাদের সমতুল্য এবং আমাদের সাথে একই অনুগ্রহের সহভাগী, সে কারণে তারা আমাদের বিশেষভাবে আপন এবং প্রিয়, গীতসংহিতা ১৬:৩।

৭. ভালবাসা, তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য শুভকামনা ও ভালবাসা, যা ঈশ্বরের সন্তানদের তথা বিশ্বাসী ভাইদের প্রতি স্নেহের পর অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ঈশ্বর একই রক্ত থেকে সকল জাতি সৃষ্টি করেছেন এবং সকল মানব সন্তান একই মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা প্রত্যেকেই একই দয়া পাওয়ার যোগ্য এবং একই ধরনের পীড়া ও দুঃখভোগের জন্য তারা সকলে দায়বদ্ধ। যদিও আত্মিক বিবেচনায় যারা খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত নয় তাদের চেয়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবস্থান অনেক উপরে, তথাপি তারা যখন দুঃখ দুর্দশার মুখোমুখি হয় তখন তারাও আমাদের সহানুভূতির যোগ্য এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র তাদের শারীরিক ও

আত্মিক মঙ্গল সাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। এভাবেই খ্রীষ্টতে সকল বিশ্বাসী প্রমাণ করতে পারবে যে, তারা সকলে ঈশ্বরের সন্তান, যিনি সকলের প্রতি মঙ্গলময়; তথাপি ইস্রায়েলীয়দের, তথা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক মঙ্গলময়।

খ. পূর্বে উল্লিখিত সমস্ত অনুগ্রহ সকল অবশ্যই আমাদের ভেতরে থাকতে হবে, যদি আমরা ঈশ্বর প্রদত্ত সকল আদেশ পালন করতে চাই এবং কার্যকরভাবে তাঁর বাধ্য ও অনুগত হতে চাই। যে সকল দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং যা পালনের মধ্য দিয়ে আমরা একান্তভাবে তাঁর প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করতে পারি, সে সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হওয়াটা আমাদের জন্য অপরিহার্য। প্রেরিত পিতর এখানে এই সকল দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালনের কারণে কী কী সুফল অর্জিত হতে পারে তারই বর্ণনা বিশেষভাবে দিয়েছেন, পদ ৮-১১।

১. পিতর প্রথমত সার্বিক অর্থে এর বর্ণনা দিয়েছেন, পদ ৮। আমাদের অলস বা ফলহীন থাকতে না দেওয়ার বিষয়ে যা বলা হয়েছে, তা বিবেচনা করলে এখানে যা বলা হয়েছে তার চেয়েও অনেক গভীর এক অর্থ আমাদের অনুধাবন করতে হবে, যা আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা; কারণ যিহূদীয়ার সবচেয়ে মন্দ ও সবচেয়ে রূঢ় রাজা সম্পর্কে যখন বলা হয়েছে যে, *তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দায়ূদের মত তাঁর ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যা ন্যায্য তা করতেন না* (২ রাজাবলি ১৬:২), যখন এর চেয়ে আরও অধিক অর্থ এই কথার মাঝে নিহিত রয়েছে ভেবেই আমাদের তা উপলব্ধি করতে হবে। এই রাজা সেই কাজগুলো করেছিলেন যা সবচেয়ে ঘৃণিত ও অন্যায্য, যা পরবর্তীতে তার জীবনীতে আমরা দেখতে পাই। এ কারণে এখানে যেহেতু বলা হয়েছে যে, সকল খ্রীষ্টিয় অনুগ্রহে পরিপূর্ণ ও আবিষ্ট হওয়ার কারণে কখনোই অকার্যকর থাকবেন না বা ফলহীন থাকবেন না, সেহেতু আমাদের অবশ্যই এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, এই অনুগ্রহের দান আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে খ্রীষ্টিয় হিসেবে দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত আগ্রহী ও জীবন্ত, কর্মক্ষম ও সক্রিয় করে তুলবে এবং সেই সাথে ধার্মিকতার কাজে আমাদেরকে প্রচুররূপে ফলবান করে তুলবে। এতে করে ঈশ্বর প্রচুররূপে গৌরবান্বিত হবেন এবং মানুষের মাঝে এর ফল অফুরন্ত হয়ে দেখা দেবে। আমরা আমাদের যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে ফলবন্ত হয়ে উঠব। তাঁকে আমাদের প্রভু বলে স্বীকার করা এবং আমাদের জীবনে এই সকল অনুগ্রহের দান প্রকাশ পাওয়ার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হবে যে, আমরা সকলে তাঁর দাস। একটি অনুগ্রহের সাথে আরেকটি অনুগ্রহকে যুক্ত করার জন্য এটি খুবই প্রয়োজন; কারণ যে অন্তরে সকল খ্রীষ্টিয় অনুগ্রহ অবস্থান করে, সেখানে তা অগ্রগতি সাধন করে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, পরস্পরকে উৎসাহিত ও সক্রিয় করে তোলে। এভাবেই সকল অনুগ্রহের দান বৃদ্ধি পায় (যেভাবে প্রেরিত পিতর প্রথমে তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন, পদ ৮), আর যেখানে অনুগ্রহের অবস্থান থাকে, সেখানে সব সময় উত্তম কার্য সাধিত হয়। পিতর যে অবস্থানের বর্ণনা দিচ্ছেন, এমন অনুগ্রহপূর্ণ অবস্থান লাভ করা আমাদের সকলের জন্য কত না আকাঙ্ক্ষার যোগ্য, পদ ৯। যারা এই অনুগ্রহের ফল দান করতে যথেষ্ট কার্যকারিতার পরিচয় দেবে না,

তাদের জীবনে কী ধরনের দুর্দশা ঘটবে সে সম্পর্কে পিতর বর্ণনা দিয়েছেন। কারণ যে ব্যক্তির মাঝে পূর্বে উল্লিখিত অনুগ্রহের দানগুলো থাকবে না, বা যাদের মধ্যে এই অনুগ্রহগুলোর অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা নিজেদের মাঝে এই অনুগ্রহগুলো চর্চা করে তা আরও বৃদ্ধি করে নি, তারা এক কথায় অন্ধ, অর্থাৎ আত্মিক ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহের কাছে তারা অন্ধ। পরবর্তী উক্তিটি এই কথাটি আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে: *সে অন্ধ ও অদূরদর্শী*। সে এই বর্তমান মন্দ পৃথিবীকে দেখতে পায় এবং তাকেই সে গ্রহণ করে, কিন্তু সে তার জন্য অপেক্ষমান আত্মিক অধিকার ও স্বর্গীয় অনুগ্রহ দেখতে পায় না। যে ব্যক্তি খ্রীষ্টিয় ধর্মের উৎকৃষ্টতা দেখতে পায়, তাকে অবশ্যই সেই সকল অনুগ্রহ লাভের জন্য অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী হতে হবে, যা গৌরব, সম্মান ও অমরত্ব অর্জনের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে এই অনুগ্রহগুলো অর্জিত হয় না বা তা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয় না, সেখানে মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি নিজেদেরকে আগ্রহী করে তুলতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর দৃষ্টিতে বাস্তব দৃশ্যগোচর নয়। অবশ্য তারা নিজেদেরকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে বলেই তা তাদের কাছে প্রকাশ পায় না। ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে ঈশ্বর যে গৌরবময় পুরস্কারে ভূষিত করে থাকেন তার মহত্ব ও অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং অধার্মিকদেরকে তিনি যে চরম শাস্তি প্রদান করে থাকেন তার তীব্রতা তারা কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না তাদের পার্থিব বৈশিষ্ট্যের কারণে। তবে এখানেই শেষ নয়। তাদের স্মৃতিশক্তিও অত্যন্ত দুর্বল এবং এ কারণে তারা স্মরণ করতে পারে না যে, অতীতে কী ঘটেছে; একই সাথে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তা মাথায় রাখতেও তারা অপারগ। তারা ভুলে যায় তাদের কী কারণে বাপ্তিস্ম দান করা হয়েছে এবং কী ধরনের পবিত্র অন্তর ও জীবন তাদের ধারণ করার কথা। বাপ্তিস্মের দ্বারা আমরা পাপের বিরুদ্ধে এক পবিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হই এবং এই পৃথিবী, মাংসিকতা ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সর্বোতভাবে নিযুক্ত হই।

২. প্রেরিত পিতর দুটি বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন যা একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমরা আমাদের কাজে নিষ্ঠাবান হলে পেতে পারি: অনুগ্রহের স্থির থাকা এবং গৌরবের সাথে বিজয় লাভ করা। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী আলোচনার অংশ হিসেবে একটু ভিন্নভাবে এই প্রসঙ্গটি শুরু করেছেন; কারণ ৫ পদে বলা হয়েছিল, *তোমরা সম্পূর্ণ যত্নের সাথে চেষ্টা কর যাতে নিজেদের বিশ্বাসের সঙ্গে সদ্‌গুণ যোগ করতে পার*; আর এখানে ১০ পদে বলা হয়েছে, *তোমরা যে আহ্বান পেয়েছ ও মনোনীত, তা নিশ্চিত করে তুলবার জন্য আরও বেশি চেষ্টা কর*। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

(১) বিশ্বাসীদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের মনোনয়ন নিশ্চিত করে তোলা; নিজেদের কাছে এ বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া যে, তারা ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত।

(২) তাদের অনন্তকালীন মনোনয়ন যে তাদের কার্যকর আহ্বানের কারণে ঘটেছে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায়: ঈশ্বরের অনন্তকালীন পরিকল্পনা ও বিধান রচিত রয়েছে যে পুস্তকে তা কেউ কখনো দেখতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর যাদেরকে আহ্বান করেছেন ও যাদের গন্তব্য আগে থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছেন, তারা যদি বুঝতে পারে যে, তাদেরকে কার্যকরভাবে

আহ্বান করা হয়েছে, তাহলেই তারা নিশ্চিত হতে পারবে যে তাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে।

(৩) আমাদের আহ্বান ও মনোনয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রচুর অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন। আমাদের নিজেদেরকে খুব গভীরভাবে, সুচারুভাবে ও কঠোরভাবে যাচাই করা প্রয়োজন যে, আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছি কি না, আমাদের অন্তর আলোকিত হয়েছে কি না, আমাদের স্পৃহা জাগ্রত হয়েছে কি না এবং আমাদের আত্মা পরিপূর্ণভাবে ভগ্ন ও চূর্ণ হয়ে নতুনীকৃত হয়েছে কি না। এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং এই অধ্যবসায় অর্জন করা স্বর্গীয় সহায়তা ব্যতীত সম্ভব হয় না, যার বিষয়ে আমরা জানতে পারি গীতসংহিতা ১৩৯:২৩ ও রোমীয় ৮:১৬ পদ থেকে। "কিন্তু তোমরা এর জন্য যতই পরিশ্রম কর না, তা নিয়ে খুব বেশি ভেবো না, কারণ এর বিনিময়ে তোমরা এক মহা সুফল ভোগ করতে চলেছ।"

[১] "এর মধ্য দিয়ে তোমরা সকল সময়ে ও সকল যুগে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, এমন কি যখন পৃথিবীতে প্রলোভন ও পরীক্ষার কাল চলতে থাকবে তখনও।" যখন অন্যরা জঘন্য ও কলঙ্কময় পাপে জর্জরিত, সে সময় অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যবান ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্বে অটল থাকেন। যখন অনেকে ভ্রান্তিতে পতিত হয়, সে সময় তারা তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকেন এবং সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদনে নিজেদেরকে নিযুক্ত রাখেন।

[২] যারা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে অধ্যবসায়ী তারা বিজয়ীর ভঙ্গিতে গৌরব ও মহিমায় প্রবেশ করবে। অপরদিকে সামান্য যে কয়জন ব্যক্তি অনন্ত জীবন লাভ করে স্বর্গে প্রবেশ করবে (১ পিতর ৪:১৮), অনেক কষ্টভোগ করবে, এমন কি আগুন দ্বারা পরীক্ষিত হবে (১ করিন্থীয় ৩:১৫), যারা অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করবে এবং প্রভুর কার্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে, তারা তাদের প্রভুর অপরিমেয় আনন্দে প্রচুররূপে প্রবেশ করবে, এমন কি যেখানে খ্রীষ্ট রাজত্ব করেন সেই চিরস্থায়ী রাজ্যেও তারা প্রবেশ করবেন এবং তারা চিরকাল তার সাথে রাজত্ব ও বসতি করবেন।

২ পিতর ১:১২-১৫ পদ

ক. অনুগ্রহে ও পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাওয়ার এবং তা ধরে রাখার গুরুত্ব ও সুফল প্রেরিত পিতরকে খ্রীষ্টের পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অধ্যবসায়ী করে তুলেছে, যে কারণে তিনি তাঁর সহ-বিশ্বসী খ্রীষ্টানদেরকেও এই অনুগ্রহ ও পবিত্রতায় বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এবং তাদের খ্রীষ্টিয় দায়িত্ব পালনের জন্য উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করে তুলছেন। যদি পরিচর্যাকারীরা তাদের কাজে অবহেলা করেন, তাহলে সাধারণ মানুষকে তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী করে তোলার আশা করা যায় না। এ কারণে পিতর কখনো তাঁর দায়িত্ব অবহেলা করেন নি, বরং তিনি সব সময় নিজেকে অধ্যবসায়, ধৈর্য ও নিষ্ঠার আদর্শ ও প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এটাই সকল উত্তম পরিচর্যাকারী এবং সেই সাথে সকল প্রেরিতের কর্তব্য। তাঁরা সকলে *সদাপ্রভুর কণ্ঠস্বর* (যিশাইয় ৭২:৬)। তাঁরা

বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞাগুলো বারবার উচ্চারণ করা এবং মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সতর্ক করে ও তাদের কাছে খ্রীষ্টিয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে দায়বদ্ধ। তাদের এই কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও আদেশ স্মরণে রাখতে সমর্থ হয়। প্রেরিত পিতর ঠিক এই কাজটিই করেছেন, যদিও অনেক লোকের কাছে তা অপ্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে হয়েছে। তথাপি তিনি যা লিখেছেন তাতে তাঁর বক্তব্যের ঐশ্বরিক সত্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং তিনি সেই সত্যকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. আমরা যা ইতোমধ্যে জানি তা ভুলে যাওয়া প্রতিরোধ করতে, আমাদের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে এবং তা নিয়মিত চর্চা করতে আমাদের অবশ্যই এই সত্য সব সময় মাথায় রাখা উচিত।

২. আমাদের নিজেদের মাঝে অবশ্যই সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যেন আমরা প্রত্যেক ধরনের ধর্মীয় মতবাদের বায়ুতে চালিত না হই এবং আমরা যেন বিশেষভাবে সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করিষ্ঠীয় যার মাঝে প্রকৃত সত্যের অবস্থান রয়েছে, যা আজকের দিনে জানা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এবং যা আমাদের জীবনে শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে। সুসমাচারের সবচেয়ে মহান শিক্ষা হচ্ছে, যীশুই হলেন খ্রীষ্ট, যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছেন পাপীদেরকে পরিত্রাণ দিতে, যারা যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করবে তারা পরিত্রাণ পাবে, এবং যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তাদের সকলের উত্তম কার্য সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। এই সত্যগুলোর উপরেই প্রেরিত পিতর গুরুত্ব আরোপ করছেন। সকল যুগের সকল খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে এগুলো চিরকালীন বিশ্বাসযোগ্য বচন এবং সন্দেহাতীতভাবে স্বীকৃত। পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতরা সব সময় এই বক্তব্যগুলোর সত্যায়ন করেছেন (তীত ৩:৮), যেন মানুষ এই সকল সত্যের সুশিক্ষা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে এই সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; সর্বোপরি তাদের মধ্যে যেন জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে সকল বিষয় মানবীয় জ্ঞানে অনুসন্ধান করে পাওয়া যায় না তার উপর যেন তাদের বিশ্বাস দৃঢ় থাকে। এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করার সময় সবচেয়ে ধার্মিক খ্রীষ্টানদেরও কখনো ঈশ্বরীয় বিধি-বিধান অতিক্রম করা সম্ভব নয়, কিংবা ঈশ্বর তাদেরকে যে স্থানে রেখেছেন ও যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা ব্যতিরেকে ভিন্ন কিছু করা তাদের জন্য বিধেয় নয়। কাজেই পরিচর্যাকারী ও প্রেরিতরা যতদিন পর্যন্ত তাদের দায়িত্বে রয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত যখনই মানুষের শিক্ষা দান ও উৎসাহ দানের প্রয়োজন হোক না কেন, তাদের দায়িত্ব অবশ্যই যথাযথভাবে তাদের পালন করতে হবে। তাদের অবশ্যই লোকদের কাছে এই শিক্ষা প্রদান করতে হবে যে, তারা পূর্বে কী সত্য জেনেছিল এবং তার অর্থ কী। এর মধ্য দিয়ে লোকদেরকে তাদের দায়িত্বে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে এবং সুসমাচারের বাধ্যতায় অধ্যবসায়ী ও সঞ্জীবিত এক জীবন পরিচালনা করার জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

খ. প্রেরিত পিতর এই লক্ষ্য নিয়ে আমাদেরকে বলছেন (পদ ১৪) যে, কেন তিনি এই কাজ এতটা একাগ্রতার সাথে সম্পন্ন করতে চাইছেন: তিনি সুনিশ্চিতভাবে খুব শীঘ্রই তাঁর দেহ পরিত্যাগ করতে চলেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. দেহ হচ্ছে আত্মার আবাসস্থল। এটি একটি দুর্বল এবং অপসারণযোগ্য কাঠামো, যার ভিত্তি খুব সহজে নড়ে যেতে পারে এবং এর অবকাঠামো সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকে।

২. এই বাসস্থল আমাদের এক সময় অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এই পার্থিব বাসস্থানে আমরা খুব বেশি দিন থাকব না। রাতে শোয়ার সময় আমরা যেমন পরনের পোশাকটি খুলে রাখি, ঠিক সেভাবে মৃত্যুর সময়ও আমাদের দেহটিকে পরিত্যাগ করতে হবে এবং পুনরুত্থিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা আর কোন দেহের অধিকারী হব না।

৩. মৃত্যু আসন্ন বিধায় প্রেরিত পিতর জীবদ্দশায় তাঁর দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করার জন্য অধ্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে দেখিয়েছেন যে, তাঁর প্রস্থানের সময় কাছে এসে গেছে। সে কারণে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, যেহেতু তাঁর সময় সংক্ষিপ্ত। যাদের প্রতি তিনি তাঁর পত্র লিখছেন, তাদের কাছ থেকে তাঁকে খুব শীঘ্র চলে যেতে হবে। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল এই যে, তিনি তাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তা যেন তারা সব সময় মনে রাখে এবং কখনো যেন তারা এই শিক্ষা থেকে বিচ্যুত না হয়; তারা যেন এই শিক্ষাগুলো হুবুহু স্মরণে রাখে এবং সে অনুসারে জীবন ধারণ করে। যারা ঈশ্বরকে ভয় করে তারা তাঁর নাম স্মরণে রাখে এবং তাঁর মঙ্গলময়তা ও দয়ার কথা বলে। এভাবে প্রেরিত পিতর প্রভুর জ্ঞান সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। যারা ঈশ্বরের বাক্যের রচয়িতা, তাদের এই ক্ষমতা ও যোগ্যতা অবশ্যই রয়েছে।

২ পিতর ১:১৬-১৮ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই কী কারণে প্রেরিত পৌল বিগত অনুচ্ছেদে এতটা একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সাথে পাঠকদের কাছে তাঁর আবেদন রেখেছেন। তাঁর এই বক্তব্যগুলো কোন অর্থহীন কথামালা নয়, বা মূল্যহীন বক্তৃতা নয়, বরং তা সন্দেহাতীত ও অমূল্য সত্য। সুসমাচার কোন *চাতুরিপূর্ণ মিথ্যা রূপকথা* নয়। শয়তানের অনুসারী কোন মানুষের কথা এটি নয়, বা দুরভিসন্ধি অন্তরে পুষে রাখা কোন চক্রান্তকারীর চিন্তাপ্রসূত নয় এই বক্তব্য। যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক পরিত্রাণের পথ একান্তভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনা, যা যিহোবার সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। তিনিই যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাপীদের পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের এই পন্থা আবিষ্কার করেছেন, যাঁর ক্ষমতা ও আগমনের কথা সুসমাচারে বিবৃত হয়েছে। প্রেরিত পিতরের কাজ ছিল এই বিষয়গুলোই মানুষকে জানানো।

১. সুসমাচার প্রচারের অর্থ হচ্ছে মানুষকে খ্রীষ্টের ক্ষমতার কথা জানানো যে, যারা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসে তারা সকলে পরিত্রাণ লাভ করে। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং সে কারণে তিনি মানুষকে পাপের পঙ্কিলতা এবং অপরাধবোধ উভয় থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

২. খ্রীষ্টের আগমনের সংবাদও সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হয়ে থাকে। মানুষের পাপে পতনের পরপরই যাঁর আগমনের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, যিনি উপযুক্ত সময়ে নারীর গর্ভে জন্ম নেবেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, তিনি এখন মানব দেহে মূর্তিমান হয়েছেন। যে কেউ তাঁকে অস্বীকার করবে, সে খ্রীষ্টারি বলে বিবেচিত হবে (১ যোহন ৪:৩); সে খ্রীষ্ট-বিরোধী শক্তির বশীভূত। কিন্তু যারা খ্রীষ্টের সত্যিকার প্রেরিত ও পরিচর্যাকারী এবং যারা খ্রীষ্টের আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা এই সাক্ষ্য বহন করেন ও বিশ্বাস করেন যে, পুরাতন নিয়মের বিশ্বাসীরা যে প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাস বজায় রেখে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারেই খ্রীষ্ট পৃথিবীতে এসেছেন এবং মানব রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, ইব্রীয় ১১:৩৯। খ্রীষ্ট স্বয়ং মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন। যাদেরকে তিনি পরিত্রাণ দান করার জন্য গ্রহণ করেছেন তারা যেমন রক্ত-মাংসের অধিকারী, তেমনি তিনিও স্বয়ং তাদেরই মত রক্ত-মাংসের দেহ ধারণ করলেন, যেন তিনিও তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে কষ্টভোগ করতে পারেন এবং তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। খ্রীষ্টের এই আগমনের প্রেক্ষিতে সুসমাচারের পূর্বাভাস ছিল সুস্পষ্ট এবং নির্দেশনামূলক। কিন্তু এর পরে রয়েছে একটি দ্বিতীয় আগমন। এই আগমন সম্পর্কেও বাইবেলে রয়েছে, যা সুসমাচার প্রেরিতগণও প্রচার করেছেন। এই দ্বিতীয় আগমনের সময় খ্রীষ্ট তাঁর পিতা ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ হয়ে সমস্ত স্বর্গদূতদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আসবেন, কারণ তখন তিনি জীবিত ও মৃত সকল মানুষের বিচার করতে আসবেন। তিনি চিরস্থায়ী সুসমাচার দ্বারা এই পৃথিবীকে ধার্মিকতায় বিচার করার জন্য আসবেন। ভাল হোক আর মন্দ হোক, প্রত্যেক মানুষকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

৩. যদিও খ্রীষ্টের এই সুসমাচারকে ঈশ্বরনিন্দার দৃষ্টি থেকে মিথ্যা বলে অপপ্রচার চালিয়েছে তারা, যারা নিজেদেরকে প্রেরিত পিতরের অনুসারী বলে দাবী করে, তথাপি আমাদের প্রেরিত এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, আমাদের মহান পরিত্রাণকর্তা এই পৃথিবীতে আবাস গড়েছিলেন এ কথা যেমন সত্য, তেমনি তিনি এখানে মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন ও নিজেকে দাসের রূপে অবতীর্ণ করেছিলেন এ কথাও সত্য। তিনি প্রায়শই নিজেকে ঈশ্বর হিসেবেও প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে প্রেরিত পিতর ও সিবদিয়ের দুই পুত্রের কাছে, যারা ছিলেন তাঁর স্বর্গীয় মহিমা ও গৌরবের প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁদেরই সামনে খ্রীষ্ট রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চেহারা সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর পোশাক হয়ে উঠেছিল আলোর মত আলোকময়, তুষারের মত ধবধবে সাদা; পৃথিবীর কোন মানুষ কোন পোশাক সেভাবে উজ্জ্বল ও ধবধবে করে তুলতে পারবে না। পিতর, যাকোব ও যোহন ছিলেন খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষদর্শী এবং সেই সাথে তারা এর সাক্ষ্যও প্রদান করেছেন; আর নিঃসন্দেহে তাঁদের সাক্ষ্য সত্য, কারণ তাঁরা নিজেদের চোখে তা অবলোকন করেছেন এবং নিজেদের কানে সমস্ত কথা শুনেছেন। পৃথিবীতে খ্রীষ্ট এই চমৎকার জ্যোতিতে নিজেকে উদ্ভাসিত করার পাশাপাশি সে সময় স্বর্গ থেকে এক বাণী ভেসে এসেছিল। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) সেই বাণী ছিল প্রকৃত অর্থে একটি ঘোষণা: *এ আমার প্রিয় পুত্র, এতেই আমি প্রীত*।

এটি ছিল পৃথিবীতে উচ্চারিত সবচেয়ে সুমিষ্ট স্বর। ঈশ্বর খ্রীষ্টের উপরে খুবই সন্তুষ্ট এবং সে কারণে তিনি তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রতিও একইভাবে সন্তুষ্ট হন। ইনিই সেই খ্রীষ্ট, যাঁর প্রতিজ্ঞা আমাদের কাছে করা হয়েছে, যাঁর উপর বিশ্বাস করলে তাঁর মধ্য দিয়ে সকলে পরিত্রাণ পায়।

(২) পিতা ঈশ্বর নিজে এই ঘোষণা দিয়েছেন, যিনি জনসমক্ষে তাঁর পুত্রকে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন (এমনকি যখন পুত্র চরম অ বিশ্বাস ও দুঃখভোগের শিকার হলেন তখনও তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেন নি)। তিনি তাঁকে তাঁর নিজ প্রিয় পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন, যখন তিনি ছিলেন মানুষের হাতে চরমভাবে নিপীড়িত। হ্যাঁ, খ্রীষ্টের চরম অবমাননা ও প্রতিকূল সময়ের মধ্যেও কখনো পিতা ঈশ্বর তাঁকে ছেড়ে যান নি। নিজের জীবনকে মানুষের পরিত্রাণ দানের জন্য বিলিয়ে দেওয়ায় পুত্রের প্রতি পিতার ভালবাসা আরও ঘনীভূত হয়েছে, যোহন ১০:১৭।

(৩) এই বাণীর উদ্দেশ্য ছিল আমাদের পরিত্রাণকর্তা এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে তাঁকে সমর্থন যোগানো ও অনুগ্রহ দান করা: তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান ও গৌরব লাভ করেছিলেন। তিনিই সেই প্রিয়পাত্র, যাঁর প্রতি ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন। পুত্রকে আমাদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যেমন তিনি পুত্রের প্রতি আমাদের সম্মান ও গৌরব প্রদানের দাবী জানিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাঁকে পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়ে তিনি নিজে তাঁকে গৌরব ও মহিমা প্রদান করেছেন।

(৪) স্বর্গ থেকে ধ্বনিত হওয়া এই কণ্ঠস্বরকে এখানে বলা হয়েছে *মহিমাযুক্ত মহিমা*, যা প্রতিফলিত করে আমাদের পরিত্রাণকর্তার উপর আরোপিত মহিমা ও গৌরবকে। এই ঘোষণা এসেছে গৌরবের আকর ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং মহিমার সিংহাসন স্বর্গ থেকে, যেখানে ঈশ্বরের সর্বোচ্চ মহিমান্বিত উপস্থিতি বিরাজ করে।

(৫) কণ্ঠস্বরটি শোনা গিয়েছিল এবং তা শুনে পিতর, যাকোব ও যোহন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁরা শুধু একটি শব্দ শোনেন নি (যেমনটা অন্য লোকেরা শুনেছিল, যোহন ১২:২৮,২৯) কিন্তু সেই সাথে তাঁর এর অর্থও অনুধাবন করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের শ্রবণ ও উপলব্ধির দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন যেন যা তাদের জানা দরকার তা তারা জানতে পারে। এ কারণেই পৌলের সাথে যে সকল লোকেরা ছিল তারা কেউ স্বর্গ থেকে ধ্বনিত কোন বোধগম্য কথা শুনতে পায় নি, তারা কেবল শুনেছিল কিছু দুর্বোধ্য আওয়াজ (প্রেরিত ৯:৭), কিন্তু এর কোন অর্থ তারা উদঘাটন করতে পারে নি। আর সেই কারণেই বলা হয়েছে যে, তারা বাণী শুনতে পেল না, প্রেরিত ২২:৯। তারাই ধন্য, যারা শুধুমাত্র শোনে না, বরং সেই সাথে তা বোঝে। যারা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং স্বর্গ থেকে ধ্বনিত হওয়া বাণীর শক্তি অনুভব করে তাদের প্রতি ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করেন। আর এই পৃথিবীতে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ না করার কোন যুক্তি আমাদের নেই। কারণ সরাসরি স্বর্গ থেকে যে বিষয়ের সাক্ষ্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করার কোন অবকাশই নেই।

(৬) তাঁরা পর্বতের উপরে অবস্থানকালে এই বাণী শুনেছিলেন, যখন যীশুও তাঁদের সাথে অবস্থান করছিলেন। যে স্থানে ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিশেষ অনুগ্রহের কাজ সাধন করেন, সেই স্থান পবিত্র হয়ে ওঠে। স্থানটি তার নিজ গুণে পবিত্র হয় না, বরং ঐশ্বরিক উপস্থিতির কারণে তা হয়ে ওঠে পবিত্র, ঠিক যেভাবে মোশিকে ঈশ্বর যে স্থানে দেখা দেন সেই স্থানটি ছিল পবিত্র (যাত্রাপুস্তক ৩:৫) এবং যে স্থানে সর্বপ্রথম আবাস-তাঁবু নির্মাণ করা হয়েছিল সেই স্থানটি ছিল পবিত্র, গীতসংহিতা ৮৭:১। এ কারণে স্বর্গ থেকে যখন কোন বাণী উচ্চারিত হবে তখন সেখানে অবশ্যই ঐশ্বরিক উপস্থিতি রয়েছে এবং সেই স্থানটি সে সময় পবিত্র ও মহিমান্বিত ঈশ্বরের বিশেষ উপস্থিতি ও গৌরবময় প্রতিপত্তিতে পূর্ণ থাকে।

২ পিতর ১:১৯-২১ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত পিতর সুসমাচারের সত্য ও বাস্তবতা প্রমাণ করার জন্য আরও কিছু আলোচনা চালিয়েছেন এবং এতে করে প্রকাশ পায় যে, এই দ্বিতীয় প্রামাণ্য সাক্ষ্যটি আগেরটির চেয়ে আরও শক্তিশালী এবং আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য। আর এতে করে প্রশ্নাতীতভাবে ও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও তাঁর দ্বিতীয় আগমনের শিক্ষা মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তৈরি করা কোন গল্প নয়, বরং তা পবিত্র ও মহিমান্বিত ঈশ্বরের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও চমৎকার পরিকল্পনার পরিচয় দেয়। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা ও পাণ্ডুলিপি লেখকরা ঈশ্বরের আত্মার নির্দেশনার অধীনে থেকে এই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন এবং কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. এখানে পুরাতন নিয়মের পদ সম্পর্কে কিছু বিবৃতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে: এই পর্বগুলোর বিষয়ে বলা হয়েছে, *ভাববাদীদের বাক্য আরও দৃঢ় হয়ে আমাদের কাছে রয়েছে*।

১. এটি হচ্ছে আমাদের পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও তাঁর আগমন, তাঁর ঈশ্বরত্ব ও তাঁর মানব দেহ ধারণের একটি ভবিষ্যদ্বাণী, যা আমরা পুরাতন নিয়মে পাই। এ কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, নারীর বংশধর সাপের মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। শয়তান ও তার কার্যক্রম ধ্বংস করার জন্য তাঁর ক্ষমতা এবং নারীর গর্ভ হতে তাঁর জন্মলাভ এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের মহান ও মর্যাদাপূর্ণ নামও এখানে প্রকাশ পেয়েছে, সেই নামটি হচ্ছে যিহোবা, যার অর্থ সংক্ষিপ্ত আকারে "আছি" (যাত্রা ৩:১৪)। অনেকে ব্যাপক অর্থে বলেন "আমি যে আছি, সেই আছি"। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের পরিত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য মানবীয় সত্তা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন এবং তিনি তাদের মধ্যেই অবস্থান করবেন। কিন্তু নতুন নিয়ম তথা নতুন নিয়ম হচ্ছে পুরাতন নিয়মের সকল ভবিষ্যদ্বাণীরই বাস্তব ইতিহাস। *সমস্ত ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণী বলেছে*, মথি ১১:১৩। আর সুসমাচার প্রচারকদেরগণ ও প্রেরিতগণ সেই ইতিহাসই লিপিবদ্ধ করেছেন ও ঘোষণা করেছেন যা এর আগে ভবিষ্যদ্বাণী আকারে আবদ্ধ ছিল। এখন নতুন নিয়ম কর্তৃক পুরাতন নিয়ম সম্পন্নকৃত হল এবং পুরাতন নিয়মের কাছে

নতুন নিয়ম হয়ে উঠল গ্রহণযোগ্য, পরিপূর্ণ এক প্রত্যাদেশ। পুরাতন ও নতুন নিয়ম উভয়েই সত্য ও অকৃত্রিম। আমরা পুরাতন নিয়ম, তথা ভাববাদীদের বাক্য পাঠ করব খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীরূপে এবং অত্যন্ত ভক্তি ও মর্যাদার সাথে নতুন নিয়ম, তথা নতুন নিয়ম পাঠ করব পুরাতন নিয়মের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হিসেবে বিবেচনা করে।

২. *ভাববাদীদের বাক্য আরও দৃঢ় হয়ে আমাদের কাছে রয়েছে*। এ কথা বলা হয়েছে মূলত যিহূদীদের উদ্দেশ্য করে, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই প্রত্যাদেশ লাভ করার মত সৌভাগ্যের অধিকারী ছিল। পরবর্তী যুগের ভাববাদীরা প্রত্যেকেই এর আগে যে প্রত্যাদেশ দত্ত হয়েছিল তার সপক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত হয়েছে পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানের অধীনে। এ কারণে যারা প্রেরিতদের বিবৃতির বদলে সরাসরি স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর ও বাণী শুনতে পাবেন তারা নিশ্চয়ই আরও বহুগুণ জোরদার নিশ্চয়তা লাভ করবেন। মোশি ও অন্যান্য ভাববাদীরা তাদের আশ্চর্য কাজের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাবান ছিলেন, লূক ১৬:৩১। আমাদের বিশ্বাস কত না সুদৃঢ় এবং সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তির এমন সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর করার মত এমন দৃপ্ত বক্তব্য রয়েছে, তার রয়েছে এক অনুপম সুনিশ্চয়তা। পবিত্র শাস্ত্রের ইতিহাস যার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা, সেই ব্যক্তির কাছে পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর নিশ্চয়তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত।

খ. প্রেরিত পিতর আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রে অনুসন্ধান করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি আমাদেরকে বলছেন যে, *তোমরা যে সেই বাক্যের প্রতি মনোযোগ করছো, তা ভালই করছো*। এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র শাস্ত্রের অর্থ আমাদের অন্তরে অনুধাবন করা এবং আমাদের অন্তরে সেই সত্যের বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপন করা, আমাদের নিজেদেরকে সেই পবিত্র সত্যের অধীনস্থ রাখা, যেন তার নির্দেশনা অনুসারে আমরা আমাদের জীবনকে সুসজ্জিত করে তুলতে পারি। পবিত্র শাস্ত্র হচ্ছে আদর্শ শিক্ষার সেই রূপ, যা অনুসারে আমরা নিজ নিজ জীবন গঠন করতে পারি (রোমীয় ৬:১৭)। এটি জ্ঞান ও চরিত্র গঠনের এক নিয়ামক (রোমীয় ২:২০), যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চিন্তা ও আমাদের সকল অনুভূতি, আমাদের সকল কথা ও স্বীকারোক্তি, আমাদের সমগ্র জীবন ও আমাদের জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এভাবে যদি আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি সমর্পণ করতে পারি, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরের চোখে যা সন্তোষজনক এবং আমাদের জন্য যা মঙ্গলজনক, ঠিক সেই ধরনের কাজ করতে সক্ষম হব। এর জন্য আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করা এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর মহান প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা উচিত। কিন্তু বাক্যের প্রতি এভাবে মনোযোগী হওয়ার জন্য প্রেরিত পিতর সেই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে বিশেষ কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন, যারা যে কোন ভাল উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য পবিত্র শাস্ত্র ব্যবহার করতে চান।

১. তাদেরকে পবিত্র শাস্ত্রকে আলো হিসেবে বিবেচনা করতে ও ব্যবহার করতে হবে, যা ঈশ্বর স্বয়ং এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যেন পৃথিবী থেকে সমস্ত অন্ধকার বিতাড়িত হয়। ঈশ্বরের বাক্য তাদের পায়ের কাছে আলোকবর্তিকার মত জ্বলে থেকে পথ দেখাবে,

যারা তা সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। মানুষের কোন পথে চলা উচিত তা এই বাক্যই বলে দেয়। এর মাধ্যমে আমরা জীবন লাভের উপায় সম্পর্কে জানতে পারি।

২. তাদের অবশ্যই নিজ নিজ অন্ধকার দিকগুলো স্বীকার করতে হবে। এই পৃথিবী হচ্ছে ভ্রান্তি এবং অজ্ঞতার স্থান। পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের মাঝেই স্বভাবগতভাবে সেই জ্ঞানের অভাব থাকে, যা তাদের অনন্ত জীবন লাভ করার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন।

৩. যদি মানুষ কখনো পরিত্রাণ উপলব্ধি করার মত জ্ঞান অর্জন করে, তখন তা একমাত্র তাদের অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য প্রবেশের কারণেই ঘটে থাকে। পাপে পতিত মানুষের জন্য ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণ ধারণাগুলো কখনোই যথেষ্ট নয়, কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুই স্পষ্টভাবে জানতে পারে না। এ কারণেই তাদের আরও প্রচুররূপে ঈশ্বরকে ও তাঁর বাক্য জানা প্রয়োজন।

৪. যখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা কর্তৃক পবিত্র শাস্ত্রের আলো অন্ধ অন্তর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন উপলব্ধির মাঝে কিরণ ছড়ায়, তখন আত্মিক দিন আলোর মুখ দেখে এবং আত্মায় প্রভাতী-তারার উদয় ঘটে। অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের এই আলোকিতকরণকে তুলনা করা যায় ভোরের সূর্য উদয়ের সাথে, যা পুরো আত্মা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোতে পূর্ণ করে তোলে, গীতসংহিতা ৪:১৮। এটি একটি ক্রমবর্ধমান জ্ঞান। যারা এভাবে আলোকিত হন তারা সম্পূর্ণভাবে সেই স্বর্গীয় জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত কখনোই মনে করেন না যে, তারা যথেষ্ট পরিমাণে জানেন। এই আলোর অধীনে চলতে গেলে অবশ্যই প্রত্যেককে নিজ নিজ ধার্মিকতার দায়িত্ব পালন করতে হবে; আর যারা প্রকৃত অর্থে এই আলোর অধীনে আসে তারা নিজেদেরকে মন্দতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

গ. প্রেরিত পিতর এখানে আমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করতে বলছেন যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন, আর তা হচ্ছে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা ও ধারণ করা যে, সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই স্বর্গীয় উৎস থেকে আগত। তিনি এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি কেবল ঘোষণা করেন নি, তিনি তা প্রমাণও করেছেন।

১. লক্ষ্য করুন, পবিত্র শাস্ত্রের কোন ভবিষ্যদ্বাণীই কারও মনগড়া কথা, বা ব্যক্তিগত অভিমতের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তা ঈশ্বরের অন্তরের প্রত্যাদেশ। এটাই ছিল ঈশ্বরের ভাববাদীদের এবং পৃথিবীর ভণ্ড ভাববাদীদের মধ্যকার পার্থক্য। ঈশ্বরের ভাববাদীরা তাদের নিজেদের কল্পনাপ্রসূত কোন কথা বলেন না বা কোন কাজও করেন না। অন্যতম প্রধান ভাববাদী মোশি বলেছেন (গণনা ১৬:২৮), "*সদাপ্রভু আমাকে এ সব কাজ করতে পাঠিয়েছেন, আমি স্বেচ্ছায় করিস্থীয় নি, তা তোমরা এতেই জানতে পারবে।*" কিন্তু ভণ্ড ভাববাদীরা *নিজ নিজ হৃদয়ের দর্শন বলে, সদাপ্রভুর মুখে শুনে বলে না*, যিরমিয় ২৩:২৬। পবিত্র শাস্ত্রের ভাববাদীরা এবং রচয়িতারা তাই লিখেছেন এবং বলেছেন, যা ঈশ্বরের অন্তরে ছিল। যদিও যখন পবিত্র আত্মার প্রভাব ও নির্দেশনার অধীনে তারা ছিলেন তখন তারা নিজেদের অভিমত ও বক্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন, তথাপি ঈশ্বরই স্বয়ং তাদের চিন্তার

বদলে তাঁর নিজ চিন্তা ও বক্তব্য তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যদিও পবিত্র শাস্ত্র কখনোই মানুষের ব্যক্তিগত মতামত বা চিন্তাধারার প্রতিফলন হতে পারে না, বরং তা একান্তভাবে ঈশ্বরের অন্তর ও তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন, তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের উচিত তা অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করা, অর্থ উদঘাটন করা ও তা নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করা।

২. পবিত্র শাস্ত্রের স্বর্গীয় উৎসের এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য (কারণ এই সত্যের মাঝে যা কিছু নিহিত রয়েছে তা ঈশ্বরের অন্তর থেকে এসেছে, মানুষের নয়) তাদের প্রত্যেকের জানা ও বিশ্বাস করা দরকার, যারা পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সুনিশ্চিত বক্তব্যের প্রতি মনোযোগী হবে। ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র শাস্ত্র শুধুমাত্র একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং সেই সাথে তা বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞার বিষয়। একজন মানুষ যেমন কেবল সাধারণভাবে বিশ্বাস করে না, বরং নিশ্চিতভাবে জানে যে, যার মাঝে তার বন্ধু হওয়ার মত সমস্ত প্রকার উপযুক্ত, বিশেষ ও একান্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে সে-ই তার বন্ধু হওয়ার যোগ্য, ঠিক সেভাবে একজন খ্রীষ্টিয় বিশ্বসীও একটি স্বর্গীয় অনুপ্রাণিত পুস্তকের সমস্ত চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে বুঝতে পারেন যে, সেটি একান্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য। তিনি এর প্রকৃত স্বর্গীয় সত্তার মাঝে মিষ্টতার স্বাদ লাভ করেন, শক্তি অনুভব করেন এবং মহিমা দেখতে পান।

৩. পবিত্র শাস্ত্র কার্যকরভাবে ব্যবহারের আগে, পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য অনুসরণ করার আগে সর্বপ্রথমে অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রের স্বর্গীয় সত্তার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং তার প্রতি স্বীকৃতি জানাতে হবে। অন্য সকল প্রকার রচনা ও সাহিত্য থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং পবিত্র শাস্ত্রকে আমাদের জীবনের জন্য একমাত্র সুনিশ্চিত ও অব্যর্থ বিধান হিসেবে প্রয়োগ করার জন্য অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করতে হবে যে, পবিত্র শাস্ত্র স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় রচিত পুস্তক এবং এতে যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের চিন্তা ও ইচ্ছার প্রতিফলন।

ঘ. প্রত্যেক ব্যক্তিরই পবিত্র শাস্ত্রের স্বর্গীয় উৎসের সত্যতার প্রতি সর্বাংশে বিশ্বাস ও স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা প্রয়োজন। এ কথা গুরুত্ব অনুধাবন করেই প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বলছেন (পদ ২১) যে, কীভাবে পুরাতন নিয়ম একটি সঙ্কলিত একক পুস্তক হিসেবে আমাদের কাছে উপস্থিত হল।

১. *ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মানুষের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নি*। পুরাতন নিয়মে যে সকল ঘটন-াবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার কোনটিই মানুষের নিজ কল্পনাপ্রসূত নয়, কিংবা কোন ভাববাদী বা পাণ্ডুলিপিকারের ইচ্ছাতেও পবিত্র শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো লিখিত হয় নি।

২. *মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছেন, তা-ই বলেছেন*। লক্ষ্য করুন:-

(১) যারা ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্র গ্রহণ করে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক

দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই পবিত্র ও ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি। বিলিয়ম ও কাইয়াফা এবং অন্যান্য যাদের মধ্যে পবিত্রতার ঘাটতি ছিল তাদের মধ্যে কিছু হলেও যদি ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মার উপস্থিতি থাকত, তথাপিও এমন মানুষকে কখনোই ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ব্যবহারের জন্য পবিত্র শাস্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হত না। পবিত্র শাস্ত্রের সকল রচয়িতাই ঈশ্বরভক্ত ও পবিত্র ব্যক্তি।

(২) এই সকল ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, যার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের চিন্তা ও ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি, আর ঈশ্বরভক্ত মানুষেরা হলেন তাঁর কার্য সম্পাদনকারী মাধ্যম।

[১] পবিত্র আত্মা তাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন যে, ঈশ্বরের অন্তরের কোন চিন্তা ও ইচ্ছাগুলোকে তারা মানুষের কাছে প্রকাশ করবেন।

[২] তিনি ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তাদের মুখে যে কথা যুগিয়েছেন তা বলার জন্য ও লিপিবদ্ধ করার জন্য অনুপ্রেরণা ও কার্যকর শক্তি তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

[৩] তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে ও সাবধানতার সাথে তাদেরকে সেই পবিত্র শাস্ত্র প্রকাশ করার জন্য সহযোগিতা ও নির্দেশনা দান করেছেন, যা তারা স্বয়ং পবিত্র আত্মার কাছ থেকে লাভ করেছেন। এ কারণে পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দ পবিত্র আত্মার বাণী বলে বিবেচনা করতে হবে। এই পবিত্র শাস্ত্র ও তার নিগূঢ় অর্থের সমস্ত সারল্য ও সাবলীলতা, সকল ক্ষমতা ও গুণ, সমস্ত আভিজাত্য ও চমৎকারিত্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত বলেই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের বাইবেল এক অভূতপূর্ব মর্যাদাসম্পন্ন পুস্তক, যা পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত, উদ্দীপিত ও সহায়তায় পূর্ণ হয়ে ঈশ্বরভক্ত পবিত্র ব্যক্তিরা রচনা করেছেন।

পিতরের লেখা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ২

বিগত অধ্যায়ে প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদেরকে খ্রীষ্টিয় অভিযাত্রায় অগ্রসর হওয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আর এখন তিনি তাদেরকে বলছেন, এই অগ্রযাত্রায় কী কী তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এই অধ্যায়ে ভণ্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যাদের কারণে খ্রীষ্টানদের প্রলোভনে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই আশঙ্কা রোধ করার জন্য:-

ক. তিনি এই প্রলোভনকারীদেরকে একাধারে অন্তরে কুটিল ও অন্যদের জন্য ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেছেন, পদ ১-৩।

খ. তিনি তাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, এই সকল প্রলোভনকারীদেরকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে, পদ ৩-৬।

গ. তিনি আমাদেরকে বলছেন যে, যারা ঈশ্বরকে ভয় করে তাদের প্রতি ঈশ্বরের আচরণ এর কতটা বিপরীত, পদ ৭-৯।

ঘ. অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তিনি এই সকল প্রলোভনকারীদের সম্পর্কে আরও বর্ণনা দিয়ে তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২ পিতর ২:১-৩ পদ

ক. বিগত অধ্যায়ের শেষ অংশে ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের কথা বলা হচ্ছিল, যারা পুরাতন নিয়মের যুগে বসবাস করতেন এবং তারা পবিত্র শাস্ত্র পাণ্ডুলিপি আকারে রচনার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার বার্তাবাহক হিসেবে ব্যবহৃত হতেন। কিন্তু এর শুরুতে তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, সেই সময়েও ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ভণ্ড ভাববাদীদের উপস্থিতি ছিল। মণ্ডলীর সকল যুগে, সকল প্রত্যাদেশের অধীনে ঈশ্বর যখনই তাঁর প্রকৃত ধার্মিক ভাববাদীদের প্রেরণ করেছেন, তখন শয়তানও একইভাবে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও প্রলোভনে ফেলার জন্য পুরাতন নিয়মের যুগে ভণ্ড ভাববাদীদের ও নতুন নিয়মের যুগে ভণ্ড খ্রীষ্ট, ভণ্ড প্রেরিত ও প্রলুব্ধকারী শিক্ষকদের প্রেরণ করেছে। এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে লক্ষ্য করুন:-

১. তাদের কাজ হচ্ছে ধ্বংসাত্মক ভ্রান্তি বা *ধ্বংসকারী দলভেদ* সৃষ্টি করা। অপরদিকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে পৃথিবীতে সত্যের পথ ও অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করা। পৃথিবীতে ধ্বংসকারী অভ্যাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধ্বংসকারী দলভেদ। ভণ্ড শিক্ষকরা সব সময় মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের জীবনকে

ধ্বংস করে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে।

২. ধ্বংসকারী দলভেদ সাধারণত সত্যের রং গায়ে চড়িয়ে সকলের জ্ঞাতানুসারেই সামনে এসে দাঁড়ায়। যারা মানুষের মাঝে ধ্বংসকারী দলভেদের সূচনা ঘটায় তারা প্রভু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করে। তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত মহান শিক্ষক যীশু খ্রীষ্টের কথা শুনতে ও তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ তিনিই মানব জাতির একমাত্র পরিত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকর্তা। তিনি তাঁর নিজ রক্তের মূল্য দ্বারা এই পৃথিবীর সমস্ত পাপ মোচন করেছেন।

৩. যারা অন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক ভ্রান্তি ডেকে নিয়ে আসে তারা নিশ্চিতভাবে নিজেদের উপরেও ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে। আত্ম-ধ্বংসকারীরা খুব দ্রুতই ধ্বংস হয়ে যায়। যারা অন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক কাজ সাধন করে তারা নিশ্চিতভাবে নিজেদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় এবং তার আর কোন প্রতিকার থাকে না।

খ. এরপর পিতর দ্বিতীয় পদে আমাদেরকে বলছেন যে, অন্যান্যদের বিষয় বিবেচনা করে এর ফলশ্রুতি কী হতে পারে। এখান থেকে আমরা শিখতে পারি:-

১. বিপথগামী নেতারা প্রায়শই অনেককে তাদের অনুসারী করে তুলতে সক্ষম হয়। যদিও ভ্রান্তির পথ অত্যন্ত ক্রুঢ় ও বিকৃত একটি পথ, তথাপি অনেকেই সেই পথে হাঁটতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। অনেকেই মন্দতার পানপাত্রে পান করে এবং ভ্রান্তির মাঝে জীবন কাটাতে সন্তোষ বোধ করে। ভণ্ড ভাববাদীরা মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং মানুষ সেগুলো শুনতে ভালবাসে।

২. এই ভ্রান্তির বিস্তৃতি ঘটলে তা সত্যের পথ, তথা যীশু খ্রীষ্টের পরিত্রাণের পথ সম্পর্কে এক মিথ্যা চিত্র প্রকাশ করবে, যিনি স্বয়ং *পথ, সত্য ও জীবন*। খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রণেতা হলেন স্বয়ং সত্যের ঈশ্বর। এই ধর্মের অনুসারীরা তাদের পথের শেষ প্রান্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে তাদের প্রকৃত আনন্দের উৎস হিসেবে পেয়ে থাকে। আর ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাদের অবশ্যই এই সত্যের পথে চলতে হবে। তথাপি এই সত্যের পথকে তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকে, যারা সেই ধ্বংসকারী ভ্রান্তির পথ গ্রহণ করে ও সেই পথে অগ্রসর হয়। প্রেরিত পিতর আমাদেরকে এ বিষয়ে আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের অবশ্যই এই পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে। বর্তমান যুগের এমন কোন কিছু যেন আমাদের পথে বাধা-বিঘ্ন না জন্মায়। আমরা যে পবিত্র নামের অনুসারী, সেই নামকে ক্ষুণ্ন করে বা সেই নামকে জড়িয়ে মন্দ কথা বলে এমন যে কাউকে আমরা যেন কোনভাবেই সুযোগ না দিই।

গ. লক্ষ্য করুন, এর পরে পদ্ধতিগত প্রলুব্ধকারীরা শিষ্য ও শিষ্যদের শিষ্যদেরকে তাদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করে থাকে। তারা নানা তোষামোদিমূলক কথা ব্যবহার করে থাকে এবং নানা মধুর মধুর কথায় সাধারণ সরল মানুষদেরকে ভুলিয়ে থাকে। ভণ্ড শিক্ষকরা তাদের মিথ্যা শিক্ষা ও প্রচার-প্রচারণার মধ্য দিয়ে মানুষের কাছ থেকে ফায়দা ওঠায়। এভাবে তারা

ছলে-বলে-কৌশলে নানাভাবে খ্রীষ্টের পথ থেকে তাঁর অনুসারীদেরকে বিচ্যুত করার চেষ্টায় রত থাকে।

২ পিতর ২:৪-৬ পদ

মানুষ ধারণা করে থাকে যে, পাপের ক্ষমা খুব সহজে পাওয়া যায় এবং বিচার যদি তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত না হয় তাহলে তা হয়তো আর কার্যকর নাও হতে পারে। কিন্তু প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বলছেন যে, এ ধরনের কথায় বিশ্বাস করলে কেবল ভণ্ড ভাববাদী ও শিক্ষকদের ক্ষণিকের সাফল্যের পাল্লাই ভারী হবে; কারণ ঈশ্বরের বিচার যথাসময়ে অবশ্যই কার্যকর হবে। ঈশ্বর অনেক আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, তিনি তাদেরকে শেষ পর্যন্ত কী করবেন। এ ধরনের অবিশ্বসীরা, যারা অন্যদেরকে তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করে, তারা ইতোমধ্যে দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ তাদের উপর অবস্থান করছে। ধার্মিক বিচারক অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। পাপীদের শেষ দিন খুব কাছে এসে গেছে এবং তাদের বিচারও দ্রুতই সাধিত হবে। এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পিতর পাপীদের উপর ঈশ্বরের ধার্মিকতাপূর্ণ বিচারের একাধিক সাক্ষ্য দান করেছেন।

ক. লক্ষ্য করুন ঈশ্বর কীভাবে পা যীশুর স্বর্গদূতদের বিচার করেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. কোন ধরনের গুণ বা যোগ্যতাই পাপীদেরকে এই শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। ফেরেশতারা, যারা শক্তি ও জ্ঞানের দিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে, তারা ঈশ্বর বিধান অমান্য করার কারণে যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থার শাস্তি তাদের উপরে কোন করুণা বা দয়ার কথা না ভেবে নেমে আসে, তাহলে মানুষের মধ্যে যারা পাপী, তাদের শাস্তি কতটা না মারাত্মক হবে। তাদেরকে একটা দিনের জন্যও রেহাই দেওয়া হবে না, কোন দয়াই তাদেরকে দেখানো হবে না।

৩. পাপ যে ব্যক্তি করে, তার নিজ পাপই তাকে নীচ ও অধঃপতিত করে তোলে। অবাধ্যতার কারণে স্বর্গের স্বর্গদূতেরা তাদের উচ্চীকৃত ও গৌরবময় অবস্থান থেকে পতিত হয়েছিল এবং তাদের সকল মহিমা ও সম্মান হারিয়েছিল। যেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করুক না কেন সে নিজের সমূহ বিপদ ও ধ্বংস ডেকে আনে।

৪. যারা স্বর্গের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাদের প্রত্যেককে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। গৌরবের উচ্চীকৃত অবস্থান ও দুর্দশার নিম্নতম অবস্থানের মধ্যে এমন আর কোন মধ্যবর্তী স্থান বা অবস্থা নেই যেখানে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। স্বর্গে যদি কোন প্রাণী পাপ করে তাহলে তাকে অবশ্যই দোজখে যন্ত্রণা ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৫. পাপ হচ্ছে অন্ধকারের কাজ এবং অন্ধকারের বেতন হচ্ছে পাপ। পাপের অন্ধকারের পরেই আসে দুর্দশা ও যন্ত্রণার অন্ধকার। যারা ঈশ্বরের বাক্যেও আলোকে ও এর নির্দেশনায় চলবে না, তাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

৬. পাপ যেমন মানুষের নিয়তিতে শাস্তিভোগ অবধারিত করে রাখে, তেমনি দুর্দশা ও যন্ত্রণা মানুষকে শাস্তির অধীনে রাখে। দুর্দশাস্বরূপ এই অন্ধকার তাদেরকে এমন এক পাঁকে আটকে রাখে যে, তারা তাদের যন্ত্রণা এড়াতে পারে না।

৭. শেষ বিচারের দিন না আসা পর্যন্ত কখনোই তারা যন্ত্রণার চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাবে না। যদিও পা যীশুর স্বর্গদূতেরা এখন ইতোমধ্যে নরকের অবস্থান করছে, তারা সেই মহান শেষ বিচারের দিনে চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ করবে।

খ. দেখুন, কীভাবে ঈশ্বর এই পুরাতন পৃথিবীর প্রতি তাঁর আচরণ প্রকাশ করেছেন, এমনকি তা অনেকটা স্বর্গদূতদের প্রতি তাঁর আচরণের সমতুল্য। তিনি পুরাতন পৃথিবীকে কোন ছাড় দেবেন না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. বিরোধিতাকারীদের সংখ্যা বিচার করে ঈশ্বর কাউকে ছাড় দেবেন না। পাপ যদি সার্বজনীন হয়, তাহলে ঈশ্বর প্রদত্ত শাস্তি সকলের প্রতি সমানভাবে বর্তাবে।

২. কিন্তু যদি অল্প কয়েকজন মাত্র ধার্মিক ব্যক্তি থেকে থাকে, তাহলে তারা রক্ষা পাবে। ঈশ্বর কখনো মন্দের সাথে উত্তমকে ধ্বংস করে দেন না। ক্রোধে পূর্ণ হলেও তিনি তাঁর দয়ার কথা স্মরণে রাখেন।

৩. যারা সার্বজনীন বিপথগামিতা ও পাপ এই যুগে ধার্মিকতার প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, এক নিষ্কলুষ ও অনুকরণীয় জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে জীবনদায়ী বাক্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন, তারা পৃথিবীব্যাপী বিচার ও ধ্বংসকার্য চলাকালে সুরক্ষিত থাকবে।

৪. ঈশ্বর এই সকল প্রাণীকে পাপীদেরকে শাস্তি দানের জন্য তাঁর প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, যা প্রথমে তাদের পরিচর্যা ও তাদের মঙ্গল সাধনের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিনি পুরো পৃথিবীকে জল দ্বারা পূর্ণ করে ধ্বংস করেছিলেন।

৫. এর মূল কারণ কী ছিল: পৃথিবী *ছিল অধার্মিক মানুষে পূর্ণ*। অধার্মিক ও ঈশ্বরবিহীন মানুষেরা নিজেদের উপর থেকে স্বর্গীয় সুরক্ষার আবরণ সরিয়ে ফেলে এবং নিজেদেরকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

গ. দেখুন, কীভাবে ঈশ্বর সাদুম ও আমুরাকে শাস্তি দিয়েছেন। যদিও তারা এমন এক দেশে বসবাস করত যা ঈশ্বরের উদ্যানের মত ছিল, তথাপি এমন সুফলা ও প্রাচুর্যপূর্ণ ভূমিতে তারা তাদের পাপে মত্ত হয়েছিল। ঈশ্বর এমন সুজলা-সুফলা ও শস্য শ্যামলা ভূমিকে নিমিষে অনুর্বর ভূমিতে এবং ধুলা ও ছাইয়ে পরিণত করতে পারেন। লক্ষ্য করুন:-

১. কোন রাজনৈতিক যোগসূত্র বা মেলবন্ধন একটি পাপপূর্ণ জাতির শাস্তিভোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সাদুম এবং তার প্রতিবেশী শহরগুলো যখন তাদের ধার্মিকতার আবরণ

ত্যাগ করেছিল, তখন থেকেই তাদের উপর থেকে ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের সুরক্ষার আবরণ দূরে সরে গিয়েছিল। সে কারণে তাদের পার্থিব সরকার ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাদেরকে কোন সুরক্ষা দিতে পারে নি।

২. ঈশ্বর তাঁর বিপরীতধর্মী অনেক সৃষ্টি দিয়ে অনমনীয় পাপীদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি পুরাতন পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিলেন জল দিয়ে এবং সদোমকে ধ্বংস করেছিলেন আগুন দিয়ে। যিনি আগুন ও জলকে তাঁর লোকদের ক্ষতি করা থেকে দূরে রাখতে পারেন (যিশাইয় ৪৩:২), তিনিই সেগুলো ব্যবহার করে তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। এ কারণে পাপীরা কখনোই নিরাপদ নয়।

৩. সবচেয়ে ঘৃণিত পাপগুলোই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি ডেকে নিয়ে আসে। যারা তাদের পাপ-স্বভাবের কারণে সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট ছিল তারাই সবচেয়ে ভয়াবহভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। যারা ঈশ্বরের সম্মুখে সবচেয়ে বড় পাপী, তারাই তাঁর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রতিশোধের মুখোমুখি হবে।

৪. আগেকার যুগে পাপীদেরকে শাস্তি দেওয়া হত পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য। যে সমস্ত মানুষ ঈশ্বরবিহীন জীবন-যাপন করে তাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, তারা যদি এই বিকৃত পথে চলা না থামায় তাহলে তাদের ভাগ্যে কী ঘটবে। ঈশ্বরের প্রতিশোধ গ্রহণের সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে আমরা যেন সতর্ক হই এবং আমরা যেন কখনোই পাপের পথে পা না বাড়াই।

২ পিতর ২:৭-৯ পদ

ঈশ্বর যখন অধার্মিক মানুষের উপর ধ্বংস ডেকে আনেন, তখন তিনি ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে উদ্ধার করার জন্য আদেশ দেন। যদি তিনি মন্দদের উপরে আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করেন, তাহলে তিনি উত্তম ব্যক্তিকে তা থেকে আড়াল করে রাখবেন এবং তাঁর ক্রোধের দিনে তাদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন। লোটকে উদ্ধারের ঘটনা থেকে আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. লোটের চরিত্র সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে: তাঁকে বলা হয়েছে একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি তাঁর অন্তরের চিন্তায় ও মানুষের সাথে কথাবার্তায় সাধারণত এমনই ছিলেন। ঈশ্বর কখনো কোন মানুষকে তার একটিমাত্র কাজের ভিত্তিতে ধার্মিক বা অধার্মিক বলে প্রতিপণ্ন করেন না, বরং এক্ষেত্রে তিনি তার সমস্ত জীবন-যাপন প্রণালী বিবেচনা করেন। আর এখানে তিনি ছিলেন পুরো একটি বিপথগামী জনগোষ্ঠীর মাঝে একজন মাত্র ভাল মানুষ। তিনি সেই বিকৃতমনা জাতিকে অনুসরণ করেন নি, বরং ন্যায়ের পক্ষে তিনি নিজেকে অটল রেখেছিলেন।

২. অন্যদের পাপের কারণে এই ধার্মিক ব্যক্তির উপর যে প্রভাব পড়েছিল: যদিও পাপীরা তাদের দুষ্টতা ও মন্দতার কারণে আনন্দ ভোগ করে থাকে, তথাপি তা ধার্মিক ব্যক্তিদের

আত্মার জন্য অত্যন্ত দুঃখের ও মনোকষ্টের বিষয়। মন্দ সঙ্গের সাথে থাকলে আমরা অপরাধবোধ বা মনোকষ্ট কোনটাই এড়াতে পারি না। অন্যদের পাপ যেন আমাদের জন্য বিঘ্নস্বরূপ হয়, কারণ তা না হলে আমরা নিজেদেরকে পবিত্র রাখতে সক্ষম হব না।

৩. এখানে এই ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির কষ্টভোগের সময়সীমা ও ধারাবাহিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন: *তাদের অধর্মের কাজ দেখে-শুনে প্রতিদিন তাঁর ধর্মশীল প্রাণ ভীষণ কষ্ট পেত*। তাদের পাপপূর্ণ কাজ দেখে ও শুনে তিনি তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন নি, বরং তিনি প্রতিনিয়ত এর জন্য কষ্ট পেয়ে গেছেন। এ কারণে তিনিই ছিলেন সেই ধার্মিক ব্যক্তি যাকে সুরক্ষিত রেখে তার পাশ্ববর্তী সমস্ত কিছু ঈশ্বর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ঈশ্বর জানেন কীভাবে তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করতে হয় এবং কীভাবে তাঁর শত্রুদেরকে শাস্তি দিতে হয়। এখানে এই অন্তর্নিহিত বক্তব্য পাওয়া যায় যে, ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই প্রলোভন ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। শয়তান ও তার দোসররা তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, যেন তারা প্রলোভনে পতিত হন। যদি আমরা স্বর্গে যেতে চাই তাহলে আমাদেরকে নানা কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) প্রভু জানেন কারা ঈশ্বরভক্ত। যারা তাঁর জন্য নিজেদেরকে পবিত্র রেখেছে তাদেরকে তিনি নিজের জন্য পৃথক করে রাখেন। যদি পাঁচটি শহরের মধ্যে কেবল একজন ধার্মিক লোকও পাওয়া যায়, তাহলেও তিনি তাকে চিনবেন।

(২) ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করতে গিয়ে কখনো ব্যর্থ হন না। অনেক সময় ঈশ্বরভক্ত লোকেরা পথ হারিয়ে ফেলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন।

(৩) ঈশ্বরভক্ত মানুষদের উদ্ধার একান্তভাবে ঈশ্বরের কাজ। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও তাঁর ক্ষমতার দ্বারা তাদেরকে প্রলোভন থেকে উদ্ধার করে থাকেন এবং তারা যেন আর পরীক্ষায় না পড়ে সেজন্য তাদেরকে সুরক্ষা দিয়ে থাকেন।

(৪) ঈশ্বরভক্ত ও মন্দ মানুষদের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বিপরীতধর্মী আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি যখন ধার্মিকদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেন, তখন একই সময়ে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে ধ্বংসের মুখে নিপাতিত করেন। ধার্মিকের জন্য ঈশ্বর যে পরিত্রাণ সাধন করেছেন তাতে অধার্মিকদের কোন অধিকার নেই। অধার্মিকেরা বিচারের দিনে অভিযুক্ত হওয়ার জন্যই উপযুক্ত। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

[১] শেষ বিচারের একটি দিন রয়েছে। ঈশ্বর একটি দিন নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেদিন পৃথিবীর বিচার করা হবে।

[২] মন পরিবর্তন না করা যে সমস্ত পাপীদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, তাদেরকে ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিচারের দিনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যই আলাদা করে রাখা হবে।

২ পিতর ২:১০-২২ পদ

লেখকের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে সাবধান করে তোলা এবং প্রলোভনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি এখন প্রলোভনকারীদের বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করছেন এবং তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপের বর্ণনা দিচ্ছেন। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, ঈশ্বর অধার্মিকদের অনেক সময় আরও মারাত্মক ও ভারী শাস্তির জন্য পৃথক করে রাখেন, যেন তিনি তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে দৃষ্টান্তমূলক উপায়ে শাস্তি দিতে পারেন। এভাবেই কয়িনকে তিনি সুরক্ষিত রেখেছিলেন যেন মানুষের হাতে তার মৃত্যু না হয়। কিন্তু এই সকল ভণ্ড শিক্ষকদের নিয়ে ঈশ্বর কী করবেন? এই অংশে তিনি সে বিষয় নিয়েই বক্তব্য রাখছেন।

ক. এরা *পাপ-স্বভাবের বশবর্তী হয়ে পাপ-স্বভাবের অশুচি অভিলাষে চলে*। তারা নিজ নিজ অন্তরের কামনা ও অভিলাষ অনুসারে চলে। তারা নিজেদেরকে তাদের জৈবিক চিন্তাধারার হাতে ছেড়ে দেয়। তারা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করে এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্ব অবজ্ঞা করে। তারা তাদের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের ধার্মিক লোকদের বিরোধিতা করে। মন্দ চিন্তাভাবনা মানুষকে মন্দ কাজের পথে ধাবিত করে। যারা নিজেদেরকে ভুলগুলোকে শুধরানোর কোন চেষ্টা করে না, তারা চূড়ান্ত মন্দতার পথেই ধাবিত হয়। তারা ইতোমধ্যে যে মন্দতায় জর্জরিত হয়েছে তার কথা ভেবে নিজেদেরকে ফেরানোর কোন চেষ্টা করে না, বরং তারা আরও বেশি করে পার্থিব মাংসিক স্বভাবের অনুসারী হয়ে পড়ে, তারা তাদের পাপের পথে চলতে থাকে এবং আরও বেশি করে পাপের মাঝে ডুবে যায়। এ কারণে তারা যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা অবজ্ঞা করবে তাতে অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই।

খ. তিনি স্বর্গদূতদের বিষয়ে বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে পাপ স্বভাবের বশবর্তী মানুষদের বিপরীতধর্মী বাস্তব চিত্র আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

১. স্বর্গদূতেরা ক্ষমতা ও শক্তিতে অত্যন্ত মহান এবং যারা মানুষের মাঝে নানা ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, তাদের চেয়েও স্বর্গদূতেরা অনেক বেশি বলীয়ান। এমনকি তারা আত্মিক শক্তি উপলব্ধি এবং পবিত্রতাতেও মানুষের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

২. উত্তম স্বর্গদূতেরা পাপপূর্ণ জীবকে, তথা মানুষ হোক বা স্বর্গদূত হোক সকল পাপপূর্ণ সত্তাকে পাপের জন্য অভিযুক্ত করে থাকেন। যারা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করতে পারেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারা ঈশ্বরের সম্মান রক্ষার জন্য একান্তভাবে উদগ্রীব না হয়ে পারেন না। ঈশ্বরকে যারা অসম্মান করতে চায় তাদের প্রত্যেককে তারা অভিযুক্ত করে থাকেন।

৩. পাপপূর্ণ জীবের প্রতি অভিযোগ স্বর্গদূতেরা সদাপ্রভুর সামনে উপস্থাপন করেন। তারা নিজেরা সেই পাপীদের ভুলগুলো প্রকাশ করেন না এবং তাদের অপরাধগুলো অন্যদের কাছে জানান না ও তিরস্কার করেন না। বরং তারা এই অভিযোগগুলো সদাপ্রভু ঈশ্বরের

সামনে উপস্থাপন করেন, যিনি সকল অধার্মিক ও পাপীর বিচার করবেন এবং শাস্তি দান করবেন।

৪. উত্তম স্বর্গদূতেরা এই সকল মন্দ ও ঘৃণ্য অপরাধীদের অভিযুক্ত করার সময় কখনো তাদের প্রতি তিক্ত বাক্য বা কর্কশ আচরণ প্রকাশ করেন না। আমরা যারা এই প্রার্থনা করিষ্ঠীয় যে, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাদের অবশ্যই স্বর্গদূতদের এই বৈশিষ্ট্যটি অনুসরণ করা প্রয়োজন। যদি দুষ্টদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ করতেই হয়, তাহলে যেন আমরা ঈশ্বরের কাছে সেই অভিযোগ করি। সেই অভিযোগে কোন ঘৃণা বা আক্রোশ থাকলে চলবে না, বরং তাতে থাকতে হবে সহানুভূতি ও করুণার স্পর্শ, যেন আমরা এই সাক্ষ্য বহন করতে পারি যে, আমাদের ঈশ্বর যেমন মৃদুশীল ও করুণাময়, আমরাও তেমনই।

গ. লেখক আমাদেরকে দেখালেন যে (পদ ১১), সর্বোত্তম জীব স্বর্গদূতদের সাথে প্রলোভনকারী শিক্ষকদের বৈপরীত্য কতটুকু। এরপর (পদ ১২) তিনি আমাদের দেখাচ্ছেন যে, বোধহীন পশুদের সাথে তাদের তুলনাটা কোথায়: তারা হচ্ছে ঘোড়া ও গরুর মত, যাদের কোন বোধবুদ্ধি নেই। এরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে একেবারে নিচু স্তরের, যাদের এক কথায় জন্তু বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। *স্বভাবত ধরে মেরে ফেলবার জন্যই এদের জন্ম*। মানুষ যখন পাপের শক্তির বশবর্তী হয় তখন তারা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের আলো থেকে এতটাই দূরে সরে যায় যে, তাদের মধ্যে আর কোন বিবেক বা বুদ্ধি কাজ করে না। তারা তখন আর সচেতনভাবে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তারা তখন চোখের নির্দেশে চলে, বিশ্বাসে নয়। তারা তখন তাদের অন্তর দিয়ে আর অনুভব করে না, তারা তাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে সমস্ত কিছু বিচার করে। বোধহীন পশু তাদের ইন্দ্রিয়গত সহজাত প্রবৃত্তি অনুসরণ করে থাকে, আর পা যীশুর মানুষ তার মাংসিকতায় পূর্ণ মনের নির্দেশনা অনুসরণ করে। এ কারণে তারা উভয়েই ঈশ্বরের প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে।

এখানে লক্ষ্য করা যায়:-

১. অজ্ঞতা হচ্ছে মন্দ কথা বলা ও মন্দ পথে চলার ফল; এবং,

২. ধ্বংসই অজ্ঞতার একমাত্র পরিণাম। এই সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার কারণে ধ্বংস করে ফেলা হবে। তাদের পাপ স্বভাব যে তাদেরকে শুধু ঈশ্বরের ক্রোধের মুখেই ঠেলে দেয় তা নয়, বরং সেই সাথে তাদের বর্তমান পার্থিব জীবনেও নিয়ে আসে দুর্দশা ও বিনাশ। এ কারণে যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক বলে প্রমাণ করতে পারবে, তারাই তাদের ধার্মিকতার পুরস্কার লাভ করবে। মন পরিবর্তন না করা পাপীরা নিজেদের সাথে প্রবঞ্চনা করে এবং তারা নিজেদের কাজের মধ্য দিয়েই নিজেদের পতন ঘটায়। তাদের একটি পাপ আরেকটি পাপ ডেকে নিয়ে আসে। তবে এমন অনেকে রয়েছে যারা এখনও পাপে সম্পূর্ণভাবে পতিত না হলেও ভ্রান্তি ও অধার্মিকতার মাঝে অবস্থান করছে। যাদের অন্তরে কোন অনুগ্রহের অবস্থান নেই, তারা সহজেই পাপের পথে

ধাবিত হয়। তারা সহজে নিজেদেরকে পাপ স্বভাব থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে শুধুই বিদ্রোহসুলভ মনোভাব এবং লালসা। এই সমস্ত অন্যায় অপরাধের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের অন্তরকেই ধোঁকা দিয়ে থাকে। এ কারণেই লেখক তাদেরকে বলেছেন *বদদোয়ার সন্তান*, কারণ তাদের অধার্মিকতা ও অনৈতিকতার জন্য যে অভিশাপ ঈশ্বর তাদের উপরে দান করবেন তার জন্য দায়ী তারা নিজেরাই। যারা তাদের কথা শুনবে ও তাদের সহচর হবে, তাদের প্রত্যেকের উপরেই সেই অভিশাপ নেমে আসবে।

ঘ. লেখক তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রমাণ দিয়েছেন যে (পদ ১৫,১৬), তারা অভিশাপের সন্তান এবং এই ধরনের মন্দ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ঘৃণা করেন।

১. *তারা সোজা পথ ত্যাগ করে বিপথগামী হয়েছে*। যারা নিজেদের বুদ্ধিতে সঠিক পথে না গিয়ে বিপথগামী হয়, তারা ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে।

২. তারা ভুল পথে গেছে, বিপথগামী হয়েছে। তারা অনন্ত জীবন লাভের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং যে পথ মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় সেই পথে ধাবিত হয়েছে। নরকের যাত্রী হয়ে তারা দেখিয়েছে যে, তারা *বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের পথ ধরেছে*।

(১) এটি এমন একটি অধার্মিকতার পথ যাতে মানুষ অধার্মিকতার বেতন পেয়ে অগ্রসর হয়।

(২) বাহ্যিক চাকচিক্যময় সম্পদ হচ্ছে সেই বেতন যা পাপীরা আশা করে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে প্রতিজ্ঞা করে থাকে, যদিও প্রায় ক্ষেত্রেই তাদেরকে হতাশ হতে হয়।

(৩) এই পৃথিবীর বস্তু ও সম্পদের প্রতি লাগামহীন লোভ ও ভালবাসা মানুষকে আরও উত্তম এক জীবনের পথ থেকে চিরতরে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ধন সম্পদের মোহে পড়ে বিলিয়ম তার দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল, যদিও সে জানতো যে, এতে করে ঈশ্বর তার উপরে অসন্তুষ্ট হবেন।

(৪) যারা একই অনৈতিক ভাবধারার অনুসারী হয়ে একই মন্দ কাজ সাধন করে, তারা ঈশ্বরের বিচারে একই পরিমাণে শাস্তি ভোগ করবে এবং অভিশাপের অধিকারী হবে।

(৫) ধূর্ত ও অনমনীয় পাপীদেরকে অনেক সময় তাদের অধার্মিকতার জন্য তিরস্কার করা হয়। ঈশ্বর তাদের চলার পথে বাধা দেন এবং তাদের বিবেকের মুখ খুলে দেন, বা অন্য কোন পন্থায় তাদেরকে চমকিত করেন, যেন তারা ফিরে আসে।

(৬) যদিও এ ধরনের অপ্রত্যাশিত তিরস্কারে অনেক সময় মানুষের বিপথগামী হৃদয় শান্ত হয়ে ওঠে এবং পাপের পথে অগসর হওয়া থেকে বিরত হয়, তথাপি তারা চিরতরে তাদের পাপ স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয়ে পবিত্রতার পথে অগ্রগামী হয় না। বিলিয়মের ক্ষেত্রে অবশ্য ঈশ্বরের তিরস্কার সুফল দান করেছিল, কারণ আমরা সেখানে একটি আশ্চর্য কাজ ঘটতে

দেখি: একটি অবোধ বাক্‌শক্তিহীন গাধা, যার মুখ থেকে মানুষ কখনো কোন কথা শোনার কথা ভাবতেও পারে না, তাকে মানুষের মত কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল এবং সে তার মনিব ও প্রভুর সাথে কথা বলেছিল। বিলিয়মকে এখানে ভাববাদী বলা হয়েছিল, কারণ ঈশ্বর প্রায়শই তাকে দেখা দিতেন ও তার সাথে কথা বলতেন, গণনা ২২:২৩,২৪। তবে সে এমন ভাববাদীদের মধ্যে এমন একজন ভাববাদী ছিল, যেমনটা ইষ্কোরিয়োতীয় যিহূদা ছিল শিষ্যদের মধ্যে। সেই বাক্‌শক্তিহীন গাধাটি বিলিয়মের উন্মত্ততার কথা প্রকাশ করেছিল এবং তাকে মন্দতার পথে অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও সমস্ত উদ্যোগই অসার হল। যারা মন পরিবর্তনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোতেও কখনো নিজেদেরকে সংশোধন করে না, তারা কোন আশ্চর্য ঘটনার কারণে খুব সামান্যই পরিবর্তিত হয়। বিলিয়ম নিঃসন্দেহে লোকদের আক্ষরিক অর্থে অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত হয়েছিল। কিন্তু তাকে যে সম্মান ও ধন-সম্পদ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেসবের প্রতি তার অভিলাষ এতটাই বেশি ছিল যে, সে তার মন্দতার সর্বোচ্চ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ঙ. লেখক এখানে প্রলোভন দানকারী শিক্ষকদের বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছেন।

১. এরা হচ্ছে *পানিশূন্য ফোয়ারার* মত। লক্ষ্য করুন:-

(১) পরিচর্যাকারীদের হওয়া উচিত ফোয়ারা বা কুয়ার মত, যেখানে এসে মানুষ বিশ্রাম পাবে, তৃষ্ণা মেটাবে ও সান্ত্বনা পাবে।

(২) ভণ্ড শিক্ষকদের কাছে দেওয়ার মত এ ধরনের কিছুই নেই। সত্যের বাক্য হচ্ছে জীবনদায়ী জল। যারা তা গ্রহণ করবে তারা জীবন পাবে ও সজীবতা লাভ করবে। কিন্তু প্রবঞ্চক ও ভণ্ড শিক্ষক ও ভাববাদীরা শুধু ভ্রান্তিই ছড়িয়ে থাকে। এ কারণে তারা বস্তুত শূন্য, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন সত্য নেই। পার্থিব জ্ঞানে ও গরিমায় পূর্ণ হয়েও তারা আসলে শূন্য, যাদের ভেতরে প্রকৃত আত্মিকতা নেই।

২. তারা *ঝড়ো হাওয়ায় বয়ে যাওয়া কুয়াশার* মত। যখন আমরা আকাশে মেঘ দেখি, তখন আমরা সেখান থেকে সজীবতা দানকারী বৃষ্টির প্রত্যাশা করি। কিন্তু এরা হচ্ছে তেমন মেঘের মত, যাতে কোন বৃষ্টি নেই। তারা বাতাসে ভেসে উড়ে যায় তাদের অন্তরের কুটিলতা ও অভিলাষের শূন্যতার কারণে। তারা এমন সব মতবাদ ও শিক্ষা প্রচার করে থাকে যা নিঃসন্দেহে মানুষের কাছ থেকে ক্ষণিকের জন্য প্রশংসা ও কৃতিত্ব আদায় করবে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে সব শিক্ষা অসার ও মূল্যহীন। মেঘ যেভাবে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে অন্ধকার নিয়ে আসে, সেভাবেই তারাও পবিত্র আত্মার আলোকে ঢেকে দিয়ে অধার্মিকতার অন্ধকার নিয়ে আসে। এদের গন্তব্য হিসেবে ঈশ্বর নরক নির্ধারণ করে রেখেছেন। নরকের অন্ধকার, আগুন ও কালো ধোঁয়াই তাদের একমাত্র উপযুক্ত পরিণতি। তাদের প্রতি ঈশ্বরের এই বিচার সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য, কারণ:-

(১) তাদের কাছে যারা আসে তাদেরকে তারা বশীভূত করে ফেলে, মন্দতার জালে আটকে ফেলে এবং মাছ ধরার মত করে বন্দী করে ফেলে।

(২) তারা অসার গর্বের কথা বলে, যা শুনতেই কেবল ভাল শোনায়, কিন্তু তার কোন অর্থ নেই ও মূল্যও নেই।

(৩) তারা মানুষের মন্দতার প্রতি আকর্ষণ ও মাংসিক অভিলাষকে কাজে লাগিয়ে তাদের কাছ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

(৪) তারা এমন মানুষকে প্রলোভনে জড়িয়ে থাকে যারা বাস্তবে সেই সমস্ত মানুষকে এড়িয়ে চলে যারা ভ্রান্তি ছড়ায় ও গ্রহণ করে থাকে। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] চেষ্টা ও কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ ভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে পারে। প্রতিদিন মাছ ধরতে ধরতে মানুষ দক্ষ জেলে হয়ে ওঠে। এই ভণ্ড শিক্ষকদের কাজ হল নিজেদের শিষ্য তৈরি করা। তাদের এই কাজের পদ্ধতিতে কিছু বিষয় অত্যন্ত লক্ষ্যণীয় যে, কীভাবে তারা তাদের জাল ফেলে চিহ্নিত মানুষগুলোকে আটকে ফেলে।

[২] ভণ্ড শিক্ষকরা মানুষকে তাদের ফাঁদে ফেলতে পেরে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ভোগ করে। তারা মানুষকে পার্থিব সুখভোগের লোভ দেখিয়ে তাদের বশীভূত করে। অপর দিকে খ্রীষ্টের প্রকৃত পরিচর্যাকারীরা মানুষকে আত্মত্যাগের পথ দেখান এবং নিজেদের পার্থিব অভিলাষ ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

[৩] যে সকল মানুষ কিছু সময়ের জন্য সত্যে স্থির থাকে এবং সমস্ত ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকে, তারাও যে কোন সময় এই ধূর্ত শয়তানের কবলে পড়তে পারে এবং অধার্মিকতার পথে পা বাড়াতে পারে। এ ধরনের ভণ্ডদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য লেখক আমাদেরকে বলছেন যে, আমরা যেন সব সময় তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকি। তারা তাদের সমস্ত কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সব সময় প্রলোভন করার চেষ্টায় থাকে। তাদের কথা শুনে মনে হবে যেন তারা স্বাধীন, কিন্তু আসলে তারা তাদের পাপ স্বভাবের বশীভূত। তাদের নিজেদের অভিলাষই তাদেরকে পরাজিত করেছে এবং তারা পাপের বন্দীতে পরিণত হয়েছে। তারা সব সময় মাংসিক স্বভাবের নির্দেশ শোনে এবং সে অনুসারেই কাজ করে। তারা মানুষের চিরাচরিত আত্মিক শত্রু দ্বারা পরাভূত ও বন্দী হয়েছে। তারা হয়ে পড়েছে অধার্মিকতার দাস। যারা নিজেদের লালসা, কুপ্রবৃত্তি ও পাপ স্বভাবের গোলামে পরিণত হয়, তাদের জন্য তা কত না লজ্জাষ্কর বিষয়! এ কথা ভেবেই আমাদের উচিত সব সময় এই সমস্ত ভণ্ড শিক্ষকদের কাছ থেকে দূরে থাকা।

লেখক এখানে আরও বলছেন যে (পদ ২০), যারা পাপের দাস তাদের প্রলোভনে সাড়া দিয়ে বশীভূত হয়ে পড়াটা শুধু লজ্জার ও অ বিশ্বাসের বিষয় নয়, বরং যারা ভ্রান্তির মাঝে বাস করছে এবং ইতোমধ্যেই পাপ স্বভাবকে অনুসরণ করছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা চিরতরে ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে। এ কারণে তাদের শেষটা শুরুর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

প্রথমত, পৃথিবীর সমস্ত কলুষতা থেকে দূরে থাকা ও ঘৃণ্যতম পাপগুলো এড়ানোর জন্য এটা

অত্যন্ত ভাল একটি সুযোগ। যারা সত্যিকার অর্থে ধার্মিকতায় চলতে আগ্রহী তাদের জন্য নিজেদেরকে পবিত্র রাখার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে এই সমস্ত ভণ্ডদের সম্পর্কে জানা এবং স্পষ্টভাবে তাদের কাছ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করা।

দ্বিতীয়ত, কোন কোন মানুষ কিছু কালের জন্য আমাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, যাদের অন্তরে পরিত্রাণের বীজ রোপিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে যাদের ভেতরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপস্থিতি নেই, তাদের ভেতরে তা জন্ম নিতে পারে। কিন্তু সর্বোপরি আমাদেরকে অবশ্যই সত্যের প্রতি ভালবাসা জাগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের বাক্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হবে, নতুবা তা কখনোই আমাদেরকে পরিত্রাণ দিতে পারবে না।

তৃতীয়ত, যারা কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীর কলুষতাপূর্ণ অবস্থা থেকে পালিয়ে থাকে, তারাও প্রথমে ভণ্ড শিক্ষকদের ধোঁকায় পড়ে এবং বশীভূত হয়ে পড়ে। এর পরে তাদের মধ্যে সুসমাচারের সত্যতা সম্পর্কে নানা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম নেয়। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ যারা, তারা আরও দ্রুত তা অগ্রাহ্য করতে শুরু করে এবং যে সত্য পবিত্র শাস্ত্র তারা গ্রহণ করেছিল তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে, কারণ এর নিগূঢ়তত্ত্বগুলোকে তারা গ্রহণ করতে পারে না।

চতুর্থত, যখন মানুষ পাপ স্বভাবের বশীভূত হয়ে পড়ে, সে সময় তারা খুব সহজে পরাজিত হয়ে পড়ে। এই কারণে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত ঈশ্বরের বাক্য খুব মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করা, তাদের অবধান করা এবং যারা তাদেরকে প্রলোভনে ফেলতে চায় তাদের বিপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। মানুষ *পৃথিবীর মন্দতাগুলো থেকে পালিয়ে আসবার পর যদি পুনরায় তাতে জড়িত হয়ে পরাভূত হয়, তবে তাদের প্রথম দশার চেয়ে শেষ দশা আরও খারাপ হয়ে পড়ে।*

চ. এই অধ্যায়ের বিগত দুটি পদে লেখক এই বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, অজ্ঞতার চেয়ে স্বধর্মত্যাগ আরও মন্দ। কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে কিছুটা জেনে তা অবজ্ঞা করে ও মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করে থাকে। তারা এমনভাবে তাদের প্রচারণা চালাতে থাকে যেন তারা এই সত্যের বাক্যে মিথ্যার পরিচয় পেয়েছে এবং ধার্মিকতার পথে পেয়েছে অধার্মিকতার ছোঁয়া। ঈশ্বরের উত্তম পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা এমন অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে যা সত্যের পথের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে। খ্রীষ্টকে ও তাঁর সুসমাচারকে যারা এভাবে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের পরিণাম হবে অন্য যে কোন পাপীর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। কারণঃ-

১. ঈশ্বর তাদের কারণে আরও বেশি বিঘ্ন পান, যারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে সুসমাচারকে অবজ্ঞা করে, ব্যবস্থা অমান্য করে এবং ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহের নামে মন্দ কথা বলে।

২. শয়তান যাদেরকে একবার তার কবলে এনেছিল, তারা যখন তার হাত থেকে মুক্ত হয়ে

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হয়ে পড়ে, তখন সে আরও নিবিড়ভাবে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে (মথি ১২:৪৫)। এ জন্যই তাদের আরও কড়া প্রহরায় থাকা প্রয়োজন, কারণ তারা যে ভুল একবার করেছিল, সেই ভুলে যে আবারও পতিত হবে না তার নিশ্চয়তা নেই।

এই আলোচনায় আমরা এক দিকে খ্রীষ্ট-ধর্ম এবং অপরদিকে পাপ সম্পর্কে যে বিবরণ পাই, তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, ধার্মিকতার পথে যারা অগ্রসর হবে তাদের জন্য রয়েছে শান্তি ও সুরক্ষা, কারণ এই পথ হচ্ছে ধার্মিকতার পথ এবং এই পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য আমাদের জন্য রয়েছে এক পবিত্র আদেশ। কিন্তু আমাদেরকে পাপ থেকে সতর্কতার সাথে দূরে থাকতে হবে, কারণ পাপের পথ আমাদেরকে নিয়ে যায় ঈশ্বরের বিপক্ষ অবস্থানে এবং চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে।

পিতরের লেখা দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৩

প্রেরিত পিতর তাঁর এই পত্রের শেষ অধ্যায়ে এসে পত্রটির সমাপ্তি টানতে চলেছেন।

ক. এখানে তিনি দ্বিতীয়বার তাঁর পাঠকদের প্রতি এই পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু আরেকবার ব্যক্ত করছেন, পদ ১-২।

খ. তিনি একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন যার জন্য মূলত তিনি এই দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছেন, আর তা হচ্ছে ভণ্ড ভাববাদী ও শিক্ষকদের আগমন, যাদের বর্ণনা তিনি আগেই দিয়েছেন, পদ ৩-৭।

গ. তিনি তাদেরকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন ও বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, পদ ৮-১০।

ঘ. তিনি আমাদের এমন কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে বলছেন যা আমাদের খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত হতে গেলে অবশ্যই গ্রহণ করা প্রয়োজন, পদ ১১-১৮।

২ পিতর ৩:১-২ পদ

এই পত্রটি লেখার পেছনে পিতরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর পাঠকদেরকে সুসমাচারের কার্যকর ও ব্যবহারিক শিক্ষায় উপযুক্তভাবে শিক্ষা দান করা এবং খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত করে তোলা।

১. তিনি পাঠকদের প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। তিনি তাদেরকে *প্রিয়তম* বলে সম্বোধন করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের প্রতি তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যে ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি ১:১৭ পদে তাদেরকে উৎসাহ দান করেছেন। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই ভালবাসা ও স্নেহের আদর্শ হতে হবে এবং সেই সাথে পবিত্র জীবন-যাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

২. তিনি তাদের প্রতি এক আন্তরিক ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং এই একই বিষয় নিয়ে আরেকবার লেখার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি তিনি তাঁর চিন্তার কথা ব্যক্ত করেছেন।

৩. এই বিষয়টি তাদের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি তাদেরকে বলছেন যে, কী কী বিষয় তাদের মনে রাখা প্রয়োজন:-

(১) *পবিত্র ভাববাদীরা যে সব কথা বলে গেছেন সেই বাক্যগুলো* স্মরণ করা। সেই সকল

ভাববাদীরা ছিলেন স্বর্গীয় শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত। সেই সমস্ত ভাববাদীদের অন্তর যেমন পবিত্র ও শুদ্ধ ছিল, আমাদেরও তেমন ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত পবিত্র ভাববাদীদের সমস্ত বাক্য অন্তরে ধারণ করে পবিত্র ও শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(২) *প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে দেওয়া পরিত্রাণকর্তা প্রভুর আদেশগুলো স্মরণ* করা। যাদেরকে খ্রীষ্ট নিজে প্রেরিত হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের সমস্ত কথা স্মরণে রাখা এবং তা যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দায়িত্ব। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা ঈশ্বরের আদেশে যা যা বলেছেন এবং নতুন নিয়ম তথা নতুন নিয়মের প্রেরিতরা খ্রীষ্টের আদেশে যা কিছু বলেছেন তার সবই বিশ্বাসীদের স্মরণে রাখা ও অলঙ্ঘণীয়ভাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য।

২ পিতর ৩:৩-৭ পদ

ভাববাদী ও প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন সে সমস্ত আদেশ ও বাক্যের প্রতি আমাদের অন্তরকে নিবিষ্ট রাখতে প্রেরিত পিতর বলছেন, আমরা যেন অবশ্যই উপহাসকারীদের কাছ থেকে সাবধান থাকি, যারা পাপ ও তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে উপহাস করবে। যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাপীদের পরিত্রাণ লাভের যে প্রক্রিয়া ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই প্রক্রিয়াকে সুসমাচারের যুগের শেষ দিনগুলোতে উপহাস করা হবে। আমাদের ভেবে খুব অবাক লাগতে পারে যে, অনুগ্রহের চুক্তির নতুন নিয়ম, যা একান্তভাবে পবিত্র ও ঈশ্বরের বিধান, যা ঈশ্বরের তাঁর পুরাতন নিয়মের স্থলে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই নিয়ম বা চুক্তিকে এভাবে উপহাস করা হবে! প্রকৃতপক্ষে নতুন নিয়মের উপাসনার প্রণালীর আত্মিকতা ও সারল্য একান্তভাবেই মানুষের পার্থিব চিন্তা-চেতনার বিপরীত। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বলছেন যে, উপহাসকারীরা শেষ দিনগুলোতে এসে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। প্রকৃত বিশ্বাসীদের এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এবং উপহাসকারীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যে সমস্ত বিষয় জানা প্রয়োজন তা পিতর একে একে উল্লেখ করেছেন।

ক. তারা কী ধরনের মানুষ: *তারা নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে চলবে*। তারা তাদের নিজেদের অন্তরের দুরভিসন্ধি ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে চলে। তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু মাংসিকতায় পূর্ণ চিন্তাধারা। তারা যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা ও বিবেকের নির্দেশনা অনুসারে চলে না। তারা মনে যা আসে তা-ই বলে এবং তাদের খেয়াল-খুশি মত চলে। তাদের অন্তর যে শুধু মন্দ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধবাদী তা নয়, সেই সাথে তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে ও তাঁকে উপহাসও করে। তারা এত বেশি পরিমাণে মন্দতায় পরিপূর্ণ যে, তারা প্রকাশ্যে বিশ্বাসীদের সামনে ঈশ্বরকে উপহাস করে কথা বলতেও ভয় পায় না। তারা বলে, "আমাদের জিহ্বা, আমাদের শক্তি ও আমাদের সময় একান্তই আমাদের নিজেদের। কে আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করে? কে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার বা আমরা কী করিষ্ণীয় ও বলি তার বিচার করার সাহস দেখায়?" তারা যেমন ঈশ্বর ও তাঁর ব্যবস্থা কোনভাবেই মানে না, তেমনি ঈশ্বরের সপক্ষে

বলা কোন কথা বা ঈশ্বরের কোন প্রত্যাদেশ তারা সহ্য করতে পারে না। তারা যেমন নিজেদের পথে চলে ও নিজেদের ইচ্ছামত কথা বলে, তেমনি তারা চিন্তাও করে একান্তভাবে নিজেদের অভিলাষ অনুসারে। তাদের নিজ নিজ অন্তরের কুবাসনাই কেবল তাদেরকে কথা বলা ও কাজ করার ইন্ধন যোগায়।

খ. তারা আমাদেরকেও উপহাস করবে ও আমাদের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করবে। তারা আমাদেরকে বিচলিত করার চেষ্টা করবে এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রতি আমাদের যে বিশ্বাস আছে তা নড়বড়ে করে দেওয়ার চেষ্টা চালাবে। তারা উপহাস করে বলবে, *তাঁর আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়?* পদ ৪। এই প্রতিজ্ঞা ব্যতীত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাস হয়ে পড়ে তাৎপর্যহীন। খ্রীষ্টের পুনরাগমনের প্রতিজ্ঞাই তাঁর সকল কথার ও কাজের পরিপূর্ণতা আনে। প্রতিজ্ঞাগত খ্রীষ্ট একবার আমাদের মাঝে এসেছেন, তাঁকে রক্তমাংসের মানুষ করে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তিনি আমাদের মাঝে বসবাস করেছেন। তাঁর সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের শুরু থেকে যা কিছু পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তার সবই তিনি পূরণ করেছেন। সে অনুসারে খ্রীষ্ট অবশ্যই দ্বিতীয়বার আমাদের মাঝে আগমন করবেন। আর এই বিশ্বাসটিকেই খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের শত্রুরা বিশ্বাসীদের অন্তর থেকে উপড়ে ফেলতে চায়। এই একটি প্রতিজ্ঞা এখনো সম্পন্ন হওয়া বাকি আছে এবং এটি খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সমস্ত সূত্র এক সাথে গেঁথে রেখেছে। সে কারণেই বিরুদ্ধবাদী উপহাসকারীরা বার বার এই প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসীদের দৃঢ় বিশ্বাসে আঘাত হানে। শুধু তা-ই নয়, তারা সব সময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন নিয়ে উপহাস ও বিদ্রুপ করে।

এখন আসুন আমরা এই বিষয়টিকে বিশ্বাসীদের ও এই উপহাসকারীদের উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি: বিশ্বাসীরা শুধুমাত্র প্রত্যাশাই করেন না যে, খ্রীষ্ট আবার ফিরে আসবেন; বরং তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন। খ্রীষ্ট নিজে এই প্রতিজ্ঞা তাদের কাছে করেছেন তাঁর বিশ্বস্ত বিশ্বাসী ও সাক্ষ্যবহনকারীদের কাছে। তিনি দৃঢ়ভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে আবারও ফিরে আসবেন। অপরদিকে প্রলোভনকারীরা ও উপহাসকারীরা চায় যে, খ্রীষ্ট আর কখনোই ফিরে না আসেন। এ কারণে তারা সব সময় নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে এ কথা বলে ধোঁকা দিয়ে থাকে যে, তিনি আর কখনোই ফিরে আসবেন না। যদিও বা তারা এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, খ্রীষ্ট এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, তথাপি তারা এই প্রতিজ্ঞাকেই সব সময় উপহাস করে থাকে এবং খ্রীষ্টকে প্রত্যক্ষভাবে অবিশ্বাস করে বলে: *তাঁর আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়?*

গ. আমাদেরকে তাদের দেখানো যুক্তি ও তর্কের বিষয়েও আগে থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা যখন খ্রীষ্টের আগমন নিয়ে উপহাস করবে, সে সময় তারা বিভিন্ন যুক্তিতর্কের অবতারণাও ঘটাবে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা বলবে যে, *সৃষ্টির আরম্ভ থেকে যেমন চলছে, ঠিক তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর পর থেকে একই রকম ভাবে সমস্ত কিছু চলছে*, পদ ৪। এই যুক্তি একেবারে অযৌক্তিক না হলেও গ্রাহ্যণীয় নয়। এই যুক্তি থেকে কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাসীদের মনকে দুর্বল করে ফেলা, বিশেষ

করে যাদের অন্তর বিশ্বাসে অতটা দৃঢ় নয়। *দুষ্কর্মের দণ্ডাজ্ঞা দ্রুত কার্যকর হয় না*, এই কারণে পাপী পাপ করতেই থাকে; কারণ তারা ভাবে যে, তাদের কাজের আর কোন শাস্তি হবে না; ফলে *আদমদেও সন্তানদের অন্তঃকরণ দুষ্কর্ম করতে সম্পূর্ণভাবে রত হয়* (উপদেশক ৮:১১)। এভাবে তার মন্দ কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং অন্যদেরকেও মন্দ কাজ করার জন্য প্ররোচণা দিতে থাকে। উপহাসকারীরাও একই ভাবধারায় বলে যে, যেহেতু তারা কোন পরির্বতন দেখছে না, কাজেই তারা ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞাকে উপহাস করতে থাকবে। *ওদের পরিবর্তন হয় নি, আর ওরা ঈশ্বরকে ভয় করে না*, গীতসংহিতা ৫৫:১৯। তিনি এখনো যে কাজ করেন নি, সেই কাজ তিনি কখনো করবেন না বলে তারা ভাবে।

ঘ. এখানে আমরা দেখতে পাই তাদের যুক্তি ও বক্তব্যের মিথ্যাচার। তারা যতই বলুক না কেন যে, সৃষ্টির শুরু থেকে কোন পরিবর্তন হয় নি, তথাপি প্রেরিত পিতর আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, অতীতে এরই মধ্যে কী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে, যা পৃথিবীকে আমূল বদলে দিয়েছিল। সেই পরিবর্তনের ঘটনাটি ছিল নোহের সময়কার মহা বন্যা। এই ঘটনাটিকে উপহাসকারীরা এড়িয়ে যায়। এই ঘটনা সম্পর্কে খুব ভাল করে জানলেও সেই লোকেরা ইচ্ছা করেই এই কথা ভুলে যায়, পদ ৫। তারা এই ঘটনা নিয়ে নীরব থাকে, যেন তারা কখনোই ঈশ্বরের বিচারের এই নিদর্শন সম্পর্কে শোনে নি। তারা সত্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এই ঘটনাকে স্মরণে রাখে নি, বরং এটি তারা একেবারেই অবজ্ঞা করেছে। লক্ষ্য করুন, যারা সত্য জেনেও তা না জানার ভান করে, তাদের ভেতরে কখনোই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়। আর যারা অজ্ঞ, তারা যেন এ কথা না ভাবে যে, তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে শাসনকর্তারা খ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিলেন তারা জানতেন না যে, তিনি কে ছিলেন। *কেননা যদি জানতেন, তবে মহিমার প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না*, ১ করিন্থীয় ২:৮। যদিও তারা অজ্ঞ ছিলেন, তথাপি তারা নিষ্পাপ ছিলেন না, বরং তারাও সমান দোষী ছিলেন। তাদের এই অজ্ঞতাই ছিল তাদের পাপ। কাজেই তারা এই অজ্ঞতাকে অজুহাত হিসেবে দেখালে কোন লাভ হবে না। ঠিক একইভাবে এখানেও যদি এই উপহাসকারীরা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর সেই বিচারের কথা স্মরণে রাখতো, যদি তারা প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতো যে, কতটা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ পরায়ণ হওয়ার কারণে ঈশ্বরের সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তাহলে তারা কখনোই ঈশ্বরের আসন্ন বিচারের প্রতি কোন উপহাস করতে পারতো না। কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ হয়েছিল। তারা জানতো না যে, ঈশ্বর কী কী করেছেন, কারণ তা জানার জন্য তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। এ কারণে আমরা এখন বিবেচনা করবো ঈশ্বর প্রথমবার পুরাতন পৃথিবীকে কীভাবে ধ্বংস করেছিলেন এবং সামনে আবারও যে ধ্বংস ও বিনাশ আসতে চলেছে তার উপস্থাপনা, যেন আমরা অন্তরে এই বিশ্বাস ধারণ করতে পারি যে, দুটো ঘটনাই অলঙ্ঘণীয়ভাবে ঘটবে।

১. প্রথমে প্রেরিত পিতর বলছেন সেই ধ্বংসযজ্ঞের কথা, যা ইতোমধ্যে একবার পৃথিবীর বুকে ঘটে গেছে (পদ ৫,৬): *বহু দিন আগেই ঈশ্বরের বাক্যের গুণে আকাশ সৃষ্টি হয়েছিল*

এবং জল থেকে ও জল দ্বারা এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। তখনকার সেই পৃথিবী বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর সমস্ত জলরাশি বিভক্ত করে দিয়েছিলেন এবং স্থলভাগ উৎপন্ন করেছিলেন, যেন তাতে স্থলচর প্রাণীকুল বংশবিস্তার করতে পারে (আদিপুস্তক ১:৮)। কিন্তু এই পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল পুরো বিষয়টি পাল্টে গেছে। যে জলরাশি ঈশ্বর বিভক্ত করে দিয়েছিলেন তা ফুলে ফেঁপে উঠে ঈশ্বরের সৃষ্ট স্থলভাগ এবং সমস্ত প্রাণীকুলকে প্লাবিত করে ফেলল। যেন ঈশ্বর তাঁর সমস্ত রাশি রাশি ক্রোধ তাদের উপরে ঢেলে দিলেন। *ভূগর্ভস্থ সমস্ত উৎসমুখ খুলে গেল এবং আকাশের জানালাগুলো খুলে গেল*, আদিপুস্তক ৭:১১। যেহেতু সমস্ত পৃথিবীই পানিতে প্লাবিত হয়েছিল, সে কারণে সবচেয়ে উঁচু পর্বতেও এমন একটি স্থান খুঁজে পাওয়া গেল না যেখানে পা রাখা যায়, কারণ *মহাপর্বতের উপরে পনের হাত জল উঠে প্রবল হল*, আদিপুস্তক ৭:২০। এভাবেই ঈশ্বর প্রথমবার তাঁর অপরিমেয় ক্ষমতা ও অপরিসীম ক্রোধ একবার প্রকাশ করেছেন এবং পৃথিবীকে একবার সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেছিলেন। *তখনকার সেই পৃথিবী বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল*, পদ ৬। কী ভয়ঙ্কর ছিল সেই পরিবর্তন!

২. প্রেরিত পিতর আমাদেরকে এখন বলছেন সেই ধ্বংসাত্মক পরিবর্তনের কথা, যা এখনো ঘটে নি: *আবার সেই বাক্যের গুণে এই বর্তমান কালের আকাশ ও পৃথিবী আগুনে পুড়িয়ে দেবার জন্য রাখা হয়েছে, ভক্তিহীন মানুষের বিচার ও বিনাশের দিন পর্যন্ত তা রক্ষা করা হচ্ছে*, পদ ৭। এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ সময়ের বিষয়ে এক ভয়ঙ্কর বর্ণনা দেখতে পাই এবং সে সম্পর্কে আমাদের আরও বেশি জানা ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যে ধ্বংস এই পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের উপরে মহা বন্যার আকারে নেমে এসেছিল সে সম্পর্কে আমরা পড়েছি, শুনেছি এবং চিন্তা করেছি। যাদের উপরে সেই ধ্বংস নেমে এসেছিল তারা তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল কি না তা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু এখন আমাদেরকে খুব স্পষ্ট করেই বলা হচ্ছে যে, ঈশ্বরের বিচার পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং তা অবশ্যম্ভাবী। যদিও আমরা জানি না সেই ধ্বংসাত্মক মুহূর্ত কখন আসবে, বা কোন যুগে বা কোন প্রজন্মের সময়কালে তা আসবে। কিন্তু তথাপি আমাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আমরা জানি না যে, এই ঘটনা আমাদের যুগেই ঘটবে কি না। আগের ঘটনাটিতে আগে থেকেই স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এবারে আর আমাদের সামনে কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট করা নেই। যে কোন সময় ঈশ্বরের আমাদের উপর তাঁর বিচারের বাণ নিক্ষেপ করতে পারেন। যে প্রলয় একবার সাধিত হয়েছে তা আর কখনো ফিরে আসবে না (কারণ ঈশ্বর নিজেই ব্যক্ত করেছেন যে, বন্যা দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে আর মুছে ফেলা হবে না এবং পৃথিবীকে বিনাশ করার জন্য বন্যা আর হবে না, আদিপুস্তক ৯:১১-১৭)। কিন্তু এখনও আরেকটি প্রলয় বাকি আছে এবং এ কথা একেবারে নিশ্চিত যে, ঈশ্বরের সত্য ও ক্ষমতা অবশ্যই তা সাধন করবে। এর আগের ধ্বংসাত্মক বন্যাটি ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তা চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীর উপরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে সেই বন্যা ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করে ধ্বংস করে ফেলেছিল, আদিপুস্তক ৭:১২,১৭। কিন্তু এবার যে ধ্বংস সাধিত হবে তা

খুব দ্রুত গতিতে এবং চোখের নিমিষে এসে পড়বে, ২ পিতর ২:১। এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে, সেই মহা বন্যার পরও হাতে গোণা কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু যে আসন্ন প্রলয়ের জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করছে তা যখন আসবে, তখন পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস সাধিত হবে এবং কেউ সেই ধ্বংস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। পৃথিবীর এমন কোন সূচাগ্র পরিমাণ স্থানও থাকবে না যেখানে সেই সর্বব্যাপী ধ্বংসের আগুন বিস্তার লাভ করবে না। এভাবেই এই পৃথিবীর দুটি ধ্বংস সাধনের যে পার্থক্যসূচক বিবরণ আমাদের সামনে দেওয়া হল তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যদিও এই পৃথিবী একবার ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, তথাপি আবারও তা এক সার্বজনীন ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে বিনষ্ট করা হবে, যা আগের তুলনায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে। সে কারণেই যে সকল উপহাসকারী আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রতি উপহাস ও ভ্রূকুটি করে, তাদের অন্তত এটুকু বিবেচনা করা উচিত যে, এমনটা ঘটতেও পারে। ঈশ্বরের বাক্যে এমন কিছুই বলা হয় নি যা ঈশ্বরের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আওতার বাইরের। যদিও এ ধরনের লোকেরা আমাদের দেখে হাসবে ও উপহাস করবে, তথাপি আমাদের বিশ্বাস ত্যাগ করলে চলবে না। আমরা খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিন্থীয় যে, অবশ্যই এ সকল ঘটনা ঘটবে, কারণ খ্রীষ্ট নিজে আমাদেরকে তা বলেছেন। আর তিনিই যেহেতু আমাদের কাছে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে কারণে আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করতে পারি। তারা ভ্রান্ত হয়েছে, কারণ তারা না জানে (অন্তত অবিশ্বাস করে) পবিত্র শাস্ত্র, না জানে ঈশ্বরের ক্ষমা। কিন্তু আমরা তা জানি এবং আমরা অবশ্যই তাঁর উপরে নির্ভর করব। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের যে বিচার একবার সাধিত হয়ে গেছে তার তুলনায় আসন্ন বিচার আরও বেশি ভয়াবহ। পুরাতন পৃথিবী ধ্বংস করা হয়েছিল জল দিয়ে, কিন্তু বর্তমান পৃথিবী আগুন দ্বারা ধ্বংস করার জন্য সঞ্চিত রয়েছে। যদিও এই আসন্ন বিচার সাধিত হতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে এবং এই মন্দ পৃথিবী ঈশ্বরকে ক্রমাগতভাবে ক্রোধে পরিপূর্ণ করে চলেছে, তিনি অবশ্যই তাঁর নিরূপিত সময়ে এই মন্দ পৃথিবীর উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং শেষ বিচারের দিনে এই সমস্ত অধার্মিক ও কলুষিত মানুষকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। যারা এখন ঈশ্বরের বিচার নিয়ে উপহাস ও তামাশা করে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

২ পিতর ৩:৮ পদ

প্রেরিত পিতর তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসন্ন আগমনের সত্যতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন। এখানে পাঠকদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমত্ববোধ লক্ষ্যণীয়, কারণ তিনি তাদেরকে *প্রিয়তম* বলে সম্বোধন করছেন। যে সকল অধার্মিক দুর্বিনীত মানুষ ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে ও পাপে নিজেদেরকে জর্জরিত করে তাদের প্রতি প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীদের বিশেষ সহানুভূতি ও করুণা রয়েছে; কিন্তু যারা প্রকৃত ধার্মিক বিশ্বসী, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান। কিন্তু বিশ্বাসীদের মধ্যেও যে কতিপয় বিষয়ের অজ্ঞতা বা দ্বিধা রয়েছে, সেগুলোকে কাটিয়ে উঠবার জন্য তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি এই বিষয়ে কথা বলছেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

ক. প্রেরিত পিতর যে সত্যটি প্রকাশ করছেন – *প্রভুর কাছে একদিন হাজার বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের সমান*। যদিও মানুষের হিসাবে এক দিন ও এক বছরের পার্থক্য অনেক বেশি এবং এক দিন ও হাজার বছরের ব্যবধান আরও অনেক বেশি, তথাপি ঈশ্বরের কাছে এর কোন ব্যবধানই নেই, কারণ তিনি অনন্তকাল স্থায়ী, তাঁর কাছে সময়ের ব্যবধানের কোন তারতম্য নেই। তাঁর কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্ত কালই এক এবং তাঁর কাছে এক হাজার বছরের ব্যবধান আমাদের এক দিন বা এক ঘণ্টার ব্যবধানের সমতুল্য।

খ. এই সত্যের গুরুত্ব: এই একটি বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থাকি তা প্রেরিত পিতর চান না। ঈশ্বরকে উপাসনা করা ও তাঁর গৌরব-প্রশংসা করার জন্য তাঁর প্রতি আমাদের একটি পবিত্র ভক্তিপূর্ণ ভয় ও শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। তাঁর সাথে আমাদের উপলব্ধি করা যায় না এমন একটি অবর্ণনীয় দূরত্ব রয়েছে, যা থাকা একান্ত বাঞ্ছণীয়। আর সেই সাথে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয় থেকেই জ্ঞানের সূচনা ঘটে। এটি এমন একটি সত্য যা আমাদের শান্তির সাথে একান্তভাবে জড়িত। এ কারণেই তিনি বলছেন আমরা যেন এ কথা সব সময় মনে রাখি: *তোমরা এই একটি বিষয় ভুলে যেও না*। চির বিরাজমান ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান বা বিশ্বাস যদি মানুষের না থাকে, তাহলে তারা ঈশ্বরকে একজন মানবীয় সত্তা বলে ভাবতে শুরু করে। এ কারণে ঈশ্বরের সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা একান্তভাবে অপরিহার্য।

২ পিতর ৩:৯-১০ পদ

এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, *প্রভু বিলম্ব করেন না* – তিনি তাঁর কাজ নিরুপিত সময়ে করা থেকে কখনো বিরত থাকেন না। ঈশ্বর যেমন তাঁর নিজ নিরূপিত সময়ে ইস্রায়েল জাতিকে মিসর দেশ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১২:৪১), ঠিক তেমনি করে তিনি তাঁর নিরূপিত সময়ে এই পৃথিবীর বিচার করতে আসবেন। ঈশ্বর যা করেন আর মানুষ যা করে তার মাঝে ব্যবধান কত না বিস্তর! মানুষের মধ্যে এই চিন্তা করার প্রবণতা দেখা যায় যে, ঈশ্বরের নিরূপিত সময় এখনো আসে নি। এ কথা ভেবে তারা নিজেরাই তাদের মত করে নিজেদের ও মণ্ডলীর উদ্ধারের সময় নির্ধারণ করে। কিন্তু তারা একটি সময় নির্দিষ্ট করলেও ঈশ্বর ভিন্ন আরেকটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন এবং তিনি যে দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন সেই দিনটিতেই তা ঘটবে। তিনি কখনো তাঁর নিরূপিত সময়ে নির্ধারিত কাজটি করতে ব্যর্থ হন না। অধার্মিক মানুষ ঔদ্ধত্যের সাথে বলে যে, ঈশ্বর তাঁর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করতে পারেন নি এবং সে কারণে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন আর ঘটবে না। কিন্তু এ বিষয়ে প্রেরিত পিতর আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলছেন:-

ক. মানুষ যা বিলম্ব বলে ভাবে, তা আসলে আমাদের জন্য দীর্ঘসহিষ্ণুতা। ঈশ্বর আসলে তাঁর লোকদেরকে আরও বেশি করে সময় দিচ্ছেন, যাদেরকে তিনি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপনের জন্য বাছাই করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে এখন পর্যন্ত মন ফেরায় নি এবং অনেকেই

ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও আনুকূল্য লাভ করেছে, কিন্তু আরও জ্ঞান ও পবিত্রতা তাদের অর্জন করা প্রয়োজন। তাদেরকে বিশ্বাসে ও ধৈর্যে পূর্ণ হতে হবে, উত্তম কার্য সাধনে ব্রতী হতে হবে, ঈশ্বরের পথে চলতে গিয়ে কষ্টভোগ করতে হবে, যেন তা ঈশ্বরের গৌরব সাধন করে এবং স্বর্গে জীবন ধারণের জন্য তাদেরকে যোগ্য করে তোলে। ঈশ্বর চান না যে, তাদের একজনও বিনষ্ট হোক, বরং তিনি চান যেন তাদের সকলেই মন পরিবর্তন করে এবং তাঁর কাছে আসে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পরিত্রাণ লাভের জন্য মন পরিবর্তন ও অনুশোচনা একান্তভাবে প্রয়োজন। মন পরিবর্তন না করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য, লূক ১৩:৩,৫।

২. পাপীদের মৃত্যুতে ঈশ্বরের কোন আনন্দ নেই: যেহেতু পাপীদের শাস্তি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া, সে কারণে একজন দয়াময় ঈশ্বর কখনোই এর থেকে আনন্দ পেতে পারেন না। আর যদিও বা যাদেরকে ঈশ্বর আত্মার পবিত্রীকরণ ও সত্যের বিশ্বাস যাচাই করার মধ্য দিয়ে তাঁর পরিত্রাণ লাভের জন্য নির্বাচন করেছেন তাদেরকেই তিনি দীর্ঘসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তথাপি যারা যারা মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে আসবে এবং ধার্মিকতার চর্চা করবে তাদেরকে তিনি তাঁর মঙ্গল ও দয়া গুণে ক্ষমা করবেন ও তাদেরকে পরিত্রাণের ফল লাভ করতে দেবেন। ঈশ্বর মানুষকে মন পরিবর্তন ও অনুশোচনা করার জন্য যে সময় দিচ্ছেন, এই সময় পার হয়ে গেলেও যদি মানুষ মন পরিবর্তন না করে, তাহলে তিনি তাদের পরিণতি আরও ভয়ঙ্কর করে তুলবেন, কারণ তারা তাঁর আগমনের জন্য প্রস্তুত হয় নি।

খ. প্রভুর দিন রাতের বেলায় চোরের মত আসবে, পদ ১০। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

১. প্রভুর দিনের আগমনের সুস্পষ্টতা। যদিও এই পত্র লেখার পর এখন পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর পার হয়ে গেছে এবং এখন পর্যন্ত সেই দিনটি আসে নি, তথাপি আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, সেই দিনটি অবশ্যই আসবে। ঈশ্বর *মানুষের জন্য এক বার* মৃত্যু, *তারপর বিচার নিরূপিত* করেছেন, ইব্রীয় ৯:২৭। এ কারণে আমাদের অন্তরে এই সত্য দৃঢ়রূপে ধারণ করে রাখা প্রয়োজন যে, প্রভুর দিন অবশ্যই আসবে এবং সেই দিনে অবশ্যই আমাদের সমস্ত কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে।

২. দিনটি আগমনের আকস্মিকতা: রাতে যেভাবে চোর আসে, ঠিক সেভাবেই দিনটি আসবে। এমন এক সময়ে তা আসবে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে এবং নিজেদেরকে নিরাপদ ভাববে। তাদের মধ্যে সে সময় প্রভুর দিন আসার কোন প্রত্যাশা বা ধারণাই থাকবে না, ঠিক যেভাবে একজন মানুষ গভীর ঘুমে তলিয়ে থাকলে ঘরে চোর ঢুকলেও টের পায় না। *পরে মধ্য রাত্রে এই উচ্চরব হল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হও,* মথি ২৫:৬। সেই সময়ে শুধু মূর্খেরা নয়, জ্ঞানীরাও ঘুমিয়ে থাকবে। প্রভু এমন এক দিনে আসবেন যে দিন কেউ তাঁর খোঁজ করবে না এবং এমন এক প্রহরে আসবেন যখন মানুষ

সচেতন থাকবে না। যে সময়টিকে মানুষ সবচেয়ে অনুপযুক্ত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বলে ভাববে এবং যে সময় প্রত্যেকে নিজেকে অনিরাপদ বলে ভাববে, সে সময় প্রভুর আগমনের সময় হবে। সে কারণে আমরা কী চিন্তা করছি ও কী কথা বলছি সে বিষয়ে আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন যেন তা আমাদেরকে প্রভুর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

৩. তাঁর আগমনের ভাবগাম্ভীর্য ও জাঁকজমকতা।

(১) *তখন আকাশ হূহূ শব্দ করে উড়ে যাবে*। দৃশ্যমান যে আকাশ রয়েছে, তা প্রভুর আগমনের সময় তাঁর গৌরব ও মহিমা ধারণ করতে ব্যর্থ হবে, তাই তা মুছে যাবে। এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেবে এবং তা খুব দ্রুত এক অবাক করা শব্দের মধ্য দিয়ে সাধিত হবে।

(২) *মূলবস্তুগুলো পুড়ে গিয়ে বিলীন হবে*। প্রভু যখন আগমন করবেন তখন তাঁর চারপাশে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকবে। এক বিশাল ঝড়ের রূপ ধরে আকাশ উড়ে চলে যাবে। এর পরপরই প্রভুর আগে আগে আগুনের স্তম্ভ এগিয়ে চলবে এবং সমস্ত মূলবস্তু বা প্রকৃতির মৌলিক উপাদানগুলো পুড়ে বিলীন হয়ে যাবে। পৃথিবী *ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সমস্তই পুড়ে যাবে*। পৃথিবী, এর সমস্ত অধিবাসী এবং তাদের সমস্ত কাজ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুদৃশ্য প্রাসাদ ও উদ্যান এবং পার্থিব মানুষের আকাঙ্ক্ষার ও আনন্দের সমস্ত বস্তু, সবই পুড়ে বিলীন হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যত পাপ রয়েছে তা গ্রাস করবে এই আগুন।

আর এখন খ্রীষ্টের প্রথম আগমন ও দ্বিতীয় আগমনের মধ্যকার পার্থক্য কে না নির্ণয় করতে পারবে! এ কারণেই এই দিনটিকে বলা হয়েছে *সদাপ্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন*, মালাখি ৪:৫। এই আসন্ন বিচারের দিন আসলেই কতটা না ভয়ঙ্কর হবে! আমি আশা করি, আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বাসে স্থির থেকে ও জ্ঞানে পূর্ণ হয়ে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বংসকারী বিচারের দিনের জন্য অপেক্ষা করব, যেন প্রভু আমাদেরকে ধার্মিক বলে গণ্য করেন।

২ পিতর ৩:১১-১৮ পদ

প্রেরিত পিতর এই অংশে তাঁর পাঠকদেরকে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন।

ক. পিতর তাদেরকে সারা জীবন পবিত্রতা ও ধার্মিকতা বজায় রাখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। পবিত্র শাস্ত্রের যত সত্য উন্মোচিত হয়েছে তা অবশ্যই আমাদের জীবনে বাস্তব প্রয়োগ ঘটাবে হবে এবং কার্যকরভাবে তাতে অগ্রগতি সাধন করতে হবে। এর জন্য আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরীয় জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ হতে হবে। *এভাবে যখন এ সবই বিলীন হবে, তখন তোমাদেরও পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কি রকম লোক হওয়া উচিত!* যে পাপ সমস্ত প্রাণীকুলকে ঈশ্বরের চোখে ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য করে তোলে, সেই মারণঘাতী পাপ থেকে আমাদের যে কোন মূল্যে হোক দূরে থাকতে হবে। মানুষের ব্যবহারের জন্য যা কিছু তৈরি হয়েছে তার বিপরীতে রয়েছে মানুষের পাপের অসারতা।

মানুষের পাপের কারণে যদি আসমান ও পৃথিবী এভাবে ধ্বংসে পতিত হতে পারে, তাহলে কত না ঘৃণিত সেই পাপ! আর সেই পাপের জন্য পা যীশুর মানুষগুলোকেও কত না ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করতে হবে। এখানে প্রেরিত পিতর আমাদেরকে এক সার্বজনীন ও সর্বব্যাপী পবিত্রতায় পূর্ণ হওয়ার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। আমাদেরকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা ঈশ্বরের গৃহ, তথা আমাদের নিজেদের অন্তরকে সব সময় পবিত্র ও শুদ্ধ রাখতে পারি। ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং মানুষের সাথে কথা বলা ও চলাফেরা সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই আমাদের এই পবিত্রতা প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক। আমাদের অবশ্যই এমন কাজ করতে হবে ও এমন কথা বলতে হবে যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ পায়। প্রভুর দিন নিশ্চিতভাবে আসছে, এই বিশ্বাসকে সামনে রেখেই আমাদের জীবনকে অতিবাহিত করতে হবে; কারণ এই দিন এমন এক মহান দিন, যেদিন খ্রীষ্ট তাঁর পিতার মহিমায় উপনীত হবেন। এর আগে যেমন খ্রীষ্ট মানুষ হিসেবে আমাদের মাঝে এসেছিলেন, এবার আর মানুষ হিসেবে নয়, বরং তিনি একান্তভাবে আমাদের প্রভু হয়ে উপস্থিত হবেন। এখানে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত:-

১. প্রকৃত খ্রীষ্টানদের কীসের জন্য অপেক্ষা করা উচিত: *নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী*। এই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীতে রয়েছে আমাদের মহান ঈশ্বর ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা, ক্ষমতা ও মঙ্গলময়তার আরও সুস্পষ্ট এক প্রত্যাদেশ। কাজেই এখন আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তার চেয়েও বেশি ও স্পষ্ট করে আমরা সে সময় দেখব এবং এখন যা জানি না তাও জানবো। কারণ সে সময় এই নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সমস্ত অসার চিন্তাধারা ও শিক্ষা থেকে মুক্ত হবে, যা আমাদের চিন্তার প্রসারকে বাধা দেয়। যারা কেবলমাত্র খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় আবৃত রয়েছে, তারা তখন পবিত্র আত্মা দ্বারাও পবিত্রীকৃত হবে এবং তারা চিরকাল সেই পবিত্র স্থানে বসতি করবে।

২. এই বৃহৎ প্রত্যাশার ভিত্তি কী – *ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা*। ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেন নি এমন কোন কিছুর জন্য প্রত্যাশা করা একান্তই অনর্থক। যদি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা আমাদের প্রত্যাশাকে স্থির রাখি, যদি তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা কাজ করিন্থীয় এবং তাঁর নিরূপিত সময়ের মাঝেই তা সম্পন্ন করি, তাহলে আমাদের কোনমতেই হতাশ হতে হবে না; কারণ তিনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। এ কারণে আমাদের যত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও যত প্রত্যাশা, তার সবই ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে স্থাপিত হতে হবে। ঈশ্বরের তাঁর পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে দিয়েছেন যেন আমরা সেখান থেকে তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহের পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি এবং সে অনুসারে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি, যিশাইয় ৬৫:১৭; ৬৬:২২।

খ. প্রেরিত পিতর ১১ পদে যেমন পবিত্রতায় পূর্ণ হওয়ার জন্য বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য বলেছেন *এভাবে যখন এ সবই বিলীন হবে*, ঠিক সেভাবে তিনি আবারও ১৪ পদে বিষয়টি আবারও বিবেচনা করতে বলছেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন, "আমি চাই যেন তোমরা প্রভুর দিনের আগমনের প্রত্যাশায় থাক, যখন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর গৌরবময় মহিমা সহকারে আবির্ভূত হবেন এবং এই পুরো আকাশ ও পৃথিবী বিলীন হয়ে

যাবে। সমস্ত কিছুই পবিত্রীকৃত ও পরিশুদ্ধ করা হবে এবং পুনরায় নির্মাণ করা হবে, যেন সব কিছু তাঁর পবিত্রতার সামনে দাঁড়াতে পারে। এ সমস্ত কিছু বিবেচনা করলে তোমরা দেখতে পাবে যে, যে দিন তিনি পৃথিবীর বিচার করার জন্য নেমে আসবেন, সে দিনের জন্য তোমাদের কী ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখা প্রয়োজন। এটি এমন একটি বিচারালয় যেখানে মিথ্যার কোন সুযোগ নেই। এখানে বিচারক যে শাস্তিই দেন না কেন তা আরও পরিবর্তন করা যাবে না। এ কারণে খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হও।"

১. "সে সময় যেন তোমাদেরকে এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যা খ্রীষ্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, যেন তোমাদেরকে তিনি তাঁর নিজের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত করতে পারেন।" যারা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসবে না, তারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের বিপক্ষ এবং তারা ঈশ্বরকে ও তাঁর অভিষিক্ত জনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাদেরকে প্রভুর উপস্থিতি থেকে, তাঁর গৌরব ও মহিমা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি দান করা হবে। যাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের সাথে যাদেরকে সম্মিলিত করা হয়েছে, তারাই একমাত্র সুরক্ষিত ও সুখী মানুষ। লক্ষ্য করুন:-

(১) একমাত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরতে শান্তি পাওয়া যায়।

(২) আমাদের বিবেক ও চেতনার মাঝে অবশ্যই শান্তির অবস্থান থাকতে হবে, যা আমরা আমরা ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় অনুগ্রহ লাভ করার মাধ্যমে অর্জন করি।

(৩) আমাদের মহিমান্বিত প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের মাঝে শান্ত ও সংযমী ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. *যেন তাঁর কাছে তোমাদেরকে নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে দেখতে পাওয়া যায়।* শান্তির পাশাপাশি আমাদের অবশ্যই পবিত্রতা অর্জনের জন্যও সচেষ্ট হতে হবে। ঈশ্বরের সন্তানের যে সমস্ত কলঙ্ক থাকা উচিত নয় সেগুলো মোচনের জন্যই যে শুধু আমাদের চেষ্টা করা উচিত তা নয়, সেই সাথে নিখুঁত পবিত্রতা ও উপযুক্ততা অর্জনের জন্যও আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। খ্রীষ্টানদেরকে অবশ্যই পবিত্র ও নিখুঁত হতে হবে। যে ব্যক্তি এই কাজে অবহেলা করবে, সে প্রভুর দৃষ্টিতে পবিত্র বলে গণ্য হবে না। মনের রাখতে হবে, যে প্রভুর কাজ অবহেলার সাথে করে তার উপরে অভিশাপ পড়বে, যিরমিয় ৪৮:১০। আমরা আমাদের সমস্ত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের জন্য স্বর্গ থেকে পুরস্কার লাভ করব। এই কারণে আসুন আমরা ঈশ্বরের কাজে পরিশ্রমী হই ও কষ্টভোগ করি। তিনিই অবশ্যই আমাদের কাজের মাত্রা অনুসারে আমাদেরকে পুরস্কার দান করবেন। "প্রভু কি আসতে বিলম্ব করছেন? কখনোই এ কথা ভেবো না যে, তিনি তোমাদেরকে পার্থিব অভিলাষে মত্ত হওয়ার জন্য সময় দিচ্ছেন। তিনি তোমাদেরকে এই সময়টুকু দিচ্ছেন যেন তোমরা এর মাঝে নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাজে ব্যাপৃত রেখে পরিত্রাণ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিতে পার। তিনি তাঁর কষ্টভোগকারী লোকদের দুঃখ দেখে তাদের বিশ্রামের জন্য এই সময় দান করেন নি,

কিংবা তিনি পার্থিব অধার্মিকতাকে উৎসাহিত করার জন্যও এই সময় দেন নি, বরং মানুষ যেন অনন্ত জীবনে বসবাস করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে সেজন্যই তিনি এই সময় দান করেছেন। আমাদের প্রভুর ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে শেখো। তিনি আপাতদৃষ্টিতে বিলম্ব করছেন বলে মনে হলেও, আকস্মিকভাবে যে কোন মুহূর্তে তিনি আগমন করতে পারেন। শান্তি ও পবিত্রতা বজায় রাখ, নতুবা তাঁর আগমন তোমাদের কাছে হয়ে উঠতে পারে ভয়ঙ্কর।" প্রেরিত পিতর খুব ভাল করেই জানতেন যে, ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতার অপব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা ও তাদেরকে সঠিক উপায়ে পরিচালিত করা কতটা কঠিন কাজ একজন পরিচর্যাকারীর জন্য। সে কারণে তিনি বারবার তাঁর পাঠকদেরকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যে নিবিষ্ট থাকতে ও তাঁর আদেশ পালন করতে সনির্বন্ধ পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি, তিনি কতটা স্নেহ ও ভালবাসা মিশিয়ে তাঁর পাঠকদের কাছে অনুরোধ করেছেন। একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি যদি অপর কোন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষকে তার মঙ্গল সাধনের জন্য তিরস্কার করেন, তাহলে সেটা তার জন্য সৌভাগ্যস্বরূপ, কারণ এর মধ্য দিয়ে তার আত্মিক মঙ্গলই সাধন হবে, কোন ক্ষতি হবে না। অপর দিকে ধার্মিক ব্যক্তিকে যদি সুমিষ্ট কণ্ঠে ও বন্ধুসুলভ আচরণ দিয়ে কোন বিষয় বোঝানো হয়, তাহলেও তা সেই ধার্মিক ব্যক্তিকে ধার্মিকতায় ও বিশ্বাসে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে। পিতর এখানে প্রেরিত পৌলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। দেখুন, যে পৌল সবার সামনে পিতরকে সুসমাচারের সত্য অনুসারে না চলার জন্য তিরস্কার করেছিলেন, সেই পিতরই পৌলের সম্পর্কে কি সপ্রশংস বক্তব্য রেখেছেন!

(১) পিতর তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁকে একজন সহ-বিশ্বাসী (যে অর্থে ১ থিষলনীকীয় ৫:২৭ পদে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে), বা একজন সহ-প্রচারক (যে অর্থে পৌল তীমথিকে ভাই বলে সম্বোধন করেছিলেন, কলসীয় ১:১) হিসেবেই শুধু পরিচয় দেন নি, বরং সেই সাথে তিনি পৌলকে একজন সহ-প্রেরিত হিসেবেও পরিচয় দিয়েছেন, যিনি তাঁর মত প্রত্যক্ষভাবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রায় একই ধরনের অসাধারণ দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, যেন তাঁরা সারা পৃথিবীর সমস্ত জাতির মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন। যদিও অনেক ভণ্ড শিক্ষক ও প্রচারক পৌলের প্রৈরিত্বকে অস্বীকার করেছিল, তথাপি পিতর নিজে তাঁকে প্রেরিত হিসেবে স্বীকার করেছিলেন।

(২) তিনি তাঁকে প্রিয় ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা উভয়ে একই আদেশ লাভ করেছিলেন এবং তাঁরা একই প্রভুর কাছ থেকে একই দায়িত্বে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এটা খুবই অস্বাভাবিক হত যদি তাদের একজনের প্রতি আরেক জনের কোন ভালবাসা না থাকত, কারণ প্রেরিতদের দায়িত্ব হচ্ছে একজনের হাতে আরেকজনের হাত রেখে শক্তিশালী হয়ে ওঠা এবং একজনের সাফল্যে অন্যজনের আনন্দ করা।

(৩) তিনি পৌলকে এমন একজন মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যাঁকে এক ভিন্ন মাত্রার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছিল। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর সুসমাচারের নানা নিগূঢ় রহস্য সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ছিল এবং তিনি যোগ্যতায় ও গুণে সম্মুখ সারির অন্য যে কোন প্রেরিতদের থেকে একটুও পিছিয়ে ছিলেন না। যাঁরা সুসমাচার প্রচার করেন তাদের

একের প্রতি অপরের আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে পিতর এখানে কত না চমৎকার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! অবশ্যই তাদের দায়িত্ব হচ্ছে একে অপরের প্রশংসা করে ও উৎসাহ দান করে পরস্পরের অগ্রগতি সাধনে সাহায্য করা, অপরের বাধা সৃষ্টি করে এমন যে কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকা এবং মানুষের মাঝে অপর প্রচারক ও পরিচর্যাকারীর সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি করা। এখানে আমরা আরও দেখতে পাই:-

[১] পৌলের যে অপরিমেয় জ্ঞান ছিল তা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুসমাচার প্রচার করার জন্য যে উপলব্ধি ও জ্ঞান প্রয়োজন তা একান্তই ঈশ্বরের দান। আমাদের অবশ্যই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই জ্ঞান ও যোগ্যতা লাভ করতে পারি।

[২] প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদেরকে সেই কথাগুলোই বলছেন যা তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন ও জেনেছেন। তাঁকে সুসমাচারের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে সে অনুসারেই তিনি অন্যদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি যা জানেন না বা যা বোঝেন না তা অনুমানে বলেন নি। বরং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে জেনে তবেই মানুষের কাছে প্রচার করেছেন।

[৩] অযিহূদীদের কাছে প্রেরিত পৌল যে পত্রগুলো লিখেছেন এবং খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করা অযিহূদীদের কাছে পৌল যে প্রচার করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল অযিহূদীদের মধ্য থেকে আসা খ্রীষ্টের বিশ্বাসীদেরকে সুসমাচারের শিক্ষা ও নির্দেশনা দান করা। কিন্তু যিহূদীদের মধ্য থেকে যারা বিশ্বাসী হয়েছেন তাদের জন্য সুসমাচারের শিক্ষা ও নির্দেশনা কিছুটা ভিন্নভাবে দেওয়া প্রয়োজন বিধায় তাদের জন্য পিতরকে প্রেরিত হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বলছেন যে, পৌলের পত্রগুলোতে এমন অনেক বিষয় আছে যা উপলব্ধি করা কিছুটা কঠিন। পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মাঝে অনেক বিষয়ই রয়েছে যা সেগুলোর দুর্বোধ্যতার জন্য বুঝতে পারা কঠিন, এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যান্য আরও কিছু বিষয় সহজে বোঝা যায় না সেগুলোর চমৎকারিত্ব ও নিগূঢ় তত্ত্বের কারণে। আরও অনেক বিষয় আছে যা মানুষের অন্তরের দুর্বলতার কারণে উপলব্ধি করা কঠিন, এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের রূহ, যার উল্লেখ পাওয়া যায় ১ করিন্থীয় ২:১৪ পদে। আর এখানে বলা হচ্ছে, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মানুষেরা যে কাজ করে তা একেবারেই মূল্যহীন, কারণ তারা পবিত্র শাস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করে না এবং তারা পবিত্র আত্মার অনুমোদন নিয়ে কথা বলে না। যাদের মধ্যে সুসমাচারের সত্যের সুশিক্ষা নেই ও বিশ্বাস যাদের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য বিকৃত করার ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। যারা পিতার কাছ থেকে শুনেছে ও শিখেছে তারা ঈশ্বরের বাক্যের কোন অংশ কখনোই ভুল ব্যাখ্যা করবে না এবং ভুলভাবে প্রয়োগ করবে না। যখন স্বর্গীয় শক্তি মানুষকে স্বর্গীয় সত্যে নির্দেশনা দান করে, তখন মানুষ কার্যকরভাবে ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকে। আমাদের জন্য এটা কত না অনুগ্রহের বিষয় যে, আমরা বুঝতে পারি কীভাবে পাপীরা তাদের নিজেদের পাপের ফাঁদে পড়ছে এবং আমাদেরকেও প্রলোভিত করার চেষ্টা করছে। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও বিচার

সংক্রান্ত যে ভ্রান্তি রয়েছে সেগুলোই মানুষের চূড়ান্ত ও নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে। এ কারণে আমাদের একাগ্রভাবে এই প্রার্থনা করা উচিত যেন ঈশ্বরের আত্মা আমাদের সত্যের পথ শিক্ষা দেন এবং আমরা যেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করতে পারি ও আমাদের অন্তর যেন অনুগ্রহে পূর্ণ হয়। এর মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বাসে দৃঢ় অবস্থান ধারণ করতে পারব এবং জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ঝড়োন্মুখ মুহূর্তেও আমরা কখনো বিশ্বাস থেকে টলে পড়বো না বা অন্য কোন মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়বো না।

গ. প্রেরিত পিতর তাঁর পাঠকদেরকে এখানে বিশেষভাবে সাবধান করে দিচ্ছেন, পদ ১৭,১৮।

১. তিনি আমাদের কাছে এই কথা প্রকাশ করছেন যে, এই সকল বিষয় সম্পর্কে যে জ্ঞান আমরা লাভ করেছি, তার প্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে, যেন এই বিপদসঙ্কুল পৃথিবীয় আমরা নিরাপদে অবস্থান করতে পারি ও পথ চলতে পারি, পদ ১৭।

(১) প্রলোভিত হওয়ার ও সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সমূহ বিপদ আমাদের সামনে রয়েছে। যারা পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ ও যাদের এ সম্পর্কে স্পষ্ট উপলব্ধি নেই, তারা পবিত্র শাস্ত্রকে চরম অবমাননা করতে পারে। অনেকেই রয়েছে যাদের পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান নেই এবং তারা তা পাঠ করে বুঝতেও পারে না। আবার অনেকে আছে যারা পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করে তার অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু সেই সত্য তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা পায় না এবং তারা খুব সহজেই প্রলোভনকারীদের ভ্রান্তিতে পতিত হয়। সামান্য কয়েকজনই কেবল খ্রীষ্টিয় মতবাদ ও শিক্ষা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তা জীবনে প্রয়োগ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে আরও অল্প কয়েকজন সেই শিক্ষা প্রয়োগের মাধ্যমে ধার্মিকতায় স্থির থেকে সরু দরজা দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে, যা এনে দেয় অনন্ত জীবন। আমাদের অবশ্যই চূড়ান্তভাবে আত্মসংযমী হতে হবে এবং নিজেদের জীবনের সমস্ত নির্ভরতা পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের উপর ছেড়ে দিতে হবে, যদি আমরা একান্তই সুসমাচারের সত্য নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে চাই ও কার্যকরভাবে তার ফল উপভোগ কতে চাই। সুসামাচারের সত্য যদি আমাদের অন্তরে অবস্থান না করে, তাহলে আমাদের মধ্যে সেই সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাপক ঝুঁকি থেকে থাকে। কারণ:

[১] যতই আমরা সুসমাচারের সত্য থেকে দূরে সরে যাব ততই আমরা প্রকৃত অনুগ্রহ থেকে দূরে সরে যাই এবং চূড়ান্ত ধ্বংসের পথে ধাবিত হই। যদি মানুষ ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করে, তাহলে সেই বিকৃতি তাদের অন্তিম পরিণামই ডেকে আনে।

[২] মানুষ যখন ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করে, তখন তারা ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকৃষ্ট হয়ে নিজের স্থিরতা থেকে বিচ্যুত হয়। এই সমস্ত ধর্মহীন মানুষেরা একান্তভাবেই মন্দ ও বিপথগামী। তারা কোন আইন মানে না, তাদের কোন আদর্শ নেই, নীতি নেই। তারা নিজেদের চিন্তা অনুসারে চলে। এদের বিষয়ে গীতসংহিতা রচয়িতা দায়ূদ স্পষ্টভাবে

উল্লেখ করেছেন (গীতসংহিতা ১১৯:১১৩): *আমি দ্বিমনাদের ঘৃণা করি, কিন্তু তোমার ব্যবস্থা ভালবাসি*। তাদের যে চিন্তাধারা ও বিশ্বাসই থাকুক না কেন, তা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তা ঘৃণা করেন। এই সমস্ত ঈশ্বরবিহীন মানুষের চিন্তাধারার প্রতি যদি আমরা আকৃষ্ট হই, তাহলে আমরাও খুব দ্রুত তাদেরই মত হয়ে পড়ব এবং ঈশ্বর আমাদেরকেও ঘৃণা করবেন।

[৩] যারা তাদের নিজ ভ্রান্তির মাঝে জীবন-ধারণ করে, তারা *নিজের স্থিরতা থেকে পদস্খলিত হয়*। তারা পুরোপুরি দিকভ্রান্ত ও বেপরোয়া। তারা জানে না কোথায় গিয়ে তারা বিশ্রাম পাবে। সব সময় তাদের মাঝে কাজ করে অনিশ্চয়তা। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তারা একবার এদিকে আবার ওদিকে দুলতে থাকে। এ কারণে আমাদের অবশ্যই এ ধরনের বিপজ্জনক মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

২. আমরাও যেন এই সমস্ত মানুষের জন্য স্থিরতা থেকে পদস্খলিত না হই, সেজন্য প্রেরিত পিতর আমাদেরকে বিশেষ নির্দেশনা দিচ্ছেন, পদ ১৮।

(১) আমাদের অবশ্যই অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করতে হবে। পত্রের শুরুতে তিনি আমাদেরকে একটি অনুগ্রহের সাথে আরেকটি অনুগ্রহকে যুক্ত করতে বলেছেন। আর এখন তিনি আমাদেরকে সবগুলো অনুগ্রহে, অর্থাৎ বিশ্বাসে, সদ্‌গুণে ও জ্ঞানে একসাথে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। যত শক্তিশালী অনুগ্রহ আমাদের ভেতরে থাকবে, তত স্থিরতার সাথে আমরা সুসমাচারের সত্যে অবস্থান করতে পারব।

(২) আমাদের অবশ্যই *প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ* করতে হবে। “প্রভুকে জানার জন্য সর্বদা তাঁকে অনুসরণ কর। তাঁকে আরও স্পষ্টভাবে ও পরিপূর্ণতার সাথে জানার জন্য সচেষ্ট হও। খ্রীষ্টকে আরও ভাল করে জানা এবং আরও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে জানার অর্থ হচ্ছে তাঁর প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁকে আরও বেশি করে ভালবাসা করা।” খ্রীষ্টের এই জ্ঞানই প্রেরিত পৌল আমাদেরকে অর্জন করতে বলেছেন ও অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার আকাঙ্ক্ষা করতে বলেছেন, ফিলিপীয় ৩:১০। খ্রীষ্টের এমন নিগূঢ় জ্ঞান আমাদেরকে আরও বেশি করে তাঁর সাথে স্থির রাখে এবং আমাদেরকে তাঁর কাছে আরও বেশি প্রিয় করে তোলে। এতে করে আমরা তাঁর মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সাধনে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারি। তাঁকে জানার কারণে আমরা পৃথিবীব্যাপী ধর্মভ্রষ্টতার যুগেও নিজেদেরকে বিশ্বাসে স্থির রাখতে পারি। যারা আমাদের প্রভু ও পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞান লাভ করার মধ্য দিয়ে কার্যকর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তারা সেই অনুগ্রহ লাভ করে অবশ্যই তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা দান করবেন এবং আমাদের প্রেরিত পিতরের সাথে গলা মিলিয়ে বলবেন, *এখন ও অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর গৌরব হোক*। আমেন।